শিশিরে উষ্ণ রক্ত

রিচার্ড ষ্টার্ক

ভাষান্তর
অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশক
পাত্র বুক এজেন্সী
কলিকাতা-৭০০০৭৩

THE SPLIT

By

RICHARD STARK

Bengali Version

By

AMULYACHANDRA BANDYOPADHYAY

প্রথম প্রকাশ :

আশ্বিন—১৩৬৩।

প্রকাশিকা :

শ্রীমতী আলোরাণী পাত্র

প্রগতি প্রকাশনী

২৮এ, পঞ্চানন ঘোষ লেন,

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :

প্রদোষকান্তি বর্মণ

মুদ্রাকর :

শ্রীনিরঞ্জনকুমার ঘোষ

রঘুনাথ প্রিণ্টার্স

১৫৩/এ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৭০০০০৬

অতি সহজেই স্বপ্নে পাওয়া সম্পদের ন্যায় প্রচুর অর্থলাভে দলের সবাই যখন আনন্দে আত্মহারা তখন ………।

হঠাৎ………ঘটে গেল!

রহস্যাবৃত এক………আবির্ভাব ঘটল।

পার্কারের সুন্দরী শয্যাসঙ্গিনীর হত্যা… ……।

পার্কারের কাছে গচ্ছিত দলের সমস্ত সম্পদ চুরি………পার্কারের জীবন-নাশের চেষ্টা।

পার্কার তুহিন শীতল-উত্তেজনাহীন।

পার্কারের দিকে ধাবমান মৃত্যুর পরোয়ানা ………রহস্যের জাল আরো বুনে চলে।

রহস্যাবৃত কার আবির্ভাব?

পার্কারের দলের লোক একযোগে অনুসন্ধান চালায় এই রহস্যের জাল উন্মোচন করতে।

মূল্যও দিতে হয় অনেক…………দলের অনেকেই প্রাণ হারায়।

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ খুনের কিনারায় তৎপর।

রহস্যের যবনিকা উঠল অন্তিম লগ্নে।

॥ আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি অনুবাদ বই ॥

জেমস হেডলী চেজ

*শয়তানের প্রথম প্রহর	১০ ০০
*সমুদ্র সৈকতে খুন	১৬ ০০
*কামনা নিঃশ্বাসে বিষ	২০ ০০
*সর্ব্বনাশের নেশা	২৫ ০০
*নীল জ্যোৎস্নায় একা	১৬ ০০
*সোনার হরিণ	২০ ০০
*হিমকুয়াশায় মৃত্যু	১৬ ০০
*নরকে শেষ বসন্ত	১৮ ০০
*নেকড়ের থাবা	২০ ০০
*নিশিথ তৃষ্ণা	১৪ ০০

আগাথা ক্রিষ্টি

*অদৃশ্য খুনী	১৮ ০০
*বিবশ শর্বরী	১৫ ০০
*এস ও এস	২০.০০

অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীন

দি ওয়ে টু ডাস্টি ডেথ্‌	১৪.০০
ব্রেক হার্ট পাস	১২ ০০
*রক্ত ঝরা দিনগুলি	১৫ ০০
*তরল সোনার রহস্য	১৫ ০০

প্রথম খণ্ড

॥ এক ॥

দ্বিতীয় বারেও সাড়া না পেয়ে পার্থ দরজায় লাথি মারল। সস্তা তালাটা ভেঙে পড়ল। শেকলের তালা, এবং পুলিশ-তালা খোলাই ছিল। পার্থর জুতো পরা পায়ের তলা দিয়ে লাথি মারতেই পুরানো ভাঙা দরজার মত খিলটা ভেঙে খুলে গেল।

পার্থ ভেতরে প্রবেশ করে হলঘরে দাঁড়িয়ে রইল। মাথার উপরে পঁচিশ পাওয়ারের বাল্বটা জ্বলছে। সে চুপ করে শুনতে চেষ্টা করল।

লম্বা সরু হলের দরজা খোলাই ছিল। সমস্ত ঘরগুলোর দরজা ডানদিকে হলের দিকে। প্রথমে রান্নাঘর, তাতে আলো জ্বলছে, পরে অন্ধকার বাথরুম, হলের সেদিকটা অন্ধকারাচ্ছন্নই। পরে শোবার ঘর। শোবার ঘর থেকে স্তিমিত আলো ছড়িয়ে পড়ছে। একদম শেষে বসবার ঘর এবং সেখানেই হলের পথ শেষ হয়েছে। বাইরে থেকে ঘরগুলোর অপরদিকে হলটাকে একটা আয়তাকার চিমনির মত দেখায়। দিনের বেলায় ব্যবহারের ঘরের জানালা থেকে দেখা যায় মোহরের লোমে আবৃত আরাম কেদারা এবং একটা ছোট কাঠের টেবিল, তার উপরে একটা কালো টেলিফোন এবং নকল পাথরের কম্বল। ও পাশে কেদারার পাশে অস্পষ্ট একটা আলোও রয়েছে মেঝেতে, যা থেকে মৃদু রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অপর একটি আলোর উৎসও ছিল, তবে সেটা বসবার ঘরের এক অদৃশ্য স্থানে।

সে যখন বাইরে গিয়েছিল তখন যেমন ছিল সব ঠিক সেইরূপই আছে। রান্নাঘরে আলো ছিল, বাথরুমে ছিল না, শোবার ঘর এবং বসবার ঘরে আলো ছিল, সামনের দরজায় খিল দেওয়া ছিল, কিন্তু শেকলের তালা এবং পুলিশ তালা দু'টোই খোলা ছিল

কেবল একটি ব্যতিক্রম—সে দু'দু'বার কড়া নাড়ল, কিন্তু এলী খিল খুলে দিতে এল না।

মাত্র দশ মিনিট আগে বীয়ার ও সিগারেট কিনতে সে নীচে গিয়েছিল। কোণের স্থানটা বন্ধ থাকায় তাকে একটা ব্লক এগিয়ে যেতে হয়েছিল।

সাধারণতঃ সে এলীকেই পাঠিয়ে থাকে কিন্তু তিনদিন সে ঘরের বাইরে যায় নি, তাই মুক্ত বায়ুর জন্য সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। সে তাই পোষাক পরে বেরিয়ে গেল। সে যখন যায় তখন এলী নগ্ন অবস্থায় কোঁচকানো বিছানায় দর্জির ভঙ্গিতে, এক পায়ের উপর অন্য পা রেখে নখ দিয়ে নিজের গা আঁচড়াচ্ছিল আর ফিল্টার সিগারেট টানছিল। সে মাঝে মাঝে হাই তুলছিল, অবশ্য ঘুমের পরে এরূপ হয়ে থাকে। এলী বলল, "আজ আমাদের জন্য ডিমের খাবার তৈরী করব। পার্কার বলল, "চমৎকার প্রস্তাব।" তারপরে সে চলে গেল।

মাত্র দশ মিনিটে অঘটন ঘটে গেল।

এলী নিশ্চয়ই বাইরে যায় না বা ঘুমিয়েও পড়েনি, সে নিশ্চয়ই কড়ানাড়ার শব্দ শুনত। যদি তাও না শুনতে পেয়ে থাকে তবে সে অবশ্যই দরজায় লাথি মারার শব্দ শুনত।

কিন্তু নীরবতা ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই।

পার্কার নিজেকে অসহায় বোধ করল। পঁচিশ পাওয়ার বাল্বের নীচে দাঁড়িয়ে নিজেকে নগ্ন বোধ হল। তার হাতে কোন অস্ত্র নেই, একটা ব্যাগ কতগুলি বীয়ারের বোতল এবং সিগারেটের প্যাকেট।

তাড়াতাড়ি কাগজের ব্যাগটা মেঝেতে ফেলে রেখে পার্কার ভাঙ্গা দরজার দিকে ছুটে গেল, দরজার পুলিশ তালা ও অন্যান্য জিনিস পরীক্ষা করল, সবই ঠিক আছে। পুলিশ তালা যখন লাগান থাকে তখন উহার একদিক থাকে দরজার ওপরে এবং অপর দিক দরজার পেছনে মেঝেতে আটকানো, শক্ত তিনফুট লম্বা খাঁটি লোহার এই দণ্ড খুবই নির্ভরশীল, বাইরে থেকে লাথি মেরে দরজা ভাঙ্গা অসম্ভব। পার্কার দরজা বন্ধ করল।

হলঘর আলোকিত ছিল, রান্নাঘর ও বসবার ঘর থেকে মৃদু আলো আসছিল।

পার্কার নিঃশব্দে চলাফেরা করতে লাগল, সে রান্নাঘরে উঁকি মারল। সুসজ্জিত রান্নাঘর, সিলিং এর মাঝখানে ফ্লোরেসেন্ট লাইট, পোরসেলিন ও এনামেলের বাসনের উপর পড়ে আলোটা উজ্জ্বলতর হয়েছে। অপরিচ্ছন্ন গ্লাস, পাত্র এবং ডিসগুলি মেঝেতে ছড়ানো রয়েছে। মুদির দোকানে জিনিসপত্র ইতস্ততঃ ছড়ানো।

ডিনের খাবার তৈরী স্থরু হয়নি, এলী এঘরে ছিল না এবং একটু আগে আসারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

বাথরুমের আলোটা জেলে পার্কার দেখল, সে ঘরটাও খালি। যাওয়ার সময় সে দেখে গিয়েছিল শোবার ও বসবার ঘরের আলো জ্বলছে এবং এলী বসে আছে। প্রথমে সে তরবারির বাঁটটা লক্ষ্য করেনি, ভেবেছে হয়ত এলী আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বাম হাতের দিক থেকে তখনও অল্প অল্প সিগারেটের ধোঁয়া উঠছিল, হয়ত সে এখনও পূর্বের সিগারেটই খাচ্ছে বা নতুন আর একটা ধরিয়েছে।

একমাত্র পার্থক্য তার নজরে এল যে, এলী তাকাচ্ছে না, হয়ত সে আবার ঘুমিয়ে পড়ছে, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার ভঙ্গিটা অত্যন্ত বিসদৃশ। সে হলের দরজা থেকে তার দিকে তাকাল, হঠাৎ তার চোখে পড়ল তরবারির বাঁট, তরবারিটা তার বুকের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে বিছানার তলদেশে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

হয়ত কেউ দেওয়ালে টাঙান তরবারিটা নিয়ে এলীর বুকে বিদ্ধ করে দিয়েছে এবং সেটা প্যাডযুক্ত বিছানাকেও ভেদ করেছে। শীতকালে কাকতাড়ুয়ার মত তাকে আটকানো দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে, লোকটা তরবারি দিয়ে আঘাত করে পরে বাঁটের উপর হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে এরূপ ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

পার্কার ঘরের মধ্যে ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখল কিন্তু কোথাও কেউ নেই, খুনী অনেক আগেই চলে গিয়েছে। বস্তুতঃ কোন রক্ত দেখা গেল না, বোধ হয় সব রক্ত নীচের দিক থেকে বিছানার প্যাডে ঢুকে গিয়েছে।

এখন কি করা যায়? আরও দু'দিন তার এখানে থাকার কথা। যদি সে এখান থেকে চলে যায় তবে তার সঙ্গীরা জানতে পারবে না কোথায় সে গেল। তাছাড়া, তারাও যেমন তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না, সেও পারবে না তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। অথচ বিছানায় একটা মৃতদেহ নিয়েও বাস করা চলে না।

দশ মিনিট। কাজ খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে। খুনীটা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছিল কখন পার্কার বাইরে যাবে এবং সে বেরিয়ে যেতেই খুনী এসে ঢুকেছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করে সে পালিয়ে গেছে!

পার্কার অবাক হয়ে ভাবে, এলী সেই লোকটির সঙ্গে এমন কি দুর্ব্যবহার করেছিল যার জন্যে সে তাকে হত্যা করতে পারে! এলীকে সে মাত্র দু'সপ্তাহ

ধরে জানে এবং এই সময়ের মধ্যে কেউ কারুর আত্মজীবনী নিয়ে আলোচনা করে নি।

পার্কার জানত যে, এই ঘরের জিনিসপত্র এলীরই, সে হয়ত অন্য কারুর সঙ্গে আগে এই ঘরে বাস করত, হয়ত কোন কলেজের ছেলে হয়ত বা অন্য কেউ। সে এখন চলে গিয়েছে, তার স্থানে এসেছে পার্কার—এইমাত্র সে বুঝেছে।

কে এলীকে হত্যা করেছে এবং কেন করেছে তা নিয়ে পার্কারের মাথাব্যাথা নেই, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড তার সমস্ত পরিকল্পনাকে ভেঙে দিয়েছে, তাকে এক্ষুনি এখান থেকে পালাতে হবে।

পার্কার ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল দরজার কাছে পুলিশের পোষাকপরা মাট এবং জেফ দাঁড়িয়ে। মাটকে বিস্মিত দেখাল যেন কে তাদের সঙ্গে কৌতুক করেছে, জেফকে অত্যন্ত ভীত মনে হল। তারা অতি দ্রুত পিস্তল খুঁজতে লাগল, তাদের মনে হল, আরও বেশী সংখ্যক পুলিশ নিয়ে আসা উচিত ছিল।

পার্কার বলল, "আমি মাত্র এক মিনিট আগে এখানে এসেছি।" মাট দাঁড়িয়ে রইল এবং জেফ পার্কারের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে বলল, "নড়বে না।" মাট পার্কারকে বলল, "তুমিই আমাদের ফোন করেছিলে?" পার্কার "নিশ্চয়ই" বলে যদিও হাসি টানতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু আসলে সে মোটেই খুশী ছিল না। সে পুলিশদের বলল যে, মাত্র দশ মিনিট সে বাইরে গিয়েছিল, এরই মধ্যে এই সব অঘটন ঘটে গেল।

মাট জিজ্ঞেস করল, "ফোন করলে, নিজের নাম বললে না কেন?"

পার্কার বলল, "তাড়াতাড়িতে বলতে ভুল হয়ে গিয়েছে, আমি তখনও খুনীকে খোঁজা শেষ করতে পারিনি।"

জেফ তার সঙ্গীকে বলল, "এটা খুব ভাল শোনায় না।"

মাট একটা নোট বই খুলে পার্কারকে বলল, "আচ্ছা, কি জান বল।"

পার্কার বলল, "আমি বীয়ার ও সিগারেট কিনতে দশ মিনিটের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম, এরই মধ্যে এই সব ঘটেছে। ফিরে এসে দরজায় কড়া নাড়লাম কিন্তু কেউ সাড়া দিল না, দ্বিতীয়বারেও কোন সাড়া না পেয়ে লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে ঢুকলাম কারণ আমার মনে হল, কোন কিছু অঘটন ঘটেছে।"

জেফ—কেন তা মনে হল?

পার্কার—কারণ যখন আমি বেরিয়ে যাই এলী সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ঘরে ছিল।

মাত্র দশ মিনিটে তার ঘরে না থাকার কোন কারণ হতে পারে না। কাজেই যখন সে দরজা খুলতে আসছে না তখন নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল হয়েছে, আমার মনে হল।

জেফ—বলে যাও।

পার্কার—আমি দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখছি এই ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের ফোন করে এখানে অপেক্ষা করছি।

মাট সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, "সবই তো সত্য বলে মনে হচ্ছে।" জেফ তখনও খুব নিশ্চিত হতে পারে নি। সে পার্কারকে বলল, "ঘরগুলি ভাল করে খুঁজে দেখেছ?"

পার্কার—রান্নাঘরটা দেখা হয়নি। আমি কেবল এদিকটায় দেখছিলাম।

জেফ তার সঙ্গীকে পার্কারের প্রতি নজর দিতে বলে পিস্তল নিয়ে অনুসন্ধানে লেগে গেল।

জেফ চলে গেলে মাট পার্কারকে বলল, "ওর কথায় কিছু মনে করো না, ও সম্প্রতি ঢুকেছে।" পার্কার বলল, "না না কিছু মনে করি নি।"

পার্কার পুলিশের সহিত খুব ভদ্র ব্যবহার করে চলেছে, সে চাইছে পুলিশ তাকে সন্দেহ না করে। অপরাধ যেখানে সংঘটিত হয় সেখানে যে থাকবে তাকে অবশ্যই কতগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, তা সে দোষী হোক বা নির্দোষ হোক। তাকে গতানুগতিক কতগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে যেমন নাম, ধাম, পেশা এবং এখন এখানে কেন আসা হয়েছে, কখন আসা হয়েছে ইত্যাদি।

জেফ খাস কামরাটা দেখিয়ে বলল, "ওখানে কাপড় চোপড়ের মধ্যে খুনী লুকিয়ে থাকতে পারে।"

পার্কার বলল, "ওখানে কেউ নেই।" তবু সে না দেখে ছাড়তে চাইল না। পার্কার ভাবল, ওখানে গেলেই পিস্তল বন্দুক ও টাকা ভর্তি স্যুটকেস দু'টো চোখে পড়বে এবং সব ফাঁস হয়ে যাবে। সে মনে মনে জেফকে অভিশাপ দিতে লাগল।

জেফ ঘর খুলেই বলল, "একি! মেশিনগান্!" পার্কার অলঙ্কারের কাঠের বাক্সটা জেফের মাথায় পেছনদিকে ফেলে দিয়ে মাটকে লাথি মেরে দেয়ালের দিকে সরিয়ে দিল! মাট তার পাকস্থলী ধরে বসে পড়তেই পার্কার তার চোয়ালে আঘাত করল এবং জেফ কি করছে দেখতে ফিরে তাকাল।

জেফের মাথার পেছনে অলঙ্কারের কাঠের বাক্সের আঘাত লেগেছে এবং সে

কাপড়-চোপড়ে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, সে পড়ে গিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। পার্কার তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরে টেনে তুলল এবং তুলতে গিয়ে দু'বার আঘাত করল। সে নীচে পড়ে গিয়ে কাতরাতে লাগল।

সব কিছু যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। পার্কার জেকের পা ধরে তুলে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল, তার নিজের পিস্তলও মেঝেতে পড়ে অন্য পিস্তল বন্দুকের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

পার্কার পথ পরিষ্কার করে দিল এবং ছোট ঘরের চারিদিকে তাকাল। টাকা ভর্ত্তি স্যুটকেস্ দু'টো আর সেখানে নেই।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পার্কারের কাছে পরিষ্কার হল। তার মনে হল, এলীকে মারবার জন্য কেউ আসেনি। টাকাচুরি করার জন্য যে এসেছিল সে-ই এলীকে মেরেছে, কারণ এলী হয়ত তাকে চিনতে পারবে, সে ভেবেছিল। এই চোর নিশ্চয়ই দলের কেউ হবে যে সব টাকা আত্মসাৎ করে সঙ্গীদেব ঠকাতে চেয়েছিল। পার্কারের ইহাই মনে হল। একই সঙ্গে চোর পার্কারকেও বিপদে ফেলতে চেয়েছিল, কারণ সকলে জানে, পার্কারের কাছেই সব টাকা আছে

পার্কার পিস্তল দিয়ে পকেট ভর্তি করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

॥ দুই ॥

পার্কার গ্যাস পাম্পের ছোট দীপ পেরিয়ে গেল। তার পকেটে পিস্তল, মাথায় টুপি নেই। শক্ত সবল দেহী মানুষটি। চ্যাপ্টা চৌকো কাঁধ, সবল মাংস-পেশীর হাত। মনে হয় কোন ভাস্কর যেন কটা রংয়ের মাটি দিয়ে তার হাত দু'খানা তৈরী করেছে। সে একটা গাঢ় ধূসর রঙের স্যুট ও একটা কালো কোট পরেছে।

গ্যাস স্টেশন অফিস আলোয় ঝলমল করছে। পার্কার তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলল স্বপ্নালোকিত অঞ্চলের দিকে। আরও অনেকদূর অগ্রসর হয়ে একটা টিনের ছাউনি দেওয়া গ্যারেজের মধ্য দিয়ে প্রবেশ পথ।

ডানদিকে কাচের জানালা দেওয়া একটা কাঠের শেডের মধ্যে দু'টো লোক কাজ করছে। পার্কার কংক্রিটের মেঝের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে শেডের দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল। একজন তাকে বলল, "এখানে নয়, তুমি তো গ্যাস স্টেশন অফিস চাইছ, সেটা সামনের দিকে।" পার্কার কোটের পকেটে হাত রেখেই বলল, "আমি গ্যাস স্টেশন অফিস চাই না। আমি একজন ড্রাইভারকে খুঁজছি।" কর্মীটি তাকে জিজ্ঞেস করল, "কাকে?" পার্কার বলল, "দান কিফ্‌ফা কে।" কর্মীটি তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা কোন কিফ্‌ফাকে চেন কি?" একজন মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, সে আংশিক সময় রাত্রে কাজ করে। সে একমাস কি তারও বেশী সময়ের মধ্যে আসবে না।" পার্কার বলল, "তার ত আজ রাত্রে কাজ করার কথা।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, "আমি খুঁজে দেখি, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, সে উপস্থিত নেই।" পার্কার অপেক্ষা করতে লাগল। কর্মীটি ফিরে এসে বলল, "না, সে আজ কাজে আসেনি।" পার্কার বলল, "দুসংবাদ।" বলে সে বেরিয়ে চলে গেল।

সে দু'টো ব্লক বেরিয়ে চলে গিয়েছে তখন শুনতে পেল কে যেন তাকে ডাকছে।

সে ফিরে তাকিয়ে দেখল যে, যে লোকটা গ্যারেজের মধ্যে পেপের উপর এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিল সে তাকে ডাকছে।

পার্কার পিস্তলটা ধরে থেকে একটু অপেক্ষা করতেই লোকটা এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, সে ডান কিফ্‌ফাকে খুঁজছে কিনা? পার্কার তাকে জিজ্ঞেস করল তার এ ব্যাপারে এত উৎসাহ কেন? লোকটা আবার জিজ্ঞেস করল পার্কার তার বন্ধু কিনা। পার্কার যখন বলল যে, সে দানের একপ্রকার বন্ধুই বটে তখন সে বলল যে, দান তার কাছে ৩৭ ডলার ঋণী এবং সে অসুস্থতার অজুহাতে কাজে আসছে না। সে প্রায়ই এরূপ করে থাকে।

পার্কার কোন উৎসাহ বোধ করল না। সে আবার চলতে আরম্ভ করল। লোকটাও তাকে অনুসরণ করতে লাগল। পার্কার তাকে কারণ জিজ্ঞেস করতেই লোকটা বলল যে, সে দানের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

পার্কার জিজ্ঞেস করল, "দান কোথায় থাকে তুমি জান না?"

লোকটা বলল, "না।" আসলে সে মিথ্যা কথা বলছিল। সে দানকে ভয় করে তাই সে তার সাথে দেখা করতে যেতে সাহস পায় না। এখন পার্কারের সঙ্গে সে দানের সাথে দেখা করতে যেতে চায়। কিন্তু পার্কার কিছুতেই তার প্রস্তাবে সম্মত হচ্ছে না।

লোকটা বলল, "কেন, আমরা দু'জন এক সঙ্গে তার সঙ্গে দেখা করতে পারি না? একজনের চেয়ে দু'জন ত ভাল।"

পার্কার বলল, "সব সময় নয়।" পার্কার তাকে ছেড়ে দিয়ে পথ চলতে লাগল, ভাবল একটু দূরে গিয়ে সে একটা গাড়ী করে দানের বাড়ী পৌঁছে যাবে। কিন্তু লোকটা কিছুতেই ছাড়ছে না। সে পার্কারের পিছু পিছু আসছে আর বলছে "আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না, শুধু তোমার সঙ্গে দানের বাড়ী যাব এবং আমি তার কাছে আমার পাওনা ৩৭ ডলার চাইব।"

পার্কারের ধৈর্যচ্যুতি হল। সে পকেট থেকে হাত বার করে ঘুসি বাগিয়ে লোকটাকে তাড়া করতেই সে দূরে সরে গেল। পার্কার তাকে সাবধান করে বলল, "আমাকে অনুসরণ করো না, ফল ভাল হবে না।"

লোকটার বয়স চল্লিশ হলেও সে শিশুর মত কথাবার্তা বলছে। সে বলল, "এটা স্বাধীন দেশ। আমি যেখানে খুসী যেতে পারি।"

পার্কার বলল, "তুমি পৃথকভাবে আসতে পার, আমার সঙ্গে আসবে না।"

পার্কাব আবও তিনটা ব্লক পেবিয়ে গেল। এবাবে সে অধিকতব কর্মচঞ্চল এলাকায় এসে পৌছাল। চলমান একটা ট্যাক্সি ডেকে সে তাতে উঠে পড়ল। গাড়ীব চালককে দান কিফফাব বাড়ীব ঠিকানা বলে দিয়ে সে আবাম কবে পেছনেব আসনে বসতেই গাড়ী চলতে আবম্ভ কবল।

গাড়ীব জানালা দিয়ে পার্কাব তাকিয়ে দেখল, লোকটা এখনও দু'ব্লক পেছনে পড়ে আছে। সে গাড়ীটাব দিকে তাকিয়ে পার্কাবকে দেখতে পেল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল

॥ তিন ॥

যে স্বর্ণবর্ণ চুল ও দেহ বিশিষ্টা যুবতী দরজা খুলতে এসেছিল সে হাতের কাছে যে কাপড় পেয়েছে তা-ই গায়ে জড়িয়ে চলে এসেছে। এক হাত দিয়ে সে কাপড়টা সামনে নীচের দিকে টেনে ধরছিল যার অর্থ সে আদৌ কোন প্যান্ট পরে নেই। স্পষ্টতঃ ইহাই মনে হচ্ছিল যে, ঘরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নগ্ন ছিল।

পার্কার তাকে বলল, "আমি দানের সহিত দেখা করতে চাই।"

যুবতী বলল, "সে এখন তন্দ্রা উপভোগ করছে।" যুবতীকে উনিশ কুড়ি বছরের কলেজে পড়া মেয়ের মত মনে হচ্ছিল। ফিটফাট, অনিন্দ্যসুন্দরী। তার সুগঠিত এবং সুপরিপুষ্ট স্ফীত স্তনদ্বয়, টানাটানা চোখ ও ভ্রূ অত্যুজ্জ্বল বর্ণ এবং শ্রেণীভাবে গতিভঙ্গি বেপথুমানা।

পার্কার দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল। বলল, "সে আমার সাথে দেখা করতে চাইবে, আমি এসেছি জানলে সে অবশ্যই ঘুম থেকে জেগে উঠবে।"

যুবতী তার দিকে নজর দিতে পারছিল না। কারণ তার তখনও ঘুমের ঘোর কাটেনি, তাছাড়া সে সামলাতেই ব্যস্ত। বোতাম বিহীন জামার মধ্য থেকে সু-উচ্চ স্তনদ্বয় ঠেলে বেরিয়ে আসছে, আর সে সমানে লম্বা জামার প্রান্ত-দেশ নীচের দিকে টেনে চলেছে

যুবতী বলল, "আপনার এইভাবে ঘরে ঢুকে পড়া উচিত হয়নি। আমি আপনাকে বলেছি-যে, দান ঘুমুচ্ছে, তার বিশ্রাম প্রয়োজন।" পার্কার বলল, "আমি নিশ্চিত যে, তার বিশ্রাম প্রয়োজন।"

যুবতী বলল, "আমি সেভাবে কথাটা বলিনি, আমি বলেছি যে, সে পীড়িত, তার অসুখ করেছে।"

"চমৎকার।" পার্কার মাত্র একবার এর পূর্বে এখানে এসেছে এবং তখন সে বসবার ঘরে বসেছিল, অন্দরমহলে প্রবেশ করেনি। এখন সে চতুর্দিকে তাকাল, দু'টো দরজা দেখল, তাদের একটা শোবার ঘরের। পার্কার জিজ্ঞেস করল, "কোন ঘরে?" "আমি আপনাকে তাকে জাগাতে দেবনা" যুবতী ব্যক্তিগত

পরিচারিকার মত বলল। যদি নার্সের পোষাকপরা থাকত তবে আরও ভাল মানাত।

পার্কার তাকে বলল, আমার খুব তাড়াতাড়ি আছে।" সে পকেটে থেকে একটা পিস্তল বার করল, মনে হচ্ছিল যেন ওটা কিফ্‌ফার প্রয়োজন।

যুবতী পিস্তলের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল এবং বলল, "আপনি ওটা দিয়ে তাকে কি করবেন ?"

কিছুই না। সে কোথায় ?"

'দয়া করে মহাশয় '

পার্কার বলল, "আমি তার কোন ক্ষতি করতে যাচ্ছি না।" সে হলের দরজা বন্ধ করে অপর দরজা দু'টোর দিকে এগিয়ে গেল। একটা দরজা খুলে ভেতরে উঁকি মেরে দেখল ওটা রান্নাঘর। সে আবার সেটা বন্ধ করে অপর দরজাটা খুলল। এটাই শোবার ঘর।

মৃত ঘোড়ার মত কিফ্‌ফা বিছানায় ছড়িয়ে আছে। সে নগ্ন অবস্থায়ই ঘুমুচ্ছিল, কেবলমাত্র একটা চাদর তার শরীরের উপর পড়ে আছে।

পুরোনো ধরণের ডবল বেড ব্যবহৃত কাপড় চোপড় ইতস্ততঃ ঘরের মধ্যে ছড়ানো। পার্কার বিছানার পায়ের দিকে অগ্রসর হল। পেতলের পাদানিতে বন্দুকের নলের শব্দ হওয়াতে, কিফ্‌ফা পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল, কিন্তু তার ঘুম ভাঙ্গল না তখন যুবতী চেঁচিয়ে বলল, দেখ দান, সে বন্দুক নিয়ে এসেছে।"

কিফ্‌ফা লাফিয়ে উঠে চেয়ারের উপর রাখা কাপড় খুঁজতে লাগল। দান সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, কি হয়েছে, কি হয়েছে ? দানকে অত্যন্ত ক্লান্ত ও রোগজীর্ণ মনে হচ্ছিল। যুবতী যে দানের পাশেই শুয়েছিল তা বিছানার অবস্থা এবং দানের ক্লান্ত মুখশ্রীতে সুস্পষ্ট।

পার্কার বলল, "দান, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'পার্কার ?" কিফ্‌ফার ভ্রূকুঞ্চিত হল। বলল, "বাগ কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চাইছে না।"

যুবতী বলল, 'শুয়ে পড় দান, নতুবা আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে।"

'হ্যাঁ, সেইটাই ঠিক।"

পার্কার অপেক্ষা করতে লাগল। দান বিছানায় শুয়ে চাদরটা গায়ের উপর টেনে দিল। পার্কার তখন যুবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, "সে যখন এত পীড়িত তখন কেন তাকে রাত্রে বাইরে যেতে দাও ?"

যুবতীকে রুষ্ট দেখাল। বলল, "আমি বাইরে যেতে দিই ?"

কিফ্‌ফা বালিশ সাজিয়ে তার উপর বসল এবং পার্কারকে জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার, পার্কার ? আমি তিনদিন বিছানা ছেড়ে নামিনি।"

পার্কার সে কথা বিশ্বাস করে। বলল, "তোমার বান্ধবী কিরূপ কফি করে দেখাও ত ?" দান বলল, "কফি নয়, চা। তোমার চাই ?"

কফি বা চা কোনটাতেই পার্কারের আপত্তি নেই, সে শুধু চাইছে মেয়েটা ঘর থেকে গেলেই হয়। তাহলেই সে মনের কথা দানকে বলতে পারে।

কিফ্‌ফা বলল, "জেনী, লক্ষ্মীটি, চা করে নিয়ে এস।"

দানের বান্ধবী যুবতীটির নাম জেনী।

জেনী যেতে যেতে থম্‌কে দাঁড়িয়ে বলল, "সে বন্দুক নিয়ে এসেছে। দান, এখনও তার হাতে বন্দুক আছে।"

"তা ঠিক আছে, লক্ষ্মীটি। পার্কার আমার একজন বন্ধু।"

পার্কার বন্দুকটা পকেটে রেখে জেনীকে খালি হাত দেখাল। জেনী জিজ্ঞেস করল, "আপনি চায়ে চিনি না লেবু খান।" পার্কার জানত না, সুতরাং সে বলল, কোনটাই না।"

জেনী মাথা নেড়ে চলে গেল। সে এত জোরে জামাটা সামনের দিকে টানছিল যে, তাতে তার পিঠ একদম অনাবৃত হয়ে মসৃণ গমের মাঠের মত দেখা যাচ্ছিল।

কিফ্‌ফা হাসতে হাসতে কাশতে আরম্ভ করল। বলল, "আমার রত্নটি বড়ই লাবণ্যময়ী, বড়ই লোভনীয়। আমি প্রথম যখন তাকে দেখি তখন সে ষ্ট্রেচ-প্যাণ্ট্‌-পরা। আমার এরূপ একটিরই প্রয়োজন ছিল, তাই নিয়ে এলাম। তোমার রত্নটি কেমন হয়েছে ?"

"সে মৃত।"

"কি ?"

পার্কার উঠে গিয়ে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে তাতে হেলান দিল যাতে জেনী অপ্রত্যাশিতভাবে না আসতে পারে।

পরে সে বলল, "আমি মাত্র দশ মিনিটের জন্য বাইরে বীয়ার ও সিগারেট কিনতে গিয়েছি এসে দেখি সে মৃত।"

"কি যা-তা বকছ ?

"দেওয়ালে একটা তরবারি ঝুলছিল। কে তা দিয়ে তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে বিদ্ধ করে রেখে গেছে।"

"আর টাকাকড়ি ?"

"তা-ও গেছে।"

পার্কার তখন দানকে সব ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করে শোনাল।

সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি ওখানে থাকতে থাকতেই কি পুলিশ এসেছিল ?"

"হ্যাঁ।"

"তবে এলে কি করে ?"

"আঘাত করে।"

"না, না, এটা ভাল কথা নয়।"

পার্কার বলল, "টাকার সন্ধান জানে এমন লোকই এলাকে মেরেছে। আমার মনে হয়, যে টাকা চুরি করেছে এলী তাকে চিনতে পারবে এই ভয়তেই বোধহয় সে এলীকে হত্যা করেছে।"

জেনী দরজায় দাঁড়িয়ে খালি পা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। পার্কার কিফ্‌ফাকে বলল তাকে বাইরে থাকার একটা অজুহাত করে দাও।

"হ্যাঁ করব।"

পার্কার দরজা খুলল এবং জেনী ট্রেতে চায়ের পাত্র, তিনটা কাপ, চিনির পাত্র একটি গোল ডিসে লেবু এবং একটি ছুরি নিয়ে ঘরে ঢুকল। সে সব বিছানার পাশে একটা টেবিলে রাখল। সে সার্টের উপর একটা এ্যাপ্রণ জড়িয়েছে। কিন্তু ইহা তার সম্মুখটা ঢেকে রেখেছে এবং যখন সে নত হয়ে টেবিলে ট্রে রাখতে যায় তখন সে পার্কারকে আবার তার দেহের সেই অংশ দেখিয়ে ফেলে যা দান কিফ্‌ফাকে জয় করেছিল।

কিফ্‌ফা তাকে বলল, "জেনী, মধু, পার্কার এবং আমার কিছুক্ষণ একটু গোপন আলোচনা করার আছে অর্থাৎ ছেলেদের কথা।"

জেনী ফিরে পার্কারের দিকে তাকাল। তাতে মনে হল যে, সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে, সে পার্কারকে পছন্দ করেনা এবং কোনদিন করতে পারবেও না। সে বলল, "দানের বিশ্রামের প্রয়োজন।"

পার্কার তাকে বলল, "তোমার কাছ থেকে আমার কাছে সে বেশী বিশ্রামে থাকবে।

কিফ্‌ফা বলল, "মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য, মধু।" সে তাকে একটা

খালি সিগারেটের বাক্সের মত একহাতে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারত কিন্তু সে তা না করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল।

যুবতী তবুও ইতস্ততঃ করল এবং দানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আরও কয়েকটি সদুপদেশ দিয়ে চা ঢেলে নিতে বলে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

কিফ্‌কা দরজার দিকে নির্দেশ করে বলল, "এই জেনীই আমার ঔষধ, সে আমাকে টোষ্টের মত গরম রাখতে পারে।"

পার্কার বলল, "নগদে অনেক টাকা হবে।"

"আমি জানি, আমি জানি। আমি সে সম্বন্ধে আর ভাবছি না।"

"পার্কার, বেশী অধৈর্য্য হয়ে পড়বে না, কেউ হয়ত টাকাটা চুরি করেছে। আমি কি করতে পারি, বল?"

"তুমি জান দলের অন্য সকলে কোথায় আছে।"

কিফ্‌কা মাথা নাড়ল। '"নিশ্চয়, আমি জানি। আনি এবং ববের সঙ্গে যোগাযোগ করব কি?"

"না আমি তাদের ঠিকানা চাই। আমি গিয়ে দেখতে চাই তারা এখনও সেখানে আছে কিনা।"

"তুমি ভাবছ তাদের কেউ টাকাটা চুরি করেছে? না, তারা কেউ সেরূপ নয়, আমি তাদের উভয়কেই অনেক বছর ধরে জানি।"

পার্কার বলল, "তাহলে কে? ক্লিংগার?" "ক্লিংগার? না সে সে ধবণের নয়।"

'শেলি বা রুড্ কেমন?"

কিফ্‌কা মাথা নেড়ে বলল, "ও দু'জনকে তুমিও আমার মতই চেন।"

"কেউ নগদ টাকা চুরি করেছে। তুমিও নাওনি, আমিও না, আমাদের সাত জনের মধ্যে রইল বাকি পাঁচজন।"

কিফ্‌কা ভ্রূ কুচকে বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারি না, হয়ত বাইরের লোকও হতে পারে।"

"হতে পারে কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু আমি কাকতালীয় ব্যাপার বিশ্বাস করি না। হতে পারে একটা লোক চুরির উদ্দেশ্যে ঘরে ঢুকেছে। এলী তাকে দেখেছে। ধরা পড়ার ভয়ে সে এলীকে হত্যা করে টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। নতুবা সিঁধেল চোরেরা কখনও কাউকে খুন করে না।"

কিফ্‌কা অনিচ্ছা সত্বেও বলল, "হ্যাঁ, হতে পারে কিন্তু এটা সম্ভব বলে মনে হয় না।"

"হতে পারে, একটা বাইরের লোকই চুরি করেছে কিন্তু যে পর্যন্ত না আমি নিশ্চিত হচ্ছি যে, আমাদের দলের কেউ করে নি, ততক্ষণ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।"

পার্কার চারিদিকে তাকিয়ে বলল, "কাগজ পেনসিল আছে ?"

"জেনী জানে।"

পার্কার দরজা খুলে জেনীর কাছ থেকে কাগজ ও একটা পেন নিয়ে এসে আবার দরজা বন্ধ করে দিল।

কিফ্‌ফা বলল, "আর্নি এবং ছোট বব্ উভয়েই ভীমোরামায় (রুট নং ১২ এন্)-এ থাকে। ভীমোরামা জায়গাটা খুব স্বাস্থ্যকর। সেখানে শুধু গাজরের রস খেয়েই থাকা যায়।"

পার্কার তার ফোন নম্বরটাও (ভিক্টর ৬-২৫১৮) টুকে নিল। বলল, "আমি পরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে গল্পটা বলব।"

পার্কার চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

কিফ্‌ফা তাকে জিজ্ঞেস করল, "টাকাটা কত হবে ? তুমি ত শুনেছিলে ?"

"এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার।"

"আমার প্রাপ্য এক সপ্তমাংশ।"

"কত হবে ?"

"উনিশ হাজার।"

কিফ্‌ফা বলল, ' আমি উনিশ হাজার খরচ করতে পারতাম।"

পার্কার বলল "আমিও পারতাম।"

"তাত বটেই।"

পার্কার যেতে যেতে জেনীকে বলল, "সে এখন আবার তোমার।"

সে বলল, "ভাল।"

জেনী তারপাশে থাকাতে কিফ্‌ফা কিছুতেই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারছে না, কিন্তু সেজন্য তার কোন অনুতাপ নেই।

পার্কার নীচে নেমে অগ্রসর হতেই "হে" বলে একটা শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ। পার্কার গড়িয়ে গড়িয়ে অগ্রসর হল। একটা দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীর আড়ালে এসে দাঁড়াল। আবার গুলির শব্দ। এবারে গাড়ীর সামনের কাঁচ ভেঙ্গে গেল। পার্কার গাড়ীর পেছন দিকে লুকিয়ে রইল। পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে হাতে রাখল। তৃতীয় বারের গুলির আওয়াজ লক্ষ্য

করে সেও গুলি ছুঁড়ল। মনে হল কে যেন পালিয়ে যাচ্ছে। পার্কার সেই দিকে ছুটল কিন্তু লোকটাকে ধরতে পারল না। সে পালিয়ে গেছে।

হঠাৎ তার পায়ে একটা ভারী জিনিস ঠেকল। সে তাকে নাড়তে চেষ্টা করে দেখল, এ সেই তার অনুসরণকারী লোকটা যে, কিফ্‌ফার কাছ থেকে ৩৭ ডলার পেতে চেয়েছিল। তার মাথার পেছনে গুলি লেগেছে। পার্কারের গুলিতে সে হত হয়নি, কে খুব কাছে থেকে তাকে গুলি করেছে। দানের বাড়ী থেকে নেমে পার্কার যে, "হে" বলে শব্দ শুনেছে সেটা ওরই শব্দ। কিন্তু পার্কার তখন ভ্রূক্ষেপ করেনি।

মনে হচ্ছে দলে দু'জন লোক ছিল তারা হয়ত পার্কারকে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং এখানে অপেক্ষা করছিল। যখন দানের পাওনাদার তাদের সাবধান করে দিল তখন হয়ত দ্বিতীয় ব্যক্তি রেগে গিয়ে তাকে খুব কাছে থেকে গুলি করে পালিয়ে গেছে।

হয়ত বাইরের লোকই টাকা চুরি করেছে, দলের কেউ করেনি। একটা জিনিস নিশ্চিত হল। এতে পরিকল্পনা পরিবর্ত্তিত হল।

পার্কার আবার রাস্তা পার হয়ে দোতলায় গিয়ে কিফ্‌ফার দরজায় ধাক্কা দিল। জেনী এসে দরজা খুলে দিল, কিন্তু এবারে সে উত্তপ্ত।

পার্কার ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। "দানকে বল যে, আমি সোফায় শুয়ে আছি ; তুমি বোধ হয় বাইরে গুলির শব্দ শুনেছ। জান, উহার অর্থ কি ? আমি দানের সঙ্গে কাল সকালে কথা বলব।"

"আপনি নিশ্চয়ই ভিতরে এসে দানকে পাহারা দেবেন না ?"

পার্কার তার কথায় কান দিল না। চোর যদি তাদের দলের কেউ না হয়ে বাইরের লোক হয়ে থাকে তবে তাকে কি করে খোঁজ করা যাবে ?—এই চিন্তাই পার্কারকে পীড়া দিচ্ছিল। সে তার কোটটাও খুলল না। সে শুধু ভাবতে লাগল, তারা দলে সাতজন ছিল এবং টাকায় সকলের সমান অংশ ছিল।

পার্কার একজন পেশাদার ডাকাত। সে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করত। অন্য যে কোন সুরক্ষিত স্থানেও ডাকাতি করতে ছাড়ত না, কিন্তু সে একা কোন কাজ করত না। সবত্রই দলবদ্ধভাবে করত। প্রায় সময়ই সে একটা ছদ্মনাম এবং স্মারকচিহ্ন ব্যবহার করত। এইভাবে সে টাকাও রোজগার করত অনেক, কিন্তু এখন সবকিছুই তার চলে গিয়েছে। বছরখানেক আগে একটা কাজে তার আঙ্গুলের ছাপ আইনের দলিলে ধরা পড়ে এবং তার সাথে তার অভিন্নতাও প্রতিপন্ন হয়।

তাকে তাড়াতাড়ি তার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের টাকা ও অন্যান্য জিনিসপত্র পরিত্যাগ করে পালিয়ে আসতে হয়।

সে যখন একটা চুরি যাওয়া গাড়ী নিয়ে উত্তরে চলে এল তখন তার নামে শতাধিক দেনা র বিল ঝুলছে। সে তখন তার পুরানো সঙ্গীদের খোঁজ করতে লাগল এবং যাদের সঙ্গে দেখা হল তাদের সে জানিয়ে দিল যে, সে এখন যেকোন কাজ করতে প্রস্তুত। স্ক্রান্টনের বাইরে ম্যাডগের পরিচালিত গ্রীন্ গ্লেন্ মোটেল-এ সে এল। একসপ্তাহ পরে দান কিফ্‌ফাব কাছ থেকে সে একটা টেলিফোন পেল।

ফোনে অদ্ভুত ধরণের কথাবার্তা হল। প্রথমে কেউই পরিষ্কার কবে কিছু বলতে রাজি হল না, কারণ প্রথমতঃ টেলিফোনের আলোচনা বাইরে প্রকাশ পেতে পারে, দ্বিতীয়তঃ কিফ্‌ভার বিশ্বাসই হচ্ছিল না, সে প্রকৃতপক্ষে পার্কারের সঙ্গে কথা বলছে কিনা।

পার্কার বুঝতে পারল সে কি বলতে চাইছে। অতীতে কেউ তার সঙ্গে সোজাসুজি দেখা করতে পারত না কেউ পার্কারের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তাকে ওমাহার বাইরের জো শিয়ারের মারফত খবর পাঠাতে হত। কিন্তু জো এখন মৃত।

সে বলল, "আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। তোমরা জো'র সম্বন্ধে শুনেছ ?"

"কি শুনব ?"

"সে মারা গেছে। আমি শেষকৃত্যে যোগ দিয়েছিলাম।"

"ওহে আমি তোমাকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু কোন জবাব পেলাম না।"

"এই জন্যই বোধ হয়।"

"যদি তুমি ছোট বব নেগলিকে পথে দেখ তাকে আমাকে ফোন করতে বলবে।"

পার্কার বলল "বলব।" সে বুঝল যে, কিফ্‌ফা নিজে স্ক্রান্টনের বাইরে আসবে না, ছোট বব্‌কে পাঠাবে। সে বলল, "সে আমার মুখ চেনে। গত বছর সে প্লাষ্টিক অস্ত্রোপচার করিয়েছে, সেই থেকে তার সাথে দেখা নেই।"

কিফ্‌ফা বলল, "সে জানে।"

ছোট্ট বব দুই রাত পরে এল। পার্কার পোযাক পরে বিছানায় শুয়ে

টেলিভিসন দেখছিল। দরজায় শব্দ শুনে সে টেলিভিসন বন্ধ করে আলো জেলে দরজা খুলতে গেল।

দরজা খুলে দেখল ম্যাড্‌গে এসেছে। ম্যাড্‌গে ঐ স্থানের অধিকারিণী। ষাট বছর বয়সেও সে টাকা জমিয়ে যাচ্ছে। যখন তার বয়স অবসর নিল তখন সে এই মটেল কিনল। তার বাকচাতুর্য্য এবং ভীরুতা দুইই বেশী, কিন্তু মটেল চালাতে পারে, যেখানে ঘণ্টা হিসেবে ঘর ভাডা দেওযা হয়। সে বিশ্বাসের পাত্রীও বটে, তাই পাক ারের মত লোকেরাও মাঝে মাঝে তাব কাছ থেকে ঘর ভাডা করত সভা কবে আলোচনার জন্য।

সে ঘবে ঢুকে দবজা বন্ধ করে দিল।

বলল, "ছোট বব নেগলি এসেছে। তুমি তাব সাথে কথা বলতে চাও?" ম্যাডগে সবদা তরুণীদের মত পোষাক পবত, উজ্জ্বল সোযেটাব এবং স্ট্রেচ্ প্যান্ট। অলঙ্কাবেব মধ্যে ইযারিং ও ব্রেসলেট্। তরুণীব পোষাকেব মধ্যে তার ছিল বৃদ্ধাব দেহ, কিন্তু এই বৃদ্ধার দেহেব মধ্যে ছিল এক তরুণী। -

সে বলল, ছোট বব, অফিসের পেছনে আমাব ঘবে আছে। তুমি সেখানে যাবে না এখানে সে আসবে, অথবা কি?"

"আমি সেখানে যাব।"

সে বলল, "আমি পানীয় বাখব।"

পাক ার অবশ্য পানীয় পছন্দ করত না। কিন্তু সে কিছু বলল না। ম্যাড্‌গে সবকিছুকেই পার্টিতে রূপান্তরিত কবে।

পাক াব এবং ম্যাডগে আফিসের দিকে চলল অফিসে এথেল একটা ডেস্কে বসেছিল। এথেলের বয়স পঁচিশ। সে ম্যাডগেব সাধাবণ সাহায্যকারিণী। ম্যাডগে তাকে বলল, 'আমি ছেলেদেব নিযে পেছনের ঘরে থাকব।" সে কিছু না বলে মাথা নাড়ল।

ছোট্ট বব নেগলি একটা চামড়াব সোফায বসেছিল। পেছনেব ঘরে বসে বসে সে সিগারেট টানছিল। সে যেন একটা চিংড়িমাছ। সৌখীন পোষাক পরা নেগলিকে উনবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়ের মত মনে হল।

ম্যাড্‌গে এবং পাক ার ঘবে ঢুকতেই সে উঠে দাঁড়াল এবং ম্যাড্‌গকে জিজ্ঞেস কবল, "এই কি সত্যিই পাক ার?"

ম্যাড্‌গে বলল, "হ্যাঁ, সে-ই পাক াব।" তাব বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি, সে এখনও সেই হাস্তোজ্জ্বল চার্লি, পার্টির জীবন।

পার্কার বলল, "বব বোধহয় কাজের কথা বলতে চাইছে।" ম্যাড্‌গে দেঁতো হাসি হেসে বলল, "দেখ কি বলে। পার্কার কি পান করবে?"

"কিছুই না।"

ম্যাড্‌গে বলল, "হয়ত তোমার অসুবিধা হতে পারে"

ম্যাড্‌গে বাইরে গেল, এবং নেগ্‌লি বলল, "আমি এটাকে উন্নতি বলতে পারি না।"

"ঘুমের তো ভাল উন্নতি হয়েছে, পার্কার তাকে বলল। সে একটা রবার ফোমের চেয়ার টেনে তাতে বসল।

নেগলি আরও কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে বসে পড়ল। "এবারে কাজের কথায় আসা যাক।"

"যদি কাজ ভাল হয় এবং ঝুঁকি কম থাকে এবং লোকেরা যদি পরিচিত হয় তবে তো উৎসাহের সঙ্গে কাজ করা চলে!'

পার্কার মাথা নাড়ল।

"ভাল।" নেগলি লম্বা সিগারেট মুখে দিয়ে কথা বলতে লাগল।

"এ কাজে লাভ পুরোপুরি এবং ঝুঁকি প্রায় নেই। কাজের লোক দান কিফ্‌কা আর্নি ফেকিও এবং আমি।"

পার্কার বলল, "সবসুদ্ধ তোমরা ক'জন লোক?"

সব খুঁটি নাটি এখনও স্থির হয়নি, তবে লোক ছয় কি সাত জন।"

"সে তো একটা বড় দল"

নেগলি ঘাড় নাড়ল। "আমরা কম ঝুঁকি চাই, তাই লোক বেশী দরকার।"

"কাজের গুরুত্ব হিসাবে পনেরজনও হতে পারে।" "কাজটা কি?"

"গেট-রসিদ। কলেজ ফুটবল গেটরসিদ।"

পার্কার ভ্রূ কুঁচকে বলল, "এতে ঝুঁকি কম কেন বলছ?"

"সব কিছুই পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। আমরা একটা উপায় উদ্ভাবন করেছি এবং খেলার পরে ট্রাফিক জ্যাম থেকে আমরা মুনাফা লুটতে চেষ্টা করব। কোন ফুটবল খেলার পরেই ট্রাফিক জ্যাম হয়ে থাকে।"

"দানের কাছে চলে এস। তুমি জানো কোথায় সে থাকে? সে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবে।"

কেউ বেশী অংশ নেবে কি?

না না সকলের সমান অংশ।

পার্কার একটু চিন্তা করে মাথা নাড়ল, "আমি যাব এবং কথা বলব। আমি তার চেয়ে বেশী বলতে পারি না।"

নেগলি উঠে দাঁড়াল এবং বলল "আর বেশী বলার প্রয়োজনও নেই।" সিগারেট মুখের কোণে এনে সে বলল, "আমাদের পরিকল্পনা বেশ পরিষ্কার এবং লাভজনক।"

তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। অফিসে ম্যাডগে বলল, "এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল?"

নেগ্‌লি ম্যাডগেকে বলল, ইচ্ছে ছিল আরও থাকার, কিন্তু কাজের তাগিদে যেতে হচ্ছে।" পার্কারের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, "কাল রাত ঠিক নটায়।"

"আমি সেখানে যাব।"

ম্যাডগে আবার কথা বলতে আরম্ভ করল। তাদেরে আরও বসতে অনুরোধ করল। পাকার ভাবল, সে নেগলির সঙ্গে কথা বলছে। তাই সে চলে এসে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে, টেলিভিসনের শব্দ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে চিন্তা করতে লাগল।

ভীড়ের মাঝে কোন কাজ করার একটা সুবিধা আছে। যদি নেগলি এবং কিফ্‌কা স্টেডিয়ামের মধ্যে একবার ঢুকতে পারে তবে বেরিয়ে না আসতে পারার কোন কারণ নেই। অবশ্য সব কিছুই খুঁটিনাটির উপর নির্ভর করে।

পরের দিন রাত ৯টায় সে কিফকার ঘরে গেল। সে সময় সে ঘরে কোন অত্যুৎসাহী নেতা ছিল না। কেবল ছোট বব নেগলি এবং আর্নি ফেকিও ছিল।

তারা চারজন একটা টেবিলের চারদিকে বসল এবং কিফ্‌কা ম্যাপ ও নকসা দিয়ে পাকারকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

শহরের বাইরে ওয়েস্টার্ণ এ্যাভিন্যুতে মনকুই স্টেডিয়াম। এই সিজ্‌নের আকর্ষণীয় খেলা হবে শনিবার, ১৬ই নভেম্বর। সিজন টিকিট চলবে না। সকলকেই টিকিট কিনতে হবে কারণ এই প্রদর্শনী খেলার টাকাটা কোন দাতব্য সংস্থায় দেওয়া হবে।

সকাল ৬টায় টিকিট ঘর খোলা হবে, অনেকে আগের দিন রাত থেকে লাইন দিয়ে টিকিটের জন্য অপেক্ষা করছে

কিফ্‌কা নকসাটা এমনভাবে টেবিলের উপর ছড়িয়ে রাখল যে, পার্কার যেন ওটা ভাল দেখতে পায়। এই হল স্টেডিয়াম। ইহাতে তিনটি টিকিট বিক্রয় কেন্দ্র থাকবে

—নর্থ গেট, ইস্ট গেট এবং সাউথ গেট। টাকা যা আদায় হবে তা সব স্টেডিয়ামের পশ্চিম প্রান্তে এনে সাময়িকভাবে জড়ো করা হবে। পরে সেখান থেকে তিন-তলায় ফাইনান্‌স্ অফিসে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে ক্যাস গণনা করা হবে এবং বাক্সে করে ব্যাঙ্ক পাঠান হবে।

পার্কার জিজ্ঞেস করল, ফাইনানস অফিসে কি ধরণের পাহারা থাকবে? সেখানে থাকবে চারজন সশস্ত্র পাহারাদার প্রাইভেট পুলিশ ও ছয়জন বিভাগীয় কর্মী।

পার্কার মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করল, কতবড় বাক্সে টাকা রাখা হবে?" দু'টো বড় স্যুটকেসই যথেষ্ট হবে"—আর্নি ফেকিও বলল।

"তাতে তো খুব ভারী হবে।"

নেগলি মৃদু হেসে বলল, "আমাদের তো উহা নিয়ে ছুটতে হবে না, পার্কার।"

কিফ্‌ফা বলল, আমরা শুক্রবার বিকেলে ফাইনানস্ অফিসে ঢুকব এবং সেখানেই রাত কাটাব। শনিবার যে কর্মচারী গেট দিয়ে ঢুকবে তারই টুঁটি চেপে ধরব। আমরা আরম্ভ থেকেই অবস্থার শীর্ষে পৌঁছাব।

ক্যাশ আনা হবে, কর্মীদের তা ঠিকমত বাক্সে রাখতে সাহায্য করব!

ফেকিও বলল, "তোমার কি মনে হয়, পার্কার?"

"আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছিনা। তোমরা কি করে ঢুকবে?"

কিফ্‌ফা বলল, "গেট দিয়ে।"

"ঐ সব বল্লমধারী পাহারা এবং নানারূপ হট্টগোলের মধ্যে আমি ববকে কোন রূপে তুলে দিলে সে বানমাছের মত এঁকে-বেঁকে ঢুকে যেতে পারবে। তাছাড়া জানত কিরূপ সুসজ্জিত গেট!"

নেগলি আবার হাত দিয়ে বানমাছের গতিভঙ্গি প্রদর্শন করল।

প্রধান গেট ছাড়াও দেওয়ালের এখানে-সেখানে প্রবেশ দ্বার আছে। যদিও সেগুলি বন্ধ থাকে, কিন্তু তোমরা তা ভেতর থেকে অবশ্যই খুলতে পারবে।

"তাছাড়া, লোকেরা তোমাকে এবং ববকে গেটে দেখলেই বা কী? কিফ্‌ফা দেঁতো হাসি হেসে বলল, "ভোরের পাখী। নর্থগেট দিয়ে ঢোকবার লাইনের সর্ব প্রথম দর্শনার্থী—"

দক্ষিণ গেটে খবরের কাগজের লোকেরা ফটো তুলতে ব্যস্ত, পূর্ব গেটেও সমধিক ব্যস্ততা, আমাদের কর্মতৎপরতা তাই নর্থ গেটে।"

কিফ্‌ফা বলল, তা'হলে "তোমরা কি করতে চাও?"

"আজ রাত্রে স্টেডিয়ামে কি কিছু কবার আছে না কাল সকালে করতে হবে ?"

এখন সপ্তাহের মাঝামাঝি, কাজেই কিছু করার নাই।

"আজ রাত্রে আমাদের তালার ছাপ চাই, তাহলেই সময় কালে আমরা আরও দ্রুত তালে চলতে পারব '

"ভাল প্রস্তাব।"

কিফকার নির্দেশমত অধিক রাত্রে তারা স্টেডিয়ামে গেল। ধীবে ধীরে তারা ফাইনান্‌স্‌ অফিসে ঢুকে পড়ল। রাত কাটানোর স্থানটা স্থির করে তারা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে লাগল। ইতিমধ্যে ফেকিও সকল তালাগুলি পরীক্ষা করতে লাগল। আসার সময় তারা সকল প্রকারেব চাবি নিয়ে এসেছিল এখন একে একে পরীক্ষা করে আসল চাবিটা স্থিব করে রাখল।

বাইরে গাড়ীতে এসে কিফ্‌ফা জিজ্ঞেস কবল, "এখন কেমন লাগছে ?"

পার্কার বলল, "আমরা ভেতরে প্রবেশ কবতে পাবি।"

"আমরা বাইরে আসতে পারি কি ?"

"তা পারি, কিন্তু তার জন্য একটু কাজ কবতে হবে "

পার্কার বলল, "কিন্তু এখানে আমাব একটা থাকাব জায়গা চাই।"

"স্ত্রীলোকের সহিত অথবা একা ?"

পার্কার ইতস্ততঃ করে বলল, "স্ত্রীলোকের সহিত।"

কিফ্‌ফা জানত এলী এখন একা আছে, সে পার্কারকে শয্যাসঙ্গী করতে কিছুই মনে করবে না। অল্প খরচেই তার কাছে যাওয়া যায়, শুধু এলীর পরিচিত কোন লোকের পরিচয়পত্র প্রয়োজন।

এলী অত্যন্ত সুন্দরী, কিন্তু সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পার্কারেব কাছে না আসা পর্যন্ত সে তাকে লক্ষ্যই করেনি। তার দেহ সৌন্দর্য, তার অনিন্দ্য কান্তি সবই পার্কারকে মুগ্ধ করেছিল। সর্বোপরি তার স্বভাব অত্যন্ত কমনীয় এবং আরও বেশী সুন্দর। তাকে কোন কথা একবারের বেশী বলতে হয় না।

এলীও পার্কারের মত গাম্ভীর্য্য নিয়ে থাকে। এলী দিনের বেলা কি একটা কাজ করে কিন্তু কি কাজ করে পার্কার তাকে জিজ্ঞেস করে নি, এলীও তাকে বলেনি। মোটের উপর পার্কার এলীকে পেয়ে খুব খুশী, অনেক সময় তার মনে হয়েছে কিফ্‌ফা তাকে অমূল্য রত্নেরই সন্ধান দিয়েছে।

তার সম্প্রতি যে কাজটা জুটেছে তাতেও সে খুশী। সম্পূর্ণ রূপায়নে আরও তিনজন লোকের দরকার—এরা অবশ্য আগেও তাদের সঙ্গে কাজ করেছে।

আগে ক্লিঙ্গার পাহারাদারের কাজ করতে বা ফাইনান্‌স্ আফিসের কর্মী সাজতে পারবে এবং রে শেলি এবং পেতে রুদী গাড়ী চালকের কাজ করবে।

প্রকৃতপক্ষে কিফ্‌ফাই সব কাজ পরিচালনা করছিল। সমস্ত ব্যাপারে অর্থের যোগান সে-ই দিচ্ছিল বড় সমস্যা দেখা দিল ম্যাশীন্‌গানের ব্যাপারে। কারণ ম্যাশীন্‌গানের লাইসেন্স না থাকা মস্ত বড় অপরাধ।

তারা শহর থেকে বাইরে একটা বন্ধ হয়ে যাওয়া গ্যাস স্টেশনে গাড়ী রাখল। দু'টো গাড়ীই ৭ বছরের পুরানো বুইক্, গাঢ় কালো রংয়ের। তাদের ব্যবহৃত ভ্যান্‌টাও চার বছরের পুরানো, এ্যাম্বুলেন্‌স্‌টা আরও ছোট। একটা মাল টানা গাড়ীকে রং করে তাতে রেড্ ক্রস্ এর প্রতীক এঁকে ভেতরে অনেক কিছু অদল বদল করে তবে তাকে বর্ত্তমানের অবস্থায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে।

শুক্রবার রাত্রের মধ্যে সব কিছু প্রস্তুত। রাত সাড়ে ন'টায় শেলি এবং রুদি ছাড়া সকলেই বুইক গাড়ীতে চড়ে নর্থ গেটে এসে হাজির। কিফ্‌ফা এবং নেগ্‌লি ভাঁজ করা চেয়ার এবং স্যাল্‌ড্ উইচের ব্যাগ নিয়ে গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। কিফ্‌ফা একখানা চেয়ার পেতে রাস্তার আলোতে খবরের কাগজ পড়তে সুরু করল। একটু পরে ভাবল যে, নেগলি এতক্ষণে দরজা খুলে ফেলেছে। তখন সে কাগজ ভাঁজ করে উঠে দাঁড়াল। পার্কার, ফেকিও এবং ক্লিঙ্গার বুইক গাড়ী থেকে নেমে এল। পার্কার স্যুটকেস দু'টো নিয়ে, ফেকিও এবং ক্লিঙ্গার কম্বলে মোড়া পার্শেলে ম্যাশীন্‌গান নিয়ে অগ্রসর হল।

দরজা খুলে নেগ্‌লি তাদের জন্য ভেতরে অপেক্ষা করছিল, তারা ভেতরে গেল এবং দরজা বন্ধ করল।

পার্কার জানত কিফ্‌ফা বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গাড়ী নিয়ে বাড়ী চলে যাবে। তার, শেলির এবং রুদের সকালের পূর্বে কোন কাজ নেই।

ভেতরে ফ্লাশলাইটের সাহায্যে নেগ্‌লি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবারে তাদের অনেকে সুবিধা কারণ সব তালার চাবিই তাদের কাছে আছে। তারা ফাইনান্‌স্ অফিসের স্টোর্ রুমে গিয়ে সকলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে পাহারাওলারা এবং কর্মীরা এসে হাজির হল। পাহারাওলাদের ধরে নিয়ে তাদের পোষাক খুলে ফেলে প্রত্যেককে আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হল এবং ভয় দেখিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে ম্যাশীন্‌গান উঁচিয়ে রেখে দেওয়া হল। এইভাবে তারা স্টোররুমে পড়ে রইল, নেগলি তাদের বুকের কাছে ম্যাশীন্‌গান তাগ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সব কর্মীরা আসার পরে টাকা আসতে আরম্ভ করল।

ফেকিও বারান্দার দরজায় টেবিলে বসে থাকা কর্মীদের দিকে ম্যাশীন্‌গান তাগ করে রইল। পার্কার এবং ফেকিও গাডের পোষাক পরে কাজে নেমে গেল। ক্লিঙ্গার ফাইনান্সের কর্মীর ন্যায় প্রত্যেক কিস্তির টাকা সই করে নিতে লাগল। তার এই টাকা না গুনেই নিজেদের আনা স্যুটকেস দু'টোতে ভর্ত্তি করতে লাগল।

একটা তিরিশে ফুটবল খেলা শুরু হল এবং একটা পঞ্চাশ মিনিটে টিকিট বিক্রয় বন্ধ হল।

ইতিমধ্যে শেলি এ্যাম্বুলেনস্ গাড়ী নিয়ে এসে হাজির, পার্কার উপরের জানালা থেকে শেলিকে দেখতে পেল। এখন শেষ কাজ বাকি। উপস্থিত কর্মীদের শক্ত করে বেঁধে স্টোর রুমে গাডদের পাশে ম্যাশীন্‌গানের মুখে রেখে দিতে হল।

পরে পার্কার দড়ি বেঁধে স্যুটকেস্ দু'টো আস্তে আস্তে নীচে নামিয়ে দিতেই শেলি এ্যাম্বুলেন্‌সের এর মধ্যে তুলে নিল। পরে ফাইনান্‌স্ অফিসের তিনতলা থেকে ফেকিও, ক্লিঙ্গার এবং পার্কার দড়ি বেয়ে একে একে নেমে এল।

পরে লাল আলো জেলে এবং সাইরেন্ বাজাতে বাজাতে এ্যাম্বুলেনস্ অতি দ্রুত ছুটে এলে সকলে তাকে পথ করে দিল।

পূর্ব গেট দিয়ে বেরিয়ে ডানে ঘুরে তীব্র বেগে এ্যাম্বুলেনস্ শহরের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

অনেকদূর গিয়ে শহরের বাইরে এসে এক স্থানে তারা এ্যাম্বুলেনস্ গাড়ী ত্যাগ করল। পরে অন্য একটা গাড়ি করে ফেকিও এবং নেগলি শেলিকে তার বাড়ি পৌছে দিতে গেল।

এদিকে পার্কার এবং ক্লিঙ্গার ট্রাক নিয়ে এসে একস্থানে কিফ কার সঙ্গে মিলিত হল।

এখন থেকে পাঁচদিনের জন্য টাকার দায়িত্ব পার্কারের, তার কাছেই সব টাকা থাকবে বাকি ছয় সঙ্গীদের কে কোথায় থাকবে কেউ কিছু জানবে না। পাঁচদিন পরে আবার সকলের দেখা হবে এবং টাকা ভাগ হবে।

পার্কার ট্রাকে বসে সিগারেট টানতে লাগল। একটু পরে তার পাশ দিয়ে পুলিশের গাড়ী চলে গেল, কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না বা তার ট্রাকে অনুসন্ধান চালাল না। পার্কার পুলিশের গাড়ীর সাইরেন্ শুনল, গাড়ীটা একবার এদিকে যাচ্ছে আবার ওদিকে যাচ্ছে, যেন পাগলা হয়ে গিয়েছে।

অপরাহ্ন চারটার সময় পার্কার ট্রাক নিয়ে ফ্রেট্ ইয়ার্ডে রাখল। ট্রাকের তালা খোলা রেখেই পার্কার চলে এল। তিনটা ব্লক পেরিয়ে সে একটা গাড়ী ধরল এবং বাড়ীতে ফিরল। এলী তখন বাড়ী ছিল না, সে খেলা দেখতে গিয়েছিল।

রাত ৯টার সময় সে ট্রাক নিয়ে এসে তা থেকে সব জিনিস এলীর ঘরে তুলে আনল। স্যুট্কেস্ দু'টো সে একবারে তুলে আনল, পরে আনল কম্বলে মোড়া ম্যাশীনগান। পিস্তলগুলি পকেটে করে এনে এলীর ঘরে রেখে দিল। সব জিনিস তোলা হয়ে গেলে পার্কার আবাব ট্রাকটা নিয়ে পূর্বের স্থানে রেখে দিল। পরে আর একটা গাড়া করে এলীর কাছে ফিরে এল

' পার্কার আশা করে নি যে, এলী একটা নির্দিষ্ট সময়েব বেশী তার সহিত বিছানায় থাকবে, কিন্তু সে তাকে অবাক করল। একটা ব্যাপার দ্বারাই এলী তার নজর কেড়ে নিল। তিন রাত এবং তিন দিন তারা একপ্রকার বিছানাতেই ছিল এবং এই সুদীর্ঘ সময়ে মধ্যেও এলী কখনও নিজের অবসাদ বা অনিচ্ছা দেখায় নি। বরং সারাক্ষণ সে পার্কার কে নিজের উষ্ণ সান্নিধ্য দিয়ে উত্তেজিত করে রেখেছে। এলী সর্বক্ষণ পার্কারকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধরেখে তাকে অনাবিল এবং অফুরন্ত রমণের সুযোগ দিয়েছে। যখন পার্কারের সকল চিন্তা একদেশদর্শী হয়ে স্টেডিয়ামের ডাকাতির ভাবনায় উত্তপ্ত তখন এলী নীরব বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তার সকল উত্তাপজ্বালা দূর করেছে। পার্কারের সব জ্বালার লাভা স্রোতের নির্গমণ এলী নিজের দেহে গ্রহণ করেছে, যেমন শব্দ নিরোধক ঘর সব হট্টগোল শুঁষে লয়।

তৃতীয় রাত্রে হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙ্গে যাওয়ায় পার্কারের মনে হল যে, তার মুক্ত বায়ুর প্রয়োজন। তাছাড়া, তাদের সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং প্রাতরাশের পরে প্রয়োজনীয় বায়ারও ফুরিয়ে গিয়াছে।

কাজেই সে পোষাক পরে বেরিয়ে গেল। মাত্র দশ মিনিট সে বাইরে ছিল। ফিরে এসে দেখল এলী মৃত, স্যুটকেস্ দুটো উধাও। তখন তাকে দু'টো পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া করতে হল, অজ্ঞাত আততায়ীর গুলির শিকার হতে হতে বেঁচে গেল। সে মারা যেতে পারত, কিন্তু গুলি কিফ্ফার ৩৭ ডলারের পাওনাদারের গায়ে লাগল—সে মারা গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ এক ॥

রান্নাঘরের টেবিলের উপর পিস্তলগুলি ছড়ানো রয়েছে। পার্কার পরীক্ষা করে দেখতে লাগল, তার মধ্যে কোনগুলি নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

সর্বসাকুল্যে চারটা ছিল—একটা কোল্ট কোবরা, ৩৮ স্পেশাল রিভলভার দু' ইঞ্চি ব্যারেলের, একটা স্মিথ্ এবং ওয়েসেন্ টেরিয়ার্, ৩২. দু' ইঞ্চি ব্যারেল একটি কোল্ট সুপার অটো ৩৮ অটোমেটিক এবং একটা এ্যাস্ট্রা ফায়ার ক্যাট্ .২৫ অটোমেটিক। টেরিয়ার থেকে সে কাল রাত্রে গুলি করেছে। অন্যসব গুলি গুলি-ভর্তি আছে, সে দু'টো কোল্ট বাছাই করে পরীক্ষা করে দেখল যে, পুরোপুরি ভর্তি আছে কিনা।

এই বন্দুক দু'টো যে পকেটে নিল, অপর দু'টো শোবার ঘরে নিয়ে রেখে দিল।

আজ সকালে দানের স্বাস্থ্যের উন্নতি বা অবনতি কিছুই হয় নি। স্পষ্টত: সে কাল রাত থেকে জেনির সঙ্গে এক বিছানায়ই ছিল।

চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে দান তাকাল। জেনি বলল, "তুমি এখন কথা বলতে পারছ?" কিন্তু সকালে তার কণ্ঠস্বর একপ্রকার বন্ধ হয়েই গিয়েছিল।

পার্কার জিজ্ঞেস করল, "তোমার মোটেই ভাল হয় নি।"

"চোখে পড়ার মত কিছুই হয় নি।"

পার্কার বন্দুক দুটো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এই দু'টো চেয়েছিলে?"

কিফ্কা ঘাড় নেড়ে বলল, "বালিশের নীচে রেখে দাও।"

জেনি বলল, "ওগুলিকে বিছানার বাইরে টেবিলের উপর রাখ।"

পার্কার একবার জেনির দিকে আর একবার কিফ্কার দিকে তাকাল। কিফ্কার ঘাড় নাড়তেই পার্কার বন্দুকগুলি টেবিলে রাখল। পরে জিজ্ঞেস করল, "সে কি জানে?"

"অনেক।"

"ডাকাতির খবরও?"

কিফ্‌ফা মাথা নাড়ল। "এলী নিহত হল, এটাতে আমার নিজের দুঃখের পরিমাণ যেমন দায়িত্বের পরিমাণও ততোধিক।" পার্কার কিফ্‌ফার পাওনাদার সম্বন্ধে জানতে চাইল।

কিফ্‌ফা পার্কারকে বলল, "আমি লোকটাকে চাকরীর স্থল থেকে চিনি—সে আমার পাওনাদার ছিল, নাম মুরে।"

"এলীর কি মুরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল?"

"না, মুরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। সে বিবাহিত ছিল।"

"সে কি এলীকে চিনত?" কিফ্‌ফা বলল, "না না, ওরা আলাদা পরিবেশের লোক। কর্মস্থল থেকে আমি মুরেকে চিনি, আর এলীকে চিনি খেলা থেকে।

পার্কার বলল, "যদি নেগলি বা ফেকিও বা আমাদের দলের অন্য কেউ টাকা হস্তগত করতে এসে থাকত তবে তারা এভাবে এলীকে তরবারি দিয়ে মারত না। হয়ত এলীকে হত্যা করার প্রয়োজনই হত না। নেহাৎ প্রয়োজন হলেও এলীকে হয়ত গুলি করে মারত। আর দ্বিতীয় কারণ হয়ত কেউ এলীকে মারতেই এসেছিল এবং মারবার পরে হাতের কাছে টাকা ভর্তি স্যুটকেস পেয়ে উপরি পাওনা হিসেবে নিয়ে গেছে।"

কিফ্‌ফা বলল, "দ্বিতীয় কারণটাই আমার সম্ভব বলে মনে হয়। আমাদের লোকেরা কেউ গল্প করে অন্য লোককে টাকার হদিস দেয়নি, বা এলীও টাকার কোন খবরই জানত না। কাজেই যে লোকটা টাকা নিয়ে গেছে সে এলীকে হত্যা করতেই এসেছিল, পরে টাকা হাতের কাছে পেয়ে হস্তগত করেছে।"

পার্কার জিজ্ঞেস করল, "অনুসন্ধানের কাজে আমরা এই স্থানটা ব্যবহার করতে পারি? তাহলে আমি নেগলি ও ফেকিওকে এখানে নিয়ে আসি।"

আমাদের আর অন্য স্থান কোথায়?"

জেনি—দান, তুমি অসুস্থ।

দান—তা হোক।

পার্কার—ভাল, তাহলে আমি উঠে পড়ি, শীঘ্রই ওদেরে নিয়ে আসছি।

কিফ্‌ফা বলল, "আমার মনে হয় পানামা খালগামী কোন গাড়ী থেকে টাকার স্যুট্‌কেস উদ্ধার করা সম্ভব।"

পার্কার বলল, "চোরটা পাকা চোর নয়, শিক্ষানবীশ মনে হয়। বোধহয় আমাদের আশেপাশে ঘুরছে—এই সহরের লোকই হবে হয়ত।"

কিফ্‌ফা বলল, "আমরা আশা করব, চোর তেমন চালাক নাও হতে পারে।"

॥ তুই ॥

ভীমোরামা যেন মোমের কমলালেবুর মত সুন্দর। পার্কার বুইক গাড়িটা ধার করে ইঞ্জিনটা চালু করে কিছুক্ষণ বসে রইল।.

তার পেছনে ভীমোরামা যেন উড়ন্ত রেকাবির মত পড়ে আছে। তার মনে হল কমলালেবু উজ্জ্বল চামড়া এবং চকচকে কাচ দিয়ে তৈরী ভীমোরামা, বহুবর্ণের অক্ষরে ছাদে ও পাশে লেখা রয়েছে—ভীমোরাখা প্রধান বাড়ীটি বা তার পার্শ্বস্থ ছোট ছোট ঘরের কোথাও কোন কর্ম-চাঞ্চল্যের চিহ্নমাত্র নেই।

সে নিশ্চিত ছিল যে, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না, তবু সে গাড়ীর মধ্যে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করল। যখন সে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হল যে, কেউ তার প্রতি কোন নজর দিচ্ছে না, তখন সে নেমে ভীমোরামার গাড়ী রাখার জায়গায় গেল। সেখান থেকে সে পাশের ছোট ছোট কেবিনগুলির মধ্যে বিচরণ করতে লাগল।

পার্কার চার নম্বর গেটের দরজায় ধাক্কা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু সময়টা মোটেই ভাল ছিল না। কে যে টাকা চুরি করেছে তা কিছুতেই বোঝা গেল না। নেগ্‌লি বা ফেকিও যদি টাকা চুরি করে থাকে তবে তারা কেবিনে নিশ্চয়ই থাকবে না, তবু যদি তারা থাকে তবে বুঝতে হবে যে, তাকে ধাপ্পা দেওয়ার জন্যই তারা প্ল্যান্ করেই টাকা চুরি করেছে। গত রাত্রে পার্কারকে গুলি করা হয়েছিল, কিন্তু সে তাতে মোটেই ভীত নয়, সে আবার যে কোন লোকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত।

কিন্তু দরজা খুলতেই দেখা গেল, ফেকিও আণ্ডার সার্ট এবং ছোট প্যাণ্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বিব্রত মনে হল সে বলল, "পার্কার? তুমি এখানে কি করছ?"

"ভেতরে যাবার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"এস, এস। লোক জানাজানি যেন না হয়।"

পার্কার ভেতরে গেল এবং ফেকিও দরজা বন্ধ করে দিল।

দু'জনের উপযুক্ত একটা বিছানা, টেলিভিসন.সেট, সিলিং লাইট, একটা ট্রে

আর ও দু'একটা টুকি-টাকি জিনিস। সব কিছু মিলিয়ে সস্তায় থাকার মত বোর্তার বা চতুর্থ শ্রেণীর পর্য্যটকদের বাসের উপযোগী ঘর। প্রয়োজনের উপকরণ কোনটারই অভাব নেই—একটি ছোট রেফ্রিজারেটর পর্য্যন্ত আছে।

অসংখ্য জানালাযুক্ত ঘর কিন্তু সবগুলি পুরু কালো কাপড়ে ঢাকা—যুদ্ধকালীন ব্ল্যাক-আউটের মত। কাজেই ঘরের মধ্যে দিনের বেলাতেও অন্ধকার। সিলিং লাইট তাই সর্বদাই জ্বলছে। এই স্থানটা এই সময়ের জন্য অব্যবহৃত, কাজেই রাত্রে বাইরে আলো এলে বা দিনের বেলায় কোন কর্মতৎপরতার আভাস পেলে তা পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়ে চলমান সরকারী অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর নজরে আসতে পারে।

নেগলি একটা ফোমের গদিযুক্ত চেয়ারে বসেছিল এবং বসে বসে একটা লম্বা সিগারেট টানছিল। সে বলল, "পার্কার, তুমি আমাদের চেয়ে বেশী জান, এসময়ে আমাদের কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা উচিত নয়। তবে কেন তুমি এখানে এসেছ?"

"আমি আইনমাফিক আসি নি।"

নেগলি বলল, "তোমার আইন মানা উচিত ছিল।"

পার্কার নেগলিকে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল। তার মত একটা ক্ষুদ্রলোকের যে সাহস ছিল তা একটা লম্বা বড়লোকেরও নেই। ইহাতে পার্কার একটু বিরক্ত বোধ করল।

ফেকিও ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, "পার্কার জানে, সে কেন কি করছে, সে নিশ্চয়ই কোন সাতে কারণে এখানে এসেছে।"

পার্কার বলল, "আমার সবনাশ হয়েছে, সব টাকা চুরি হয়ে গিয়েছে।"

ফেকিও একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, নেগলি সিগারেট থেকে মুখ তুলে একটু থেমে বলল, "তোমার কাছ থেকে চুরি হয়ে গিয়েছে, পার্কার?" এমনভাবে কথাটা বলল যেন তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, টাকাটা সত্যিই চুরি হয়েছে।

পার্কার উঠে গিয়ে নেগলিকে তুলে ঘরের এক কোণে ছুড়ে ফেলে দিল। নেগলি গড়াতে গড়াতে নিজের কোটের পকেটে হাত ঢোকাল, পার্কারও নিজের উপরের কোটের পকেটে হাত ঢোকাল।

ফেকিও বলল, "বব, যেমন আছ তেমনি থাক, নড়বে না।" নেগলি সেইরূপই থেকে গেল।

ফেকিও বলল, "পার্কার, তুমি ববকে চেন, কথাটা সে সেভাবে বলে নি।"

পার্কার বলল, "নেগলিকে বলতে দাও।"

নেগলি বলল, "আমি তোমায় বিশ্বাস করি, পার্কার। তোমার কাছ থেকে টাকা কেউ চুরি করে নিয়েছে, একথা আমি বিশ্বাস করি।"

ফেকিও বলল, "বব সে কি বলছে আগে শোন।" "আমি শুনতে প্রস্তুত।"

ফেকিও পার্কারের দিকে ফিরে বলল, "পার্কার, তুমি বলে যাও, আমরা শুনব।"

পার্কার সমস্ত ঘটনা অত্যোপান্ত বর্ণনা করল। ফেকিও এবং নেগলি সব শুনল। ফেকিও বলল, "আমার মনে হয়, পার্কার, এটা বাইরের লোকের কাজ। কেউ হয়ত তোমার ঘরের মেয়েটাকে মারতে এসেছিল, পরে ঘটনাচক্রে টাকা পেয়ে নিয়ে গিয়েছে—আমার তো এইটাই মনে হয়।"

নেগলি বলল, "আমি বাইরের কারুর সঙ্গে এই টাকার সম্বন্ধে একটি কথাও বলিনি, আর্নিও বলে নি। তুমি তোমার তরুণীকে কি বলেছ, না বলেছ, তুমিই জান। দান তার প্রিয়াকে কিছু বলেছে কিনা, জানি না।"

পার্কার বলল, "আমরা আমাদের স্ত্রীলোকদের কেউ কিছু বলিনি, সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

"তোমার ঘরের মেয়েটা জানত যে, তার ঘরে অনেক টাকা আছে, জানত না কি?"

"সে কোন সময় ঘরের বাইরে যায়নি। তিনদিন সে আমার সাথে বিছানায়ই ছিল, এবং কখনও আমার দৃষ্টির আড়ালে যায়নি। আমি গতরাত্রে মাত্র দশ মিনিটের জন্য বাইরে যাই, তখনও সে ঘরেই ছিল।

ফেকিও বলল, "ঠিক আছে, এখন আর মনখারাপ করে লাভ নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি আমাদের কাছ থেকে কি চাও?"

'আমরা যদি একযোগে কাজ করি তবে আমরা হয়ত টাকা উদ্ধার করতে পারি।"

ফেকিও মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ যদি আমরা ভাগ্যবান হই, আর যদি সেই চোরটা তার আগে পুলিশের কাছে ধরা না পড়ে?'

পার্কার বলল, "পুলিশ আমাকে খুঁজতে পারে, হাতের কাছে তারা আমাকেই পেয়েছে, কাজেই দূরে আর তারা যাচ্ছে না।'

নেগলি বলল, "তা'হলে তোমার দায়িত্ব তো বড় বেশী পার্কার?

ফেকিও বলল, "বব, চুপ কর, তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় এখন নয়।"

পার্কার বলল, "তোমরা জান কি অন্যান্যরা কোথায় থাকে ?"

কেকিও বলল, "শেলী কোথায় থাকে আমি জানি. আমার মনে হয় ক্লিন্ধারে এবং কদ কোথায় থাকে, হয়ত শেলী বলতে পারে।

নেগলি বলল, "আমাদের কি করা উচিত ?"

এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সে টাকা চলে গিয়েছে, আর পাওয়া যাবে না।"

পার্কার বলল, "নাও পাওয়া যেতে পারে।"

নেগলি মাথা নেড়ে বলল, "তুমি স্বপ্নচারী, ঐ টাকা আমি পেলে এখান থেকে হাজার মাইল দূরে চলে যেতাম। তুমি কিছুতেই আমাকে ধরতে পারতে না।"

কেকিও বলল, "বব, এইসব কথা বলে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। আমি শেলীর সঙ্গে কথা বলব। আমাদের কি এক জায়গায় মিলিত হওয়া দরকার মনে কর, পার্কার ?"

"দানের বাড়ীতে।"

"ভাল।"

পার্কার উঠে দাঁড়িয়ে নেগলির দিকে একবার তাকাল। নেগলি বলল, "পার্কার, তোমার আমাদের সঙ্গে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। দেখ টাকাটা যদি পাওয়া যায়। আমার অবশ্য মোট টাকার এক সপ্তমাংশ প্রাপ্য। যতদিন বিন্দুমাত্র পাওয়ার আশা থাকবে ততদিন আমি হাল ছেড়ে দেব না।"

পার্কার বলল, "আমিও তা-ই ভেবেছিলাম।"

॥ তিন ॥

সাংবাদিক রবার্ট হোচ্‌বার্গ প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ—সৌন্দর্য্যের অপমৃত্যু, তরবারির আঘাতে সুন্দরী তরুণী হত্যা।

শহরের অদ্ভুত এবং জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের অন্যতম একটি গতকাল পুলিশ আবিষ্কার করেছে।

পুলিশের প্রচারিত খবরে প্রকাশ যে গতরাত্রে সম্পূর্ণ উলঙ্গ তরুণী মিস এলেন মেরী ক্যানাডে নিজের কক্ষে, ২২নং ১০৬—১২, ল'ম্যান্‌স্‌ এভিনিউতে, নিজের শয্যায় নির্দ্দয়ভাবে নিহত হয়েছেন। তিনি তার বক্ষস্থলে অলঙ্কৃত তরবারির আঘাতে নিহত হন। উক্ত তরবারি তার কক্ষের দেওয়ালে টাঙ্গান ছিল। ৭ম পৃষ্ঠায় ফটো দ্রষ্টব্য।

সন্দেহভাজন হত্যাকারী, যাকে পুলিশ ঘটনাস্থলে দেখেছিল, পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

শিল্পীর আদর্শ মিস্‌ ক্যানাডে উক্ত ঠিকানায় একা এক বছর ধরে বাস করেছিলেন। সম্মুখের ভগ্ন দরজা দেখে মনে হয় হত্যাকারী তাঁর পরিচিত ছিল না, অবশ্য হত্যার পেছনে ব্যক্তিগত ঝগড়া বা অনুরূপ প্রতিশোধমূলক প্রবনতা পুলিশ উড়িয়ে দিতে পারে না।

গোয়েন্দা অধিকর্ত্তা লেফটেন্যান্ট্‌ এ্যাল্‌বার্ট মুরফি বলেছেন যে, বোষ্টনের তথাকথিত শ্বাসরোধ করে হত্যা খুবই নগন্য, কাজেই তার সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের যোগ থাকা স্বাভাবিক নয়, যদিও বোষ্টন পুলিশ ক্যানাডে হত্যার তদন্তে খুব উৎসাহ প্রকাশ করেছেন।

মুরফি অবশ্য হত্যাকারীর আশু গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিয়েছেন (সন্দেহভাজন ব্যক্তির ছবি ও বর্ণনা ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

তিনজন নরওয়ের নাবিকের হত্যার পরে ১৯৪১ থেকে এ পর্য্যন্ত এইরূপ লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে জানা যায় না।

পার্কার এই পর্য্যন্ত পড়ে থেমে গেল এবং গল্পের বাকি অংশ অনুধাবন করতে চেষ্টা করল। তার আর কিছু জানবার প্রয়োজন নেই। সে ৭ম পাতা ওল্টালো।

শিল্পীর আঁকা ছবি কদর্য্য। প্লাষ্টিক অস্ত্রোপচারের পূর্বে পার্কারের যেরূপ মুখ ছিল ছবির মুখের সাদৃশ্য তার সাথে রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে পার্কারের মুখের সহিত ছবির মুখের কোন তুলনা হয় না।

গল্পের বর্ণনা প্রায় সব ঠিকই আছে। কিন্তু এই ব্যাপারে আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের মধ্যে একটা সোরগোলের উদ্ভব হয়েছে। অথচ ছবির সঙ্গে কোন লোকের, এমনকি পার্কারেরও, কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বর্ণনা এবং সন্দেহভাজন ঘাতকের ছবি ছাড়াও তিনটা ফটো ছিল ঐ একই পৃষ্ঠায়। একটায় এলীর শোবার ঘরের, মৃতদেহ অপসারিত অবস্থায়। একটা ফটোতে একজন সাদা পোষাকের পুলিশ ভাঙ্গা দরজা পর্য্যবেক্ষণ করছে। আর আর একটা ফটোতে একজন পোষাকবিহীন পুলিশ তরবারিটা পরীক্ষা করে দেখছে, আর ভাবছে, কি কারণে এটা দেওয়ালে টাঙ্গান ছিল?

শেষ ফটোটার নীচে এইরূপ লেখা ছিল।

তৃতীয় গ্রেডের গোয়েন্দা উইলিয়াম ডুঘার্টি হত্যার অস্ত্র পরীক্ষা করে দেখছেন খুনীর কোন হদিশ পাওয়া যায় কিনা। দেওয়ালের যে তরবারি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাতে কোন আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে না।

দুনিয়ার কাজকর্ম যেভাবে চলছে তাতে যদিও গোয়েন্দা বিভাগের লেফটেন্যাণ্ট এ্যালবার্ট মুরফিকে এই হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান কার্য্যের প্রধান বলে অভিহিত করা হয়েছে, কিন্তু আসলে তিনি এই হত্যার কোন কিছুরই খবর রাখেন না। আসল কাজ করছে তৃতীয় গ্রেডের গোয়েন্দা উইলিয়াম্ ডুঘার্টি। সে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিত সব কিছুর খবর রাখে।

পার্কার খবরের কাগজটা মুড়ে টেবিলের উপর রেখে দিল। সে এখন একটা লাঞ্চের টেবিলে বসে আছে এমন একটি স্থানে যেখানে সে চার দিন আগে তার ট্রাকটা ফেলে গিয়েছে। আর একটু পরেই দুপুর বেলার লাঞ্চের ভীড় স্বরু হবে এবং ঘরে স্থান সঙ্কুলান হবে না। কিন্তু এখন প্রায় সব টেবিলই ফাঁকা।

টেবিলে খবরের কাগজের পাশে এক কাপ কফি পড়ে আছে। কেউ তা স্পর্শও করে নি। পার্কার কফি কাপের দিকে একবার তাকাল, পরে কফি এবং খবরের কাগজ উভয়ই ফেলে রেখে টেলিফোনের কাছে গেল।

টেলিফোনের পাশেই একটা ছোট টেবিলের উপর ফোনের বই পড়ে আছে। পার্কার বই থেকে উইলিয়াম ডুঘার্টির ফোন নম্বর বার করল, লয়েড ৬-৫৯২৯— বোধহয় এইটাই ঠিক নম্বর, তবু পরখ করে দেখা ভাল।

পার্কার ডায়াল্ করতেই একটি স্ত্রী কণ্ঠস্বর ভেসে এল। পার্কার বলল,"গোয়েন্দা ডুঘার্টি প্লীজ্ !"

"ওঃ, তিনি কাজে আছেন। তাকে হেড্ কোয়ার্টারে পাবেন।"

"হ্যাঁ, তা-ই করব।"

পার্কার ফোন রেখে দিয়ে ক্যাশিয়ারের কাছে গিয়ে তাকে লরেল্ রোডের হদিশ জিজ্ঞেস করে যে কফি সে পান করেনি তার দাম দিল। পরে নিজের বুইক্ গাড়ী চালিয়ে চলে গেল।

লরেল্ রোড যেখানে অবস্থিত সে স্থানটাকে শহরতলী বলাই ঠিক, কিন্তু সেটা তা নয়। সরকার দেখলেন যে, সকল করদাতা মধ্যম-আয় ও উচ্চ আয়ের লোক শহরের আওতার বাইরে টুইন্ নল্স্-এ গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছে, তাই তাঁরা শহরের পরিধি বাড়িয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে টুইন্ নল্স্ শহরের অংশ বিশেষে পরিণত হল এবং শহরের বর্দ্ধিত করের আওতায় এসে গেল। মধ্যম এবং উচ্চ আয়ের লোকেরা আরও বাইরের দিকে চলে গেল এবং তাদের শূন্যস্থানে নিম্ন মধ্য আয়ের লোকেরা সাদা পোষাকের গোয়েন্দার মত টুইন্ নলস্-এ এসে গেল।

লরেল্ রোড্ কোন সময় সোজা ছিল না। ক্যামেলিয়া নামের একটা বাঁকা লেন থেকে ইহা বক্র গতিতে কখনো ডানে কখনো বামে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে।

রাস্তার প্রথম দিকের কয়েকটা ব্লক বেশ বড় এবং প্রশস্ত ঘরের, বারান্দা-ওলা সুন্দর সুশ্রী বাড়ী। পাঁচ ছ'টা ব্লকের পরে আধুনিক ধাঁচের তৈরী বাড়ী। ছোট ছোট ঘর মোটেই উচ্চাকাঙ্খার প্রকাশক নয়। ৭১৯ নম্বর অনেক ভেতরে, প্রায় শেষের দিকে। আরও দু'টা ব্লক পেরিয়ে, সম্পূর্ণ তৈরী বাড়ী শেষ হয়েছে এবং অর্দ্ধসমাপ্ত বাড়ী, পাতা-শূন্য গাছের মত দাঁড়িয়ে আছে।

পার্কার দেখতে দেখতে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। "এ" ছাদের সামনের দিকে এবং পেছনের দিকে ঢালু। গ্যারেজ রয়েছে কিন্তু কোন গাড়ী নেই। নম্বর মিলিয়ে পার্কারের মনে হল, এটাই গোয়েন্দা ডুঘার্টির বাড়ী হবে।

পার্কার আরও পেছনে চলে গিয়ে গাড়ী রাখল। সেখানে কয়েকটা অর্দ্ধ-সমাপ্ত বাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কেউ সেখানে কাজ করছিল না। একটা মই দিয়ে দোতলায় ওঠা যায়, সিঁড়ি এখনও তৈরী হয় নি, দোতলার মেঝেও তৈরী হয়নি, কেবল তক্তা পাতা হয়েছে। পার্কার মই বেয়ে উপরে উঠে গেল এবং নীচের দিকে তাকিয়ে গোয়েন্দা ডুঘার্টির বাড়ী এবং গ্যারেজ দেখতে পেল।

পার্কার একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

॥ চার ॥

ইহা ছয় সাত বছরের পুরাণো একটি ছোট্ট বাড়ী। ৭১৯ নম্বর লরেল রোডের উপর অবস্থিত। একটি গ্যারেজ রয়েছে পাশে।

পার্কার অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করল। যদি সে খুনের অনুসন্ধানে গিয়ে থাকে তবে তাকে গতকাল মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু এখন তো অপরাহ্ন চারটা, তার আগে তা'র বাড়ী ফেরা উচিত ছিল।

পার্কারের ডান দিকে ছায়া লম্বা হতে আরম্ভ করেছে। পথ-ঘাট সব নির্জন হয়ে যাচ্ছে। আধঘণ্টা আগেও স্কুলের ছেলে-মেয়েরা বাড়ী ফিরেছে, তারপরে তাদের পিতারা বাড়ী ফিরে এলেন, কিন্তু এখন লরেল্ রোড সম্পূর্ণ ফাঁকা।

পার্কার ছাদ থেকে নেমে রাস্তায় এল। সে তার বুইক গাড়ী যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিয়ে হেটে ৭১৯ নম্বরে এসে বেল টিপল। বাড়ীর সামনের স্থানটা ভাল আকারের ছিল না এবং এ্যালুমিনিয়াম স্টর্মদরজার মধ্যস্থলে একটা এ্যালুমিনিয়ামের "ডি" আছে।

গোয়েন্দা ডুঘার্টির স্ত্রী এসে দরজা খুললেন। পার্কার জানত যে, ডুঘার্টির সবক্ষণের জন্য একটা ঝি রাখার সামর্থ নেই। ডুঘার্টির স্ত্রী বিব্রতভাবে অনেকটা অনুনয়ের ভঙ্গিতে দাড়িয়ে রইলেন।

পার্কার বলল, "আমি ডুঘার্টির সহিত কথা বলতে চাই।" এখন তিনি আরও বিব্রতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন, "আমি মনে করি না—।"

পার্কার বুঝতে পারল যে, গোয়েন্দা ডুঘার্টি এখন আগুনের পাশে বসে আছেন। কিছু খেয়েই তিনি গিয়ে শুয়ে পড়বেন। অথচ এই কথাটাই তিনি বোঝাতে ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন, "তিনি এখন একটা কেস নিয়ে খুব ব্যস্ত আছেন।" পার্কার বলল, "যে কেস্টা মিঃ ডুঘার্টি করছেন, মানে এলেন্ ক্যানাডে-কেস, আমি সেই সম্বন্ধেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনি দয়া করে তাঁকে এই কথা বলুন।"

ডুঘার্টির স্ত্রী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এবার তিনি বলার মত ভাষা খুঁজে পেলেন। বললেন, "দয়া করে এখানে অপেক্ষা করুন।" বলে তিনি স্টর্ম দরজা

বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু পাছে পার্কার অপমানিত বোধ করে তাই ভেতরের দরজাটা খোলাই রাখলেন এবং পার্কার পরিষ্কার দেখতে পেল যে, বসবার ঘর সোফা দ্বারা সুসজ্জিত-এবং অনেকগুলি খবরের কাগজ, দ্য স্যাটারডে ইভ্নিং পোষ্ট ইত্যাদি সেখানে রয়েছে।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতেই ডুঘার্টি নিজেই দরজার কাছে এলেন। তাঁর বয়স তিরিশের বেশী নয় কিন্তু তাঁর ধরণ-ধারণ পঞ্চাশের মত। সার্ট এবং পা-জামা পরা, স্লিপার পায়ে বাম হাতে একখানা ছোট রুমাল নিয়ে গর্ভাবস্থার শেষের দিকের স্ত্রীলোকের গতিভঙ্গিতে ডুঘার্টি এসে দাঁড়ালেন। তিনি মোটেই মোটা নন, তবু তিনি অত্যন্ত বেশী ওজনের লোক এই কথা বোঝাতেই যেন ব্যস্ত। তার গোল মুখমণ্ডলে নিদ্রাহীনতার চিহ্ন এবং বর্দ্ধিত শ্মশ্রুর দাপট। মুখের উপব কটা চুল ঝুলে পড়েছে। কিন্তু এ-সবই বাহ্য। তাঁর চোখ দু'টি শ্লেটের ন্যায় ধূসর এবং তারা শুধু পাহারা দেয়, খুঁজে বেড়ায়। তার ডান হাতটা যেভাবে বিন্যস্ত তাতে মনে হয় যে, তার রিভল্বার হয়ত তার নিতম্বদেশের কোথাও রয়েছে।

পার্কার পাশে হাত রেখে ঢিলেঢোলাভাবে দাঁড়িয়েছিল। ডুঘার্টি স্টর্ম দরজা ঠেলে ঢুকতেই সে বলল, "আপনাকে বাড়ীতে পেয়ে বড়ই আনন্দ হচ্ছে"।

ডুঘার্টি বললেন, "রাস্তায় ঐ গাড়ীটা আপনার? বুইক্ গাড়ী? তাই না?"

পার্কার ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ, এটা আমার।"

"পাশের দরজায় আসুন," ডুঘার্টি হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন। "ডান দিকে, লনের মধ্য দিয়েও যেতে পারেন।"

পার্কার ডান দিকে গেল। সেখানে গ্যারেজ এবং বাড়ীর মাঝখানে একটু সরু পথ আছে। পার্কার যখন গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছিল তখন ভেবেছিল যে, গ্যারেজ বাড়ীর লাগোয়া, কিন্তু তা নয়। দু'টো ছাদ একস্থানে মিলিত হয়েছে এবং বাড়ীর পার্শ্ববর্তী দরজা গ্যারেজের দরজার মুখোমুখী হলেও দু'টো পৃথক বাড়ী।

পার্কার সরু পথ দিয়ে গিয়ে বাড়ীর পাশের দরজায় দাঁড়াতেই ডুঘার্টি দরজা খুললেন।

চার পা যেতেই দরজা বন্ধ, একটু বামদিকে গেলেই একটা সিঁড়ি মাটির নীচের তলায় চলে গিয়েছে। ডুঘার্টি বন্ধ দরজার পাশে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পার্কারকে মাটির নীচের তলার ঘর নির্দেশ করে বললেন, "আমরা ওখানে বসে কথা বলতে পারি।" পার্কার আগে ঢুকল, ডুঘার্টি পাশের দরজা বন্ধ করে তার অনুসরণ করলেন।

মাটির তলায় ঘরটাকেও দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কাঠের দেওয়াল দিয়ে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে—হয়ত খেলার ঘর, গৃহস্থ ঘর বা অন্য কোন অনুরূপ প্রয়োজনে। অপর অংশের সিলিং এখনও হয় নি, ঘরে আসবাবের মধ্যে একটা পিং পং টেবিল, একটা উঁচু সোফা, একটা তাস খেলার টেবিল এবং কয়েকটা ভাঁজ করা চেয়ার।

ডুঘার্টি বললেন, "সোফা তেমন আরামদায়ক নয়। আসুন আমরা তাসের টেবিলে বসি। আপনার কোটটা খুলে নিন না?"

"আমি বেশীক্ষণ থাকব না।"

ডুঘার্টি বললেন, "আচ্ছা, তাহলে কোনরকমে দু'মিনিট বসুন।"

দু'জনে মুখোমুখি হয়ে তাসের টেবিলে বসলেন।

ডুঘার্টি বললেন, "আমার স্ত্রী বললেন যে, আপনার কাছে ক্যানাডে কেস্ সম্বন্ধে সংবাদ আছে।"

"অনেকটা প্রায় সেইরূপই।"

"আপনি নিজেকে আসামী বলতে আসেন নি নিশ্চয়ই?"

"না, নিজেকে নয়।"

"আমিও অবশ্য তা ভাবছি না, তবে আপনাকেই অপরাধের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে।"

"খুব সম্ভব।"

"এখন আপনি এখানে এসেছেন আমাকে বলতে যে, আপনি মিস্ ক্যানাডেকে খুন করেন নি, এবং এখন আমার মিস্ ক্যানাডের অন্য বন্ধুদের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন"

পার্কার ঘাড় নেড়ে বলল, "আপনি কি করবেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি শুধু আপনার কাছ থেকে একটা তালিকা চাইছি।"

"আপনি আমার কাছ থেকে চাইছেন?"

"ছেলে বন্ধু সকল রকমের আছে। তাদের মধ্যে অনেকে এখনও শহরে আছে। তার কি কোন ঠিকানার খাতা ছিল?"

ডুঘার্টি টেবিল থেকে কনুই সরিয়ে নিলেন। "সোজাভাবে বুঝতে দিন। আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে চান?"

"তা ঠিক।"

ডুঘার্টি মাথা নেড়ে বললেন, "আপনাকে সেরকম মনে হয় না।"

"কোন্ রকম ?"

"আপনি আপনাব মেয়ে-বন্ধুর খুনীকে খুঁজে বার কবে আইনেব হাতে সমর্পণ করতে চান ?"

"ঠিক আমি নই।"

"না ? তবে কি ? আমিত আগেই জানি যে, আপনি তাকে খুন করেন নি। তবে কেন আপনি দুশ্চিন্তা করছেন ? আপনি তার সহিত কয়েক সপ্তাহ বাস করেছেন, আপনার প্রতিবেশীরা সাক্ষ্য দিয়েছে। আপনি থানায় ফোন করেন নি, সময়টা ভুল। মিস্ ক্যানাডে তখনও বেঁচে থাকলে আপনাকে দবজা ভেঙে ঢুকতে হত না। আরও অনেক কাবণে আপনাব প্রতি আমার উৎসাহ থাকতে পারে, যেমন ধরুন বসার ঘবে বন্দুকগুলি কোথা থেকে এল, কি কাজে লাগছে ? হয়ত আপনাকে ষ্টেডিয়ামেব ডাকাতি মামলায় জড়ানো যায়, কিন্তু আপনি যে খুন করেননি সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। নতুবা আপনি এভাবে ছাড়া থাকতে পাবতেন না।"

"আমি কোন ব্যাপাবেই জড়িত নই। আপনি যদি আমাকে সন্দেহ না করেন তবে আর কে সন্দেহ করবে ?"

ডুঘার্টি মৃদু হেসে বললেন, "আপনাকে কিছু বলাব কোন কারণ দেখি না। আপনার নামটা কি ?"

"জো," পার্কার মিথ্যে বলল।

"ঠিক আছে, জো, আমি খুনের অনুসন্ধানে নিযুক্ত। আমার পায়রাদের উড়ে যাওয়া বন্ধ করতে আমি সংবাদপত্রকে নির্দেশ দিয়েছি আপনাকে খুঁজতে, আসলে আমি আপনাকে খুঁজতে চাই না। ষ্টেডিয়াম ডাকাতির সঙ্গে আপনাকে জড়ানো যায়, অন্ততঃ আপনি জানেন যে, কারা এই ডাকাতিতে জড়িত। আপনার বসবার ঘরের বন্দুকগুলি আপনাকে ডাকাতি মামলার সহিত সুনিপুণভাবে জড়াচ্ছে নিঃসন্দেহে।"

"ডাকাতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই আমি ভেতরে গেলাম এবং তাকে নিহত দেখলাম। যখন পুলিশ বসবার ঘরের দবজা খুলল, আমি সেখানে বন্দুকগুলি দেখতে পেলাম। আমার সন্দেহ হল যে, আমাকে জড়িয়ে ফেলা হবে, তাই আমি পালিয়ে গেলাম।"

ডুঘার্টি মাথা নাড়লেন। বললেন, সেটা নিশ্চয়ই আপনার গল্প। কিন্তু

আমি আপনাকে কিছু বলব না। আপনি কারুর কাছ থেকে ডাকাতির খুঁটি নাটি জানতে চান ?"

"আমি এলীর ছেলে বন্ধুদের নাম জানতে চাই।"

ডুঘার্টি মাথা নেড়ে বললেন, "আপনি ছেলেমানুষি করছেন। আপনার এখানে আসার অন্যকারণ থাকতে পারে।"

পার্কার বলল, আমিও হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধেই উৎসাহী। ডাকাতি নিয়ে আমার কোন চিন্তাভাবনা নেই, হয়ত আমি একটু বেশী নাড়া দিচ্ছি।"

আপনি বলছেন, আপনি জল ঘোলা করছেন, তাই না ?"

পার্কার মাথা নোওয়াল এবং জিজ্ঞেস কবল, "আপনি উপরে গিয়ে স্ত্রীকে কিছু বলবেন নাকি ?"

"কিছু কিরূপ ?"

"যেমন ধরুন, বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেয়ো না, ছেলেমেয়েদের কোথাও নিয়ে যেয়ো না·· ···ইত্যাদি"

"আপনি এখনও কাউকে হত্যা করেননি, কাজেই আমাকে হত্যা করার আপনার কোন কারণ নেই। আপনাকে গ্রেপ্তার কব্বার জন্য আমার কোন তাড়া নেই কারণ আমি হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করছি এবং আপনি সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপারে জড়িত। আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা পাশের বাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছে।" "অত্যন্ত খারাপ।" ডুঘার্টি বললেন, "আমাকে চাপ দেবেন না। আমি আপনাকে চাপ দেব না, আপনিও আমার উপর চাপ সৃষ্টি করবেন না। আপনি কেন এখনও শহরে আছেন ?"

পার্কার বলল, "আমি নাম চাই।"

আপনি তা আমার কাছ থেকে পাবেন না। প্রকৃত হত্যাকারী কিছু জানবে, এটা কি হতে পারে ? অবশ্য ডাকাতি সম্বন্ধে কিছু জানতে পারে। আপনি তাকে পুলিশের সহিত কথা বলতে দিতে পারেন না, কাবণ অল্প মূল্যে সংবাদের ব্যবসা হতে পারে।"

পার্কার বলল, "আমি তাকে আপনার হাতে সমর্পণ করব। জীবন্ত এবং কথা বলছে এরূপ অবস্থায়।

ডুঘার্টি তাকে বললেন, "আপনার কথার কোন অর্থ হয় না ? আপনি তাকে চান কেন, যদি তাকে হত্যা করতে না চান ? আপনি কিসে বুঝলেন যে, আপনি আপনাকে কোন সংবাদ দেব ?"

"ডুঘাট, আপনি বেশী উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছেন, আপনি আমার যুক্তি জানেন।"

ডুঘার্টি সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন, "আপনি আমার পরিবারের কথা বলছেন? আমি এটা বিশ্বাস করি না, এটা বেশী বড় প্রতিক্রিয়া। আপনি খারাপ সংবাদ চাইতে পারেন না।"

"আমি চাই এবং আমার বন্ধুরা চায়।"

"আপনি যদি আমাকে বা আমার পরিবারকে স্পর্শ করেন তবে সৈন্যদল আপনাকে খুঁজে না বের করে ছাড়বে না।"

"আপনি বলছেন তারা খুঁজতে আরম্ভ করবে? এখন পর্যন্ত তারা শিশুর মতই কাজ করে যাচ্ছে।"

ডুঘার্টি বললেন, "আমরা দু'জনে এবিষয়ে স্থির করব—ঠিক দু'জনে। আমার পরিবার এর মধ্যে আসবে না, আপনার বন্ধুরা এর মধ্যে আসবে না, সৈন্যরাও আসবে না।"

"তাহলে কি?"

আমি যদি আপনাকে নাম দিই তবে জানবেন যে, তাদের উপর কড়া নজর রাখা হবে। আপনি যদি প্রশ্ন করেন আপনার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে।"

"তবে তো বড় দুশ্চিন্তার ব্যাপার হল।"

কিন্তু ডুঘার্টিকে মেটেই চিন্তিত মনে হল না। "আমি এখনও ঠিক হিসেব পাইনি। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনি মনে করেন এটা আপনার প্রয়োজন। আমি এটাও বিশ্বাস করি যে, আপনি যা চান তা পাওয়ার জন্য আপনি সবরকম চেষ্টা করবেন। কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আপনি কেন এটা চান বা এটা এত প্রয়োজনীয় কেন?'

পার্কার ঘাড় নেড়ে বলল, "আমার কথা ভাববেন না, আপনার এটা থেকে কি লাভ হচ্ছে?"

"আমি যদি আপনাকে নাম দিই, তাতে আপনার কোন লাভ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের গ্রেপ্তার না করি ততক্ষণ আপনি কারুর ধারে-কাছেও যেতে পারবেন না। যদি আমি আপনাকে নাম না দিই আপনি কোন না কোনরকমে আমাকে উত্যক্ত করবেন অন্তত এটুকু প্রমাণ করার জন্য যে, আপনি আমাকে মিছামিছি ভয় দেখাচ্ছেন না। কিন্তু আপনি যাই করুন না কেন সব কিছুই আমার উপর চাপ সৃষ্টি করবে—আমি বুঝি না, তাতে আপনার লাভ কি?"

পার্কার বলল, আপনারই বা কি লাভ ?”

ডুঘার্টি চিন্তা করতে লাগলেন। মনে মনে বললেন, “যদি আপনাকে গ্রেপ্তার করি তবে প্রমাণিত হবে যে, আপনি ডাকাতির সহিত সংযুক্ত, তবে আমার অন্তত দ্বিতীয় গ্রেডে পদোন্নতি হবে আর যদি আপনার গাড়ীর লাইসেন্স প্লেটটা দেখেই আপনাকে ছেড়ে দিই তবে আমি আমার বস্‌কে বলতে পারব না যে, আমি আসামীকে ধরেছিলাম কিন্তু হারিয়ে ফেলেছি।”

পার্কার বলল, “তাহলে বলবেন না যেন যে আপনার পছন্দ আছে।”

ডুঘার্টি মৃদু হেসে বললেন, “আপনার কাছে অন্তত দু'টো বন্দুক আছে—আপনার ওভার কোটের পকেটে। আমারও একটা পিস্তল আছে আমার পেছনের দিকের পকেটে। আমি নিমেষে বার করে আপনাকে গুলি করতে পারি, আপনি প্রস্তুত হওয়ার সুযোগও পাবেন না। দেখবেন নাকি পরখ করে ?”

পার্কার বলল, “এখানে নয়।”

“তা বটে। আপনি এখানে আমাকে বিপদে ফেলতে আসেন নি। আপনি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছেন—তা' রাখা না রাখা আমার উপর নির্ভর করে। আচ্ছা, যদি আমি ব্যবসার কথা বলি তবে আপনার আপত্তির কারণ কি ?”

“কিরূপ ব্যবসা ?”

“আপনি তাকে চান কেন ?”

পার্কার কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, “সে আমার কিছু নিয়ে গিয়েছে আমি তা ফেরত চাই। আমি তাকে পেলে আমার জিনিস আদায় করে তাকে আপনার হাতে সমর্পন করব।”

“সেটা তো অন্য ভাবেও হতে পারে। আমি যদি তার কাছ থেকে আপনার জিনিস আদায় করে দিই ?”

“সেভাবে হবে না।”

“তবে সেটা কি জিনিস ?”

পার্কার বলল, সেটা আমার একটা জিনিস।”

ডুঘার্টি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। “ঠিক আছে, সেটা ভুলে যান। আমি জানতে চাই কাল রাত্রে এলেন ক্যানাডের বাড়ীতে কি ঘটেছিল এবং আপনার সেখানে কি ভূমিকা ছিল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলুন। হত্যাকাণ্ডের বাইরের কোন ঘটনার কথা আমি অবশ্য জিজ্ঞেস করব না। আমার প্রশ্নের জবাব পেলে আপনার প্রশ্নের জবাব দেব।'

"ভাল কথা।'

"আপনিই ত দরজা ভেঙ্গে ছিলেন , ঠিক কিনা ?"

"ঠিক।"

"আপনি চাবি ব্যবহার করলেন না কেন ?"

"বেশীক্ষণ বাইরে থাকব না বলে।"

"আপনি কি কোন চীৎকার বা গোলমাল শুনেছিলেন ? বা সেই চীৎকার শুনেই কি দরজা ভেঙ্গেছিলেন ?"

"না, আমি কিছু শুনি নি।"

"তবে কেন ভাঙ্গলেন ?"

"আমি মাত্র দশ মিনিট আগে গিয়েছিলাম। যখন আমি যাই এলেই সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। কিন্তু আমি এসে ঘণ্টা বাজালাম তবু এলেন দরজা খুলতে এল না, তাতে আমার সন্দেহ হল যে নিশ্চয়ই কোন কিছু অঘটন ঘটেছে তান দরজা ভাঙ্গতে বাধ্য হলাম।"

"আপনাদের কি কথাকাটাকাটি বা ঝগড়াঝাটি হয়েছিল ?"

"না, কোন কিছুই হয় নি।"

"ডুঘার্টিকে বিব্রত মনে হল। আচ্ছা, মিস্ এলেন কি কখনো বলেছিলেন যে, তিনি কোন ব্যাক্তি-বিশেষ থেকে ভয় পাচ্ছেন বা কোন লোক তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে ?"

"না, তা বলেন নি "

"আচ্ছা, আপনি যখন যান তখন কি তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন ছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কোন ঘরে ?"

"শোবার ঘরে। এসেও সেই ঘরেই দেখলাম।"

"বিছানায় ?"

"হ্যাঁ, যাওয়ার সময় দেখলাম বিছানার উপর বসে আছেন।"

"তিনি কি পোষাক পরার উদ্যোগ করছিলেন ?"

"হতে পারে তিনি পোষাক পরার কথা ভাবছিলেন, তবে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি কয়েকটি ডিম ভাজবেন।"

"তিনি কি শোবার ঘর থেকে অন্য ঘরে যাবার পরিকল্পনা করছিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি যখন বাড়ী ছেড়ে চলে যান তখন কি তালা দিয়েছিলেন ?"

"স্প্রিং তালা ছিল, নিজে নিজেই বন্ধ হত। আমি অবশ্য বন্ধ করেই দিয়েছিলাম।"

'আপনি নিশ্চিত ?"

'হ্যাঁ।"

"পুলিশ আসার কত আগে আপনি বাড়ী ফিরেছিলেন ?"

"এক কি দু'মিনিট আগে। আমি এসেই শোবার ঘরে ঢুকি এবং ফিরে তাকাতেই পুলিশদের দেখতে পাই।"

"আপনি তাদের বলেছেন যে, আপনিই বেনামীতে টেলিফোন করেছিলেন, কেন ?"

"তারা আমাকেই হত্যাকারী ঠিক করল, তাই ওরূপ বলেছিলাম।"

"কিন্তু আপনি কি করে জানলেন যে, পুলিশকে ফোন করা হয়েছে ?"

"আমি জানতাম না, বোধ হয় পুলিশদের কেউ বলে থাকবে। তাছাড়া যদি তারা অন্যভাবেও টোপ ফেলে আকে তবু তাদের একটা ধারণা হবে যে, যখন আমি আগেই পুলিশকে জানিয়েছি তখন আমি খুনী নাও হতে পারি।

"আপনি কেন অপেক্ষা করলেন এবং পুলিশদের সঙ্গে কথা বললেন ? সোজা ছুটে পালিয়ে গেলেন না কেন ? আপনি কি তাদের ধারণা বদলানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন ?

পার্কার বলল, "এ প্রশ্নের জবাব তো আপনাকে আগেই দিয়েছি। আমি যখন বন্দুকগুলি দেখতে পেলাম, তখনই মনে হল যে, আমাকে এবারে বিপদে পড়তে হবে। বসবার ঘরের সেই বন্দুকগুলোর কথা বলছি।"

"আপনি ওগুলি সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না ?"

"না।"

"আচ্ছা, সে বিষয়ে কিছু ভাববেন না। এলেন ক্যানাডের সহিত আপনার কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ?"

"আমারই এক পরিচিত বন্ধু।"

"আপনি নিশ্চিত ?

"হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত।"

"আমি তার নাম আমার লিষ্টের সহিত মিলিয়ে দেখব।" পার্কার মাথা নেড়ে বলল, "কোন বাধা নেই।"

ডুঘার্টি চিন্তা করলেন, পরে ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে বললেন, "ভাল, সব ঠিক আছে। আপনার আমাকে কিছু দেওয়ার নেই, আমি কিন্তু চাইতে কিছু ভুলিনি।"

পার্কার বলল, "আপনি সব নিখুঁত করছেন।"

"সে সম্বন্ধে আমি খুব নিশ্চিত নই। ঠিক আছে, উপরে আসুন।"

পার্কার ডুঘার্টিকে অনুসরণ করল। উপরের ঘরগুলি একদম খালি। মনে হল নির্জ্জনতা সেখানে গুণ-গুণ করছে।

তারা একটা রান্নাঘরের মধ্য দিয়ে একটা খাবার ঘরের ভেতর দিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়ল। সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে তারা তিনতলার বসবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল।

সম্মুখের দরজার কাছে একটা বসবার ঘর। ডুঘার্টি সেই ঘর খুলে একটা স্যুটকোট বার করে তার পকেট থেকে একটা কালো নোটবুক পার্কারের হাতে দিলেন। তিনি বললেন, 'প্রথম পাতা দেখুন।'

পার্কার নোটবই খুলে প্রথম পাতা দেখল, সেখানে নয়জনের নাম লেখা আছে। পাঁচজনের ঠিকানা লিখা রয়েছে। দান কিফ্ফার নাম সে লিষ্ট-এ নেই।

ডুঘার্টি বললেন, "আপনার কাগজ-পেনসিল দরকার?"

"হ্যাঁ।"

"এদিকে আসুন।"

পার্কার ডুঘার্টিকে অনুসরণ করতে করতে নোটবইটা উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল। অন্য সব পাতাগুলিই খালি।

খাবার ঘরের এককোণে একটা সেক্রেটারি-টেবিল ছিল। ডুঘার্টি তা থেকে একটা পেনসিল এবং একটুকরো কাগজ বার করে পার্কারের হাতে দিলেন।

পার্কার নামগুলি টুকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "নামের পাশে যে দাগ দেওয়া আছে তার অর্থ কি?"

"ঐসব লোকের সঙ্গে আমি কথা বলছি।"

পার্কার তার দিকে তাকিয়ে বলল, "কথা বলেছেন না ব্যাপারটা পরিষ্কার করেছেন?"

ডুঘার্টি হেসে বললেন, "আপনি আপনার গোপনীয়তা রক্ষা করুন, জো, আমি আমার দিকটা দেখব।"

পার্কার ঘাড় নেড়ে বলল, "তাতে কিছু এসে যায় না।" ডুবার্ট বললেন, "আপনি যা চেয়েছিলেন, ঠিক ঠিক পেলেন তো ?"

"হ্যাঁ, ঠিকমত পেলাম।"

তারা সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ডুবার্ট বললেন, "আমি ভাবছি, আমার বস্ এই ব্যাপার শুনে কি বলবেন ?"

"তিনি হয়ত বলবেন যে, আমাকে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল।"

ডুবার্ট মাথা নেড়ে বললেন, "না, আমাকে তা কেন বলবেন, ডাকাতির মামলা আপনাকে গ্রেপ্তার করবে।'

"হবে হয়ত।"

"হ্যাঁ, তারা আপনাকে গ্রেপ্তার করবে। তারা খুব ভাল।"

ডুবার্ট সামনের দরজা খুলতে খুলতে বললেন, "আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

পাকার বলল, "বিদায়।"

। পাঁচ ।

পার্কার যখন ছাদের উপর এসে দাঁড়াল তখন দিনের আলো দ্রুত নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। চতুর্দ্দিকে তাকিয়ে কাউকে না দেখে সে বামদিকে এগিয়ে গেল। যেখানে দুটো বাড়ী এক স্থানে মিশেছিল সেখানে একটা নিচু দেওয়ালের উপর নেমে সে চলতে আরম্ভ করল।

সে ছাদের উপর ব্লকের শেষ পূর্ব্বপ্রান্তে এসেছিল এবং যে বাড়ীটা তার প্রয়োজন সেটা এখনও অর্দ্ধপথে নিচের দিকে রয়েছে। সে পোষাক শুকিয়ে নেওয়ার দড়ির লাইন পেরিয়ে গেল এবং পায়রার খোপ পেরিয়ে গেল। তাড়াতাড়িতে ফেলে যাওয়া কম্বলের বিবর্ণ গাঁটরিও অতিক্রম করে গেল। বাড়ী গুনে যখন বুঝতে পারল যে, সে তার ইপ্সিত বাড়ীতে এসে গিয়েছে তখন সে পেছনের দিকে গিয়ে পাশ দিয়ে ফায়ার এস্কেপ্ দিয়ে নীচে নেমে গেল।

ঘরে কোন আলো ছিল না এবং ফায়ার এস্কেপের দিকে খোলা দুটো জানালাই ভেতর থেকে বন্ধ। পার্কার পকেট থেকে ফিতের রোল বার করে জানালার মধ্য দিয়ে একটা ফিতে বার বার ফিরিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ফিতে বাঁধা জানালায় আঘাত করতে কয়েক স্থান ভেঙ্গে গেল। যখন সে কয়েকটা ফিতে তুলে আনল, তখন তার সাথে ভাঙ্গা কাচ উঠে এল এবং একটি গর্ত্তের সৃষ্টি হল যার মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে পার্কার অনায়াসেই বন্ধ জানালা খুলতে পারল।

ঘরের মধ্যে কোন যন্ত্র স্থাপনের সন্দেহ তার মনে এল না তবু সে অতি সন্তর্পনে জানালা খুলল এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। ঘরের বাইরে পুলিশ পাহারা ছিল তা সে বুঝতে পারল কিন্তু তাছাড়া স্থানটি সর্বরকমে তারই।

পার্কার শোবার ঘরে গেল। দেওয়ালের একখানা তরবারি নেই, তাতে এবং ঘরের এলোমেলো বিছানায় শোবার ঘরটাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। ঘরে শবদেহ নেই এবং বসবার ঘরের বন্দুকগুলিও উধাও। ঘরের আর সব অপরিবর্ত্তিতই আছে।

পার্কার ঘরের মধ্যে অনুসন্ধান করতে লাগল। তার শুধু নামের প্রয়োজন—

পুরুষ বা স্ত্রীলোক যা-ই হোক না কেন। এলী ক্যানাডের জীবন্ত বৃত্তান্ত তার জানা প্রয়োজন। সেই জীবনের লোভেই কেউ এখানে এসে থেকেছে প্রতিনিয়ত এবং শেষ পর্য্যন্ত সে-ই সেই জীবন বিনষ্ট করেছে এবং টাকা নিয়ে গিয়েছে। এই টাকা নেওয়াটাই তার বোকামি হয়েছে।

টেলিফোন বই এর মলাটের উপর কয়েকটা নম্বর টোকা ছিল কিন্তু তাদের পাশে নাম লেখা ছিল না। তা থেকে বিশেষ কোন লাভ হবে না জেনেও পার্কার নম্বরগুলি লিখে নিল।

গোয়েন্দা ডুঘার্টি থেকে যে নাম পাকার পেয়েছে তার মধ্যেকার চারটা নাম ঘরের মধ্যে এখানে ওখানে বিভিন্ন কাগজে সে দেখতে পেল, কিন্তু নতুন, কোন নাম বা কোন স্ত্রীলোকের নাম সে কোথাও খুঁজে পেল না।

অনেক সময় ছোট কথা না বলা খুব দোষের। যদি সে এলীর সঙ্গে শেষ-সপ্তাহগুলিতে অর্থহীন কথাবার্ত্তা বলত তবে, সে হয়ত তার সম্বন্ধে কিছু ধা না করতে পারত এবং এখন তা কাজে লাগাতে পারত হয়ত।

কিন্তু পার্কার অর্থহীন কথাবার্ত্তা সহ্য করতে পারত না, ইহা বলার কোন কারণ সে খুঁজে পেত না।

যখন তার উপর কোন কাজের ভার পড়ত তখন অনেক সময় অসহ্য লাগলেও সে আবহাওয়ার কথা বলত।

যদিও পার্কারের কাছে ঘরটা এখন অপ্রয়োজনীয় তবু দানের কাছে যাবার পূর্বে তাকে ভাল করে ঘরটা পরীক্ষা করে যেতে হল।

পার্কার যে পথে ঢুকেছিল সেই পথেই বেরিয়ে এল। কিন্তু বেরিয়ে আসার মুখেই মাথার উপরে গুলির শব্দ হল, আবার নীচের দিকে ফায়ার এস্কেপের নীচে দিয়ে গুলি বেরিয়ে এল। যেদিক থেকে গুলির শব্দ এল সেই দিকেই পার্কার গুলি ছুঁড়ল। গুলির শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই পার্কার নত হয়ে বসে পড়ল।

এলীর ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘরের মধ্যে কে যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। হলের মধ্যে যে পুলিশ পাহারা ছিল সে গুলির শব্দ শুনে ঘরের মধ্যে এসে বোধহয় দেখছে, ব্যাপার কি?

পার্কার অনুভব করল লোকটা ছাদে উঠে এসেছে, তাই তাকে বিভ্রান্ত করে ছাদ থেকে নামিয়ে আনার জন্য ফায়ার এস্কেপের নীচের দিকে গুলি ছুঁড়ল। উপরের দিকে পুলিশ জানালা ভাঙ্গা দেখে ভাবল, পার্কার ঐদিক দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছে।

পার্কার একটা ধাতব দরজা পেরিয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে একদম নীচের তলায় সামনের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হল। সম্মুখের দরজায় পৌছে সে ছোটো বন্ধ করল। পিস্তলটা পেছনের দিকের পকেটে রেখে ধীরে-সুস্থে ডানদিকে এগিয়ে গেল। একটা ব্লক বেরিয়ে যেতেই সে অপরদিক থেকে সাইরেনের শব্দ শুনতে পেল। কিন্তু এখন সে নিশ্চিন্ত এবং পরিষ্কার।

পুনরায় অনুসন্ধানের জন্য এখন সে প্রস্তুত।

॥ ছয় ॥

জেনী পোষাক পরার ব্যাপারে সকলকে হতাশ করেছে কিন্তু তবু তাকে ভালই লাগছে। পোষাক সে যেভাবেই পরুক না কেন তাকে সুন্দরী, কাঁচাবয়সী এবং নিরীহ বলেই মনে হবে। সে একটা গোলাপী সোয়েটার পরেছিল, তাতে তার স্তনদ্বয়কে শক্ত কুঁড়ির মত দেখাচ্ছিল, কিন্তু সবুজ স্কার্টের জন্য তার সুগোল নিতম্বের হদিশ মিলছিল না। তার পায়ে ছোট কি বড় কোন মোজাই ছিল না, উহা যেন কোঁচকানো চিনি বা পাউরুটির তাল।

পার্কার কড়া নাড়তেই সে দরজা খুলে দিল। তাকে দেখে জেনী বলল, "ওঃ আপনি, আসুন আসুন, আমাদের এখানে আজ মস্তবড় সভা হচ্ছে।"

"মনে হচ্ছে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন?"

"বাজে বকবেন না।"

রান্নাঘরের দিকে কথা বলার শব্দ শুনে পার্কার আগে সেই দিকেই এগিয়ে গেল। নেগ্‌লি, রুদ্‌ এবং শেলি খাবার টেবিলে বসে বীয়ার পান করছে এবং নব্‌ পোকার খেলছে।

তারা সকলে তাকিয়ে রইল এবং পার্কার ভেতরে এল। নেগ্‌লি বলল, "এতদিনে তুমি হয়ত সব পেয়ে থাকবে, পার্কার, এতদিন পরেও কি টাকা না নিয়ে এসেছ? আবার তো কেউ টাকাটা ছিনিয়ে নেয় নি, পার্কার?"

পার্কার বলল, "আমি শীঘ্রই তোমাকে শৌচের কাগজ হিসেবে ব্যবহার করব, নেগ্‌লি।"

শেলি বলল, "কত পেলে পার্কার?"

"কিছুই না, কিছুই না।"

নেগ্‌লি বলল, "এতদিন কোথায় ছিলে?"

"তোমার কাছ থেকে লুকিয়েছিলাম," রুদ এবং শেলিকে বলল, "তোমার দাদার সাথে কথা আছে, আমি এক্ষুণি ফিরে আসব।"

কিক্‌কা এখনও তার সেই রোগের চিন্তা নিয়েই বসে আছে বিছানায়। ছ'টা বড় হলদে তোয়ালে তার কাঁধের ওপর চাপানো, তাকে গরম রাখার জন্য। বিছানার পাশে চেয়ারে বসে আছে উকিলের অফিসে দেউলিয়া জমিদারের মত।

ফেকিও জানালায় দাঁড়িয়ে স্থগিত রাখা রায়টা কি হবে তা-ই অনুধাবন করে চলেছে।

পার্কার ঘরে ঢুকতেই কিফ্‌কা বলল, "কোথায় ছিলে? কি করছিলে?"

"সুরু করে দিয়েছি।"

ক্লিঙ্গার বলল, "তোমার কাছ থেকে এটা আমরা আশা করিনি, পার্কার।" কথাটা এমনভাবে বলল যেন তার দেউলিয়া হওয়ার জন্য পার্কারই দায়ী।

পার্কার বলল, "ক্লিঙ্গার ঠিকই বলেছে। আমি নিজেই উহা ফিরিয়ে আনব, তোমরা আমাকে একটু সাহায্য করলেই হবে।"

ফেকিও জানালা থেকে ফিরে এসে বলল, "পার্কার, লজিক ভুলো না। এটা আমাদের যে কোন ব্যক্তির হতে পারত। এমন অনেক জিনিস আছে যার কোন কারণ থাকে না, যা আগে থেকে কেউ কল্পনাও করতে পারে না।"

পার্কার ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল, "জারজটাকে তো খুঁজে পাচ্ছি না!"

ফেকিও বলল, দান বলছিল যে, কাল জারজটা তোমাকে গুলি করেছিল।"

পার্কার বলল, "আজ বিকেলে দু'বার গুলি করেছে।"

দরজায় দাঁড়িয়ে নেগ্‌লি বলল, "পার্কার তুমি শীঘ্রই একটি কৌতুকের বস্তুতে রূপান্তরিত হবে।"

পার্কার ফেকিওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোমার দেবদূতের মুখোস খুলে ফেল, ফেকিও।"

ফেকিও মুখ মলিন করে বলল, আমাকে এভাবে আক্রমণ করার অর্থ কি, পার্কার?"

কিফ্‌কা বলল, "নেগ্‌লি, তোমার ছোট্ট সমস্যাটা কি?"

নেগলি বলল, "আমার এক সপ্তমাংশ, আমার এক সপ্তমাংশ কোথায়?—এইটাই আমার সমস্যা।"

কিফ্‌কা বলল, "ভাল, নিজেই খুঁজে বার কর।"

কিফ্‌কা পার্কারকে জিজ্ঞেস করল, "এপর্য্যন্ত ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে?"

পার্কার তাকে সব খুলে বলল। গোয়েন্দা ডুবার্টির কাছ থেকে নামের তালিকা সংগ্রহ থেকে এন্ট্রীর ঘরে ঢুকে তল্লাসী পর্য্যন্ত। সে আরও জানাল যে গোয়েন্দা ডুবার্টি হয়ত তাদের সঙ্গে কথা বলতে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবে শীঘ্রই,

কারণ সে দানের নাম পেয়েছে। কাজেই এখানে আর তাদের থাকা উচিত নয় বা এখানে এসে সমবেত হওয়াও উচিত নয়।

কেকিও বলল, আমরা তাহলে ভীমোরামায় সমবেত হতে পারি এবং প্রয়োজন হলে দান তো সেখানে গিয়ে বাস করত পারে।"

"চমৎকার! সেইটাই দানের পক্ষে ভাল হবে।" কিফ্‌কা বলল, 'যতক্ষণ জেনী আমার সাথে আছে ততক্ষণ আমি যে কোন জায়গায় থাকতে প্রস্তুত।"

পার্কার ডুবার্টির তালিকা বার করে দানকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এদের কাউকে চেন?"

কিফ্‌কা তালিকায় চোখ বুলিয়ে বলল, "আর্দ্ধেককে চিনি, এটা তুমি পুলিশের কাছ থেকে পেয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

উপস্থিত সকলে পার্কারেব দিকে তাকাল। রুদ প্রথমে কথা বলল।

রুদ বরাবরই নীরব কর্মী, তাকে কথা বলতে দেখে সকলেই সাগ্রহে শুনতে লাগল।

সে বলল, "পুলিশ যে লোককে খুঁজছে আমরাও তাকে খুঁজছি এবং পুলিশের নজর যে জায়গার উপর আমরা সেই জায়গায়ই বসে আছি—এটা খুবই খারাপ হচ্ছে। আমরা সদলবলে বিনষ্ট হব।"

"তবে তুমি আমাদের কি করতে বল?"

"গুটিয়ে ফেল, এখানকাব তল্পীতল্পা গুটিয়ে অন্যত্র চলে যাও। আমি পার্কারকে দোষ দিচ্ছি না, এটা যে কোন লোকেরই হতে পারত, কিন্তু আমি বলব এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।"

যে কোনদিন কথা বলে না তাব কথা সকলেবই মনে ধরল এবং তাতে কাজও হল অনেক। অন্তত: ছোট বব্‌ নেগলির কথার চেয়ে রুদের কথা যে অনেক বেশী মূল্যবান তা বোঝা গেল।

পার্কারের মন কিন্তু কিছুতেই শান্ত হয় না। তার ধারণা, এই শহরেরই কোথাও তাদের দুই-স্যুটকেস্‌ ভর্তি টাকা-লুঠকাবী দস্যু, যে তার এলীকেও হত্যা করেছে, লুকিয়ে আছে, অথচ তারা তাকে ধরতে পারছে না। এখন সেই দুর্বৃত্ত পার্কারকে মারবার জন্য অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছে, বার বার গুলি ছুঁড়ে ব্যর্থ হচ্ছে। এলীকে মারতে গিয়ে যে টাকা সে লাভ করেছে পার্কারকে মারতে পারলে তা নিষ্কণ্টকে ভোগ করতে পারবে—এইটাই তার ধারণা।

পার্কারের মনে এখন তার কোন যুক্তি আসে না, আর একমাত্র চিন্তা কি করে চোরটাকে ধরা যায়। তার অন্য ছয়জন সাথী যদি চোর ধরার পরিকল্পনা ত্যাগও করে তবু সে একাই চেষ্টা করে যাবে—এই তার সংকল্প।

সে বলল, "কে কে এই টাকার অংশ ছেড়ে দিতে রাজী ?"

নেগ্‌লি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "তুমি নিশ্চয়ই ছাড়াতে রাজী নও, পার্কার ?"

কিফ্‌কা বলল, "আমি ব্যাপারটাকে মিটিয়ে নিতে রাজী নই, আমি শেষ দেখতে চাই। কিন্তু আমি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারব না, কারণ আমি অত্যন্ত দুর্বল।"

পার্কার বলল, "ফেকিও, হ্যাঁ কি না ?"

ফেকিও—"তুমি জান যে, আমি রাজী এবং বব্‌ও তাই।"

"ভাল, ক্লিঙ্গার ?"

ক্লিঙ্গার আম্‌তা-আম্‌তা করে, "না-বোধক" উত্তর দিল।

ফেকিও হেসে বলল, "মিথ্যে নয়।"

পার্কার শেলির দিকে তাকাল। শেলি দাঁত বার করে হেসে অন্য কথায় ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিল।

কিফ্‌কা—"রুদ, তোমার বক্তব্য তো হ্যাঁ ?"

"হ্যাঁ।"

পার্কার—"দান, তুমি এলীর অন্য বন্ধুদের নাম জান তো ? তা হলে আমাকে সেগুলি লিখে দাও।"

কিফ্‌কা—"এলী বিভিন্ন সময়ে লোকের সঙ্গে মিশত, কাজেই তার বন্ধুদের বোঝা খুব শক্ত। দেখ এই তালিকার মধ্যে কাউকে এ ব্যাপারে ধরা যায় কিনা।" বলে সে একটা তালিকা পার্কারকে দিল।

পার্কার বলল, "আচ্ছা, এই ফোন নম্বরগুলির অর্থ কি ? এলীর ঘরে এই নম্বরগুলি পেলাম।"

না, কিছু বলতে পারি না। পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

পার্কার—হয়ত এলীর উপর কোন আক্রোশবশতঃ তাকে কেউ হত্যা করেছে। হয়ত আগে হত্যাকারী এলীর বিশেষ বন্ধু ছিল। এলীর এমন কোন বিশেষ বন্ধুর কথা তুমি জান কি ?"

"না, তেমন কিছু জানি না।"

ফেকিও বলল, "তা'হ'লে আমাদের গোয়েন্দার কাজ করতে হয়।"

"অনেকটা সেইরূপই।"

রুদ বলল, "আমবা অযথা নানা ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ছি।"

কিফ্‌ফা বলল, "ব্যস্ত হলে চলবে কেন, আমাদের খুনীকে খুঁজে না পেলে তো কোন কাজই হবে না "

সকলে বেবিয়ে গেল। কিফ্‌ফা বিছানায় বসে বসে ভাবতে লাগল এই দ্বন্দ্বে কে জিতবে ?

পার্কার জানালা দিয়ে রাত্রির অন্ধকারেব দিকে তাকিয়ে রইল।

তৃতীয় খণ্ড

॥ এক ॥

সে একটা বর্গাকৃতি ছোট ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরটা অত্যন্ত জীর্ণ, আসবাবপত্রও তদ্রুপ। একটা ধূসর রংয়ের কার্পেট ক্ষতবিক্ষত মেঝেটাকে ঢেকে রেখেছে। দেওয়ালের চূণ বালি প্রায় অবলুপ্ত।

রাত্তের অন্ধকারে সে জানালা দিয়ে বাইরের নগরীর দিকে তাকিয়ে আছে, প্রতি পলকে সে যেন পার্কারের চোখ দেখতে পায়।

সে ভাবছে শহরের কোথাও না কোথাও পার্কার নিশ্চয়ই তাকে অনুসন্ধান করে ফিরছে। সে পার্কারের নাম জানে না, তার ইতিহাসও জানে না। সে একবার পার্কার সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে চেষ্টা করেছে এবং দু'বার তাকে মারতে গুলি ছুঁড়েছে। সে পার্কারের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য রকমের মোটা টাকা চুরি করেছে, যে টাকা স্টেডিয়ামের ডাকাতির সহিত পার্কারকে যুক্ত করবে।

সে পার্কারকে অত্যন্ত ভয় করে।

প্রথমে সে পার্কার সম্বন্ধে মোটেই সচেতন ছিল না। সে জানত এলেন অন্য কারুর সাথে আছে, অন্য কোন নতুন লোক হবে, যেমন সচরাচর হয়ে থাকে। এলেনের প্রতি তার এত রাগ এবং বিদ্বেষ জন্মেছিল যে, সে ক্ষণকালের জন্যও পার্কারের কথা চিন্তা করেনি।

সে কেবল এইটুকুই চিন্তা করত, কখন পার্কার বাইরে যাবে।

পুরো দু'দিন সে বাড়ীর আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে কখন পার্কার বাইরে যাবে এইজন্য অপেক্ষা করে।

এলেনের সঙ্গে সে বাস করেছে অনেকদিন। কোনদিন কিন্তু বুঝতে পারেনি যে এলেন ভেতরে ভেতরে তার উপর কষ্ট হয়ে উঠেছে। হঠাৎ একবার সে কিছুদিনের জন্য শহরের বাইরে গেল। ফিরে আসতেই এলেন অন্যরূপ ধারণ করল। এলেনের যেন রণচণ্ডী মূর্তি। সে তাকে নানাভাবে বিদ্রুপ করতে লাগল। এলেন বলল, তাকে নিয়ে এক বিছানায় শোওয়া উকুন নিয়ে শোওয়ার চেয়েও বিরক্তিকর। সে তার পুরুষত্বের উপর কটাক্ষ করে বললে যে, যে গুণের

জন্য পুরুষ নারীর আকর্ষণের বস্তু হয় সে গুণের বিন্দুমাত্র তার মধ্যে নেই। সে তার ব্যর্থতা, অকর্মন্যতা, পুরুষত্বহীনতার একটি একটি করে উদাহরণ দিতে দিতে তাকে যেন ব্লেড দিয়ে টুকরো করে কেটে যাচ্ছে। অবশেষে বিরক্ত হয়ে সে রান্নাঘরে চলে গেলে লোকটা সেখানেও এলেনকে অনুসরণ করে তখন এলেন একটা চাকু বার করে তাকে কোণঠাসা করে ফেলে।

এলেন চীৎকার করে বলতে থাকে, "বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, নচ্ছার উকুন!"

অবশেষে বাধ্য হয়ে লোকটা নিজের জিনিসপত্র নিয়ে সেই রাত্রেই শহর ছেড়ে অনেক দূরে চলে যায়। লজ্জায়, অপমানে সে মেক্সিকোতে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে মাসের পর মাস কাটিয়েও সে ভুলতে পারে না এলেনের দেওয়া অপমানের জ্বালা। এলেনের উপর প্রতিশোধ নিতে সে সেদিনই মেক্সিকো থেকে শহরে এসে হাজির হয়

শনিবার বিকেলে সে শহরে ফিরে আসে। সেদিন ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছিল। এই ভীষণ শীতই তাকে স্থির মস্তিষ্কে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করেছে। নতুবা হঠকারিতা বশতঃ যদি সে কিছু করে বসত তবে হয়ত ধরা পড়ে শাস্তি পেত। তাতে তো এলেনের বিরুদ্ধে তার জয় হত না, বরং এলেনই এক ধাপ উপরে থাকত। তাই যাতে কোনক্রমে ধরা না পড়ে তার জন্য খুব ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা তৈরী করল।

তাড়াহুড়ো করে সে এলেনকে আক্রমণ করল না। সে পর্য্যালোচনা করতে লাগল। সে দেখল, পার্কার এসে ঢুকল আবার বেরিয়ে গেল, আবার গাড়ী রেখে চলে এসে ঘরে ঢুকল, ক'দিন আর বেরুল না। সে তাই ওখানেই কয়েকটা ব্লক পরে একটা ঘর ভাড়া করে সেখানে বাস করতে লাগল। কিন্তু রাত্রে সে ঘুমুতে পারত না, তন্দ্রার ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠত। রাতেও সে মাঝে মাঝে উঠে এসে পর্য্যবেক্ষণ করত এলেন একা আছে কিনা।

সে এলেনকে ঘৃণা করত, এখন থেকে সে পার্কারকেও ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে। যদিও সে তাকে পার্কার বলে জানে না। সে জানে, একজন নতুন আগন্তুক বলে।

সে বুঝতে পারল, এলেন আর পার্কার তিনদিন তিন রাত এক বিছানায়।

ঘরের নিস্তব্ধতা দেখে তার মনে পড়ল, এলেন তাকে বলেছিল যে, সে তার সাথে এক বিছানায় শোবার উপযুক্ত নয়।

তিনদিন তিনরাত পরে পার্কার বেরিয়ে এল। শক্ত গড়নের, নিষ্করুণ, মাঝারি ধরণের কঠিন, কঠোর, ছোট মনের লোক। কিন্তু তখন সে পার্কারকে দেখে খুশী বা অখুসী কোনটাই হয় নি। তখন সে ছিল নির্বিকার, ভাবলেশহীন।

সে লক্ষ্য করল, পার্কার বেরিয়ে যাচ্ছে। সে পার্কারের পদশব্দ শুনতে লাগল, আস্তে আস্তে তা মিলিয়ে গেল।

সে গিয়ে এলেনের শোবার ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে এলেন তিরস্কারের ভঙ্গিতে মুখ ফেরাল, কিন্তু ভীত হল না। অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় ছিল এলেন।

এলেন আবার মুখ বাঁকিয়ে তাকে গালি দিয়ে বলল, "আবার এসেছ, কাপুরুষ উকুন?"

তার ধৈর্য্যচুতি ঘটল। সে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। দেওয়ালে টাঙ্গান তরবারিটার দিকে তার চোখ পড়ল। এলেন তখনও তাকে গালি দিয়ে চলেছে। আর সময় নেই। সে তরবারিটা তুলে নিল, এলেনের বুকে আমূল বিদ্ধ করল। তরবারির অগ্রভাগ এলেনকে এফোড়-ওফোড় করে বিছানা ভেদ করে খাটের তক্তায় গিয়ে ঠেকে দাঁড়িয়ে রইল। এলেন সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। তার মুখ তখনও ভয়লেশহীন, কেবল ঘৃণা ফুটে উঠেছে তার ক্লান্তমুখে। মৃত্যুর পূর্বে তার হাতে তরবারি দেখে এলেন যদি ভয় পেয়ে চীৎকার করত বা তার কাছে মিনতি করত তবে হয়ত সে তাকে এরূপ নৃশংসভাবে হত্যা করতে পারত না, হয়ত তাকে হত্যাই করত না। কিন্তু সে তো তা করলই না, বরং আরও কি কুৎসিত গালি তাকে দিতে যাচ্ছিল। তা আর বলা হল না .....

এলেন মরে গিয়েছে কিন্তু হত্যাকারীর ভয় যাচ্ছে না......যদি সে আবার বেঁচে ওঠে......যদি সে আবার তাকে ধরতে আসে... .এলেনের অর্দ্ধনিমিলিত চোখ এখনও তাকে অনুসরণ করছে.....

এখন সে কি করবে! পুলিশ! পুলিশ আসবে এখানে। সে কি কোন সূত্র রেখে যাচ্ছে? না, সৌভাগ্যক্রমে তার হাতে দস্তানা ছিল। কাজেই সে নিরাপদ। কেউ কিছু দেখে নি, কেউ কিছু জানে না।

আর কিছু? আর কিছু কি তার করার আছে? সেবারে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার সময় সে কি কিছু ফেলে গিয়েছিল? সে ঘরের চতুর্দিকে তাকাল। না, কিছু না।

সে বসবার ঘরে চলে গেল। সেখানে দু'টো স্যুট্‌কেস্ সে দেখতে পেল। খুলে দেখল, টাকায় ভর্ত্তি দু'টো স্যুটকেস্। আর আছে কতকগুলি বিল, সবুজ

এবং সবুজ। সে তখন এলেনের কথা ভুলে গেল। সে এবারে স্যুট্‌কেস্ নিয়ে পালাবে। কিন্তু ওগুলি কি? বন্দুক? এতগুলি বন্দুক? সে তাড়াতাড়ি বেছে একটা পকেটে রাখল এবং স্যুট্‌কেস দু'টো নিয়ে বেরিয়ে গেল একদম রাস্তায়, যেখানে তার ফোর্ড গাড়ীটা আছে।

স্যুট্‌কেস দু'টো গাড়ীতে রেখে সে গাড়ী ছেড়ে দিল। যেতে যেতে দেখল, পার্কার ফিরে যাচ্ছে এলেনের বাড়ীর দিকে, তার হাতে একটা প্যাকেট। বুঝতে পারল, টাকা বন্দুক সব পার্কারের।

গাড়ী চালাতে চালাতে সে সামনেই একটা টেলিফোন বুথ দেখতে পেল। গাড়ী রেখে সেখানে গিয়ে পুলিশকে ফোন করে দিল। এলেনের বাড়ীর ঠিকানা এবং ঘরের নম্বর দিয়ে বলল যে, একটি স্ত্রীলোক খুন হয়েছে এবং খুনী এখনও সেই বাড়ীতেই আছে। কিন্তু পুলিশ তার নাম জিজ্ঞেস করতেই সে ফোন ছেড়ে দিল। গাড়ীতে ফিরে এসে মনে মনে হাসতে লাগল—এবারে সে পার্কারের উপরও প্রতিশোধ নিতে সমর্থ হয়েছে!

গাড়ীতে বসেই সে দেখতে পেল যে, একটা পুলিশের গাড়ী এলেনের বাড়ীর কাছে গিয়ে থামল এবং দু'জন পোষাকপরা পুলিশ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল।

সে গাড়ী চালিয়ে চলে গেল না। বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল আরও একটু দেখার জন্য। কিন্তু এ কি হল? সে দেখল, পার্কার বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেনি। মৃতদেহ এবং এতগুলি বন্দুক দেখেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল না? হয়ত সে তাদের বোঝাতে পেরেছে যে, সে খুনী নয়।

সে অত্যন্ত বিস্মিত হল। জীবনে এই সে প্রথম দেখল যে, একটা লোকের দুই স্যুট্‌কেস্ ভর্ত্তি টাকা থাকতে পারে, একটা লোকের এতগুলি বন্দুক থাকতে পারে বসবার ঘরে ইতস্ততঃ ছড়ানো অবস্থায়। তবে পার্কার লোকটা কে? কি তার পরিচয়? হাতে নাতে ধরতে পেরেও পুলিশ কেন তাকে গ্রেপ্তার করল না?

তার অত্যন্ত ভয় হল। সে পার্কারকে চোখের আড়াল করতে ভয় পায়। সে হেঁটে চলল পার্কারের পেছনে পেছনে। সে তাকে অনুসরণ করতে মনস্থ করল। সে তাড়াতাড়ি ফোর্ডগাড়ীর দরজা বন্ধ করে পার্কারের পিছু নিল।

দূর থেকে সে দেখতে পেল পার্কার এবং আর একটা লোক কি যেন কথা বলছে। শুধু "কিফ্‌কা" কথাটা তার কানে এল। তার মনে পড়ল, এই নামটা সে এলেনের মুখে শুনেছে।

সে দেখল, পার্কার একটা ট্যাক্সি চেপে চলে গেল আর অপর লোকটা সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সে তখন তার কাছে গিয়ে আলাপ করল। কিন্তু বুঝতে পারল যে, সেই লোকটা নিজের ধান্দায় ঘুরছে। লোকটার নাম মুরে, সে কিফ ফার ঠিকানা জানে।

পরে সে এবং মুরে একটা ট্যাক্সি চেপে কিফ ফার বাড়ীর কাছে গিয়ে থামল। সেখানে তারা দু'জনে অপেক্ষা করতে লাগল।

সে ভাবল, পার্কারকে মারতে পারলে আব কোন ভয় নেই। তবে দুই স্যুট্‌কেস্ টাকা নিয়ে মেক্সিকো গিয়ে বেশ আরামে কাটান যাবে, আর এখানে আসার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এত টাকা নিয়ে সীমান্ত পার হওয়া যে মুস্কিল হবে!

কিছু মুস্কিল নেই, একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে। গাড়ীতে যে উদ্বৃত্ত টায়ার থাকবে তার মধ্যে হাওয়া না দিয়ে টাকা ঢুকিয়ে দিলেই বেমালুম নিয়ে যাওয়া চলবে।

যখন সে এই সব চিন্তায় মগ্ন তখন হঠাৎ সে দেখতে পেল যে, পার্কার বাড়ী থেকে রাস্তায় নেমেছে, আর তাকে দেখে সে তার দিকে বন্দুক তাগ করেছে। ইতিমধ্যে ঘুরে "হেই" শব্দ করে এগিয়ে গিয়ে একদম গুলির মুখে পড়ে গেল এবং তার মাথার খুলি উড়ে গেল।

যদিও মুরেকে মারবার তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাই হয়ে গেল।

রাস্তার অপর দিকে তখন পার্কার আশ্রয়ের জন্য ছুট দিল। খুনী মুরের পড়ে যাওয়া দেহটা ঠেলে দু'বার গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু একটাও পার্কারেব গায়ে লাগল না।

পার্কার তার দিকে (এলেনের খুনীর দিকে) পাল্টা গুলি ছুঁড়ল। সে তখন ছুটতে লাগল। যখন সে শান্ত হল তখন ভাবল এরূপ ছোটা তার উচিত হয়নি, কারণ শিকারী ছুটে পালালে সে-ই শিকার হয়ে দাঁড়ায়।

তাকে জানতে হবে পার্কার কোথায় থাকে। তাকে অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু অসুবিধা অনেক আছে। সর্বদা যে পার্কার তার সম্মুখে থাকবে এমন কি কথা আছে? অনেক সময় তার পেছনেও তো থাকতে পারে। তবে তার সুবিধা এইটুকু যে, সে পার্কারকে চেনে কিন্তু পার্কার তাকে চেনে না।

একবার ভাবে, মেক্সিকো পালিয়ে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

আবার ভাবে না, তা হবে না, পৃথিবীর কোথাও পালিয়ে রক্ষা নেই। পার্কার বেঁচে থাকলে তার কিছুতেই রেহাই নেই—এই ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হয়েছে। এর একমাত্র কারণ—সে পার্কারকে যমের মত ভয় করে।

তার মনে হয়, তারই ভুল হয়েছে। সে আবার ফিরে যায়। এবারে কিফ্‌ফার জানালা অন্ধকার। এর আগে কিন্তু জনালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। পার্কার অবশ্য চলে গিয়েছে কোথায়? কে জানে?

তার পেছনে কি? সে পথ চলে, আর পিছনে ফিরে ফিরে তাকায়। তার ঘাড়ের পেছনটা কন্‌কন্‌ করছে, হাত ঠিক থাকছে না—সে অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করে।

নানা পথ ঘুরে ঘুরে সে আবার তার ভাড়া করা ঘরে ফিরে আসে। তার মনে হল, কেউ তাকে অনুসরণ করে নি। সারা রাত সে ঘুমোতে পারল না। তন্দ্রার মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল—তরবারি, বন্দুক, গুলি।

পরের দিন সে কোথাও গেল না। সারাদিন সে ঘরের মধ্যে বসে বসে পার্কারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অনেক সময় সে জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কাটাল, যদি পার্কারের দেখা মেলে।

সন্ধ্যার দিকে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, ঘরের মধ্যে আর নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারল না। সে কিফ্‌ফার বাড়ীর পাশ দিয়ে গেল কিন্তু সেখানেও পার্কারকে দেখতে পেল না। মুরের শবদেহ আর সেখানে পড়ে নেই, সে কোথায় পড়েছিল তার চিহ্নমাত্র নেই। সে মুরেকে চেনে না, তাই কিফ্‌ফার কাছে তার পাওনা ৩৭ ডলারের ইতিহাসও সে জানে না। পার্কার হ'লে ভাবত যে, মুরের পাওনা আর আদায় হল না।

খুনীর যেমন অনুতাপ হয় সেরূপ অবশ্য তার কিছু হল না, কিন্তু সে এটা বুঝল যে, মানুষ খুন করা তার স্বভাব নয়। সে ঘটনা চক্রে এই কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। তার মনে হচ্ছে, তাকে যেন জোর করে এই কাজে নামানো হয়েছে।

সে এলেনকে খুন করেছে, মুরেকে খুন করেছে এবং পার্কারকেও খুন করতে চেষ্টা করেছে। সে মনে করে, এগুলি সে নিজের স্বভাববশতঃ করে নি। এই খুনের দ্বারা তাকে বিচার করলে তার প্রতি অবিচার করা হবে—এটাই তার অভিমত।

সে এলেনের বাড়ীর পাশ দিয়ে গাড়ী চালিয়ে গেল। গতরাত্রে এই বাড়ীতে

যে একটা খুন হয়ে গেল তার কোন চিহ্ন কিন্তু বর্ত্তমান নেই। সে ভাবে, এই বাড়ীতেই তো পার্কার থাকত। এখনও কি সে এখানেই আছে? খেয়ালবশতঃ সে গাড়ীটা পরবর্ত্তী ব্লকের কাছে বাঁধল, এবং হেঁটে ফিরে গেল।

এলেনের বাড়ীতে সে গিয়ে ঢুকল এবং সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। দেখল, বন্ধ ঘরের বাইরে রান্নাঘরের চেয়ারে পুলিশ বসে আছে। এখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই, তাই বিকল্প পথ ছাদে যাওয়া। পুলিশ একটা ইস্তাহার পড়ছিল, সে তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

ছাদে উঠে সে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখতে পেল, অনেক রাস্তা, অনেক বাড়ী ঘর। ঐ রাস্তা দিয়ে যদি পার্কার হেঁটে যায় তবে তাকে কি সে লক্ষ্য স্থির করে গুলি করতে পারবে?

পার্কার কি এখানে আর আসতে পারে? হয়ত পারে, হয়ত পারে না। কিন্তু পার্কারের এখানে আসা যেন তার কাছে প্রয়োজনীয়, কারণ সে শুধু দু'টো জায়গা চেনে—প্রথম এই বাড়ী এবং দ্বিতীয় কিফ্‌ফার বাড়ী। এছাড়া পার্কারের থাকার বা যাওয়ার আর কোন জায়গা তার জানা নেই। কাজেই এই দু'জায়গার এক জায়গায় থাকাই বাঞ্ছনীয়া এবং তার পক্ষে এখানে থাকাই সুবিধাজনক।

তার ইচ্ছা হতে লাগল যে, যদি সে পার্কারকে এখানে একবার পেয়ে যায়। এলেনের শোবার ঘরটা একবার ঘুরে আসতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল।

হঠাৎ একটা শব্দে তার চমক ভাঙ্গল, কয়েকটা ছাদের পরে সে পার্কারকে দেখতে পেল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। না, হাওয়ায় মিলিয়ে যায় নি। ঐ বাড়ীটার পেছনে একটা ফায়ার-এস্কেপ আছে, সেটা দিয়ে নীচে চলে যাওয়া যায়।

সে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল এবং পকেটে হাত রেখে বন্দুক ঠিক করল। কিন্তু ততক্ষণে সে নেমে গিয়েছে, তার মাথা শুধু দেখা যাচ্ছে, সে আসতে আসতে পার্কার এলেনের শোবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, আর কোন উপায় নেই।

সে-ও কি এলেনের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকবে জানালা দিয়ে? না, সেটা নিরাপদ নয় বরং এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাই ভাল। যখন হোক তাকে এই পথেই আসতে হবে এবারে আর সে সুযোগ নষ্ট করবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পার্কারকে দেখা গেল। সে আবার ফায়ার এস্কেপ বেয়ে নেমে যাচ্ছে। সে পার্কারকে গুলি করল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। যতবারই সে গুলি ছোড়ে ততবারই সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সে বার বার গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু ব্যর্থ

হল। এবারে পার্কার পাল্টা গুলি ছুঁড়ল। সুতরাং এলেনের আততায়ী ছুটতে আরম্ভ করল। এই দ্বিতীয়বার সে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে। এলোমেলো ছুট্‌ছে, প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ছুট্‌ছে। যদি ভুলে ছাদের ভাঙ্গা জায়গায় আলকাতরা মাখানো কাগজের আবরণের উপর গিয়ে পড়ে তবে একদম পাতাল প্রবেশের পথে একতলায় গিয়ে পড়তে হবে, সেক্ষেত্রে ভয়ের কোন বালাই অবশ্য থাকবে না, কারণ যে প্রাণ বস্তুটির জন্য এত ভয়, এত চিন্তা সে আর তখন থাকবে না, সে নিশ্চিন্তে মহাশূন্যে পাড়ি জমাবে। আততায়ী সরাসরি ছুটে নীচে রাস্তায় নেমে গেল, সেখানে কয়েকটা ব্লক পরে নিজের ফোর্ড গাড়ীর মধ্যে ঢুকে হাঁপাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সে উঠে নিজের ঘরে গেল এবং ভাবতে লাগল যে, আর কোন দিন পার্কারের খোঁজ করার সাহস তার হবে না।

সে কিন্তু এর কোনটাই চায়নি। সে পার্কারকে মারতে চায়নি·····ইহা সবই এলেনের দোষ······যদি কেবল······যদি কেবল··· ··

ঘরটা তার কাছে বড্ড ছোট লাগছিল, সে এখানে চিরকাল থাকতে পারেন না······

সে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম চায়, মনে আনন্দ আনতে চায়, কুৎসিত ব্যাপারটাকে ভুলতে চায়, তা থেকে মনটাকে দূরে সরাতে চায়।

সে হলঘরে চলে যায়, সেখানে এক পুরোনা বন্ধুকে ফোন করে। বন্ধু জিজ্ঞেস করে, "কবে মেক্সিকো থেকে ফিরলে ?"

"মাত্র কয়েকদিন আগে। আজ তোমার কি কোন কাজ আছে ?"

"না, তেমন কিছু নেই।"

"এস না, সিনেমায় যাই এবং বীয়ার পান করি।"

"ঠিক আছে, যাব। এলীর খবর কি ?"

কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ খেয়াল হল—সে এ কি করতে যাচ্ছে ? নিজের মরনকে নিজেই ডেকে আনছে ?

কথাটা তাই সে তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে দিল।

॥ দুই ॥

ঠিক কাজ করেছে বলে ডুঘাটি'র মনে হল না। সে হয়ত চাতুরী করে থাকতে পারে। কিন্তু ঠিক কাজ? না, তা হয়ত নয়।

বিচক্ষণ গোয়েন্দা হিসেবে ডুঘাটি ভালই বুঝেছিল যে, জো তাকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ দিলেও আসলে সে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছিল। জো তাকে যত সুযোগ দিচ্ছিল প্রতিটির লক্ষ্য ছিল। কিন্তু ডুঘাটি'কে পরোক্ষে বলা, "তুমি একজন সংসারী লোক—স্ত্রী পুত্র নিয়ে তোমাকে বাস করতে হয়।" তার স্ত্রী পুত্র সম্প্রতি বাইরে থাকলেও, একটি গুলির শব্দ শুনতে তাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। হয়ত অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা বুঝতে পারবে যে, গোয়েন্দা ডুঘাটি গুলিবিদ্ধ হয়েছে। প্রকারান্তরে জো তাকে এই কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছিল। যে গুলিতে সে মারা যাবে সেই গুলির শব্দ শুনে তার স্ত্রী পুত্র ছুটে আসবে এটা বড়ই মর্মান্তিক এবং মানুষকে এই আশঙ্কা বড়ই দুর্বল করে ফেলে।

কিন্তু যদি ডুঘাটি'র স্ত্রী পুত্র না থাকত তবে জো কিছুতেই তার কাছে আসতে সাহস পেত না এবং ডুঘাটি'ও জোকে মোটেই ভয় পেত না। তখন হয়ত জো গ্রেপ্তার হত, নয়ত ডুঘাটি গুলিবিদ্ধ হত, সমস্যাটার সেখানেই নিষ্পত্তি হয়ে যেত।

ডুঘাটি বুঝেছে যে, জো তার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে কিন্তু তবু সে নিরুপায়ের মত রইল।

পাঁচটার পরে সে লেফ্‌টেন্যান্টের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তাকে ঠিক আই সেন হাওয়ারের মত দেখতে কেবল ব্যতিক্রম এইটুকু যে, সে কখনও হাসে না। ডুঘাটি'কে দেখে সে তাকে বসতে বলল। ডুঘাটি বসতে বসতে বলল, "আপনি ফোনে যা-যা বলেছেন সব করেছি, এখন কি করব, বলুন।"

লেফ্‌টেন্যান্ট্‌ বলল, "বেশ, তোমার বাড়ী এসেছে বলে তাকে গ্রেপ্তার করলে না, ভাল কথা, কিন্তু তাকে লিফ্‌ট্‌ দিতে গেলে কেন?"

"ভাবলুম যদি সে দু'একজনকে চিনতে পারে তবে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের

কিছু সুবিধা হতে পারে কারণ এলেন ক্যানাডের ছেলে বন্ধুদের নাম তার জানার কথা।"

"কি বলল? কাউকে চিনতে পারল?"

"না, তেমন কিছুই বলল না"

লেফ্‌টেন্যাণ্ট বিরক্তির ভাব দেখাল।

ডুঘার্টি বলল, "আমি তাকে বিব্রত করতে চাইনি, ভাবলাম, তাকে উত্তেজিত না করে যদি কিছু সুবিধা করতে পারি।"

"লিষ্ট্‌ দিলে কেন? না দিলেই ভাল করতে।"

"যাকৃগে, সে এখন কি বলতে চায়?"

"আমি ঠিক নিশ্চিত নই, তবে আমার মনে হয় যে, জো ষ্টেডিয়াম্‌ ডাকাতির সহিত জড়িত এবং সে এলেনের সঙ্গে উত্তেজনার সঙ্গে রাত কাটাচ্ছিল। জো যখন বাইরে যায় তখনই এলেনকে হত্যা করে টাকাটা সরিয়ে নেয়। ডাকাতদলের কোন সরিক ইহা করতে পারে বা অন্য কোন লোক, যে এ ব্যাপারের সঠিক খোঁজ-খবর পেয়েছে সে ও ঐ টাকা চুরি করে থাকতে পারে।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌ বলল, "আঃ, ডাকাতির টাকা ডাকাতি হয়েছে এতে তো গাত্রদাহ হবেই, হবে না?"

সায় দিয়ে লেফে্‌টেন্যাণ্ট আবার বলল, "হঁ্যা, এবারে জো লিষ্টের লোকদের বাড়ীতে টাকার জন্য খোঁজ নিয়ে বেড়াবে। যে ভাবেই হোক, টাকাটা ফিরে পেতে সে যথাসাধ্য চেষ্টা নিশ্চয়ই করবে। এ ব্যাপারে তুমি যে প্রলোভন দেখিয়েছ তা যথার্থই চতুরতাপূর্ণ। তোমার বুদ্ধি আছে!"

মুখে হাসলেও ডুঘার্টি অন্তরে প্রসন্ন ছিল না। যখন লেফটেন্যাণ্ট তার প্রশংসা করে তখনই তার হঠাৎ মনে পড়ে যায় যে, তার এই উপরওলা উচ্চ-বিদ্যালয়ের পাঠও শেষ করেনি।

ডুঘার্টি বলল, "মিঃ লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌, আমাকে স্টেডিয়াম্‌ ডাকাতির কেস্‌টা দিয়ে অন্য কাউকে এলেন ক্যানাডে হত্যা কেস্‌টা দিন না।'

না না, তা হয় না। বরং দু'টো কেস্‌ যখন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তখন তুমিই দু'টো কেস্‌ এক সঙ্গে সুরু করে দাও।" একটু ভেবে লেফ্‌টেন্যাণ্ট বলল, "তুমি বরং এখন বাড়ী যাও। তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। ভাল করে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে ধীরে সুস্থে পরিকল্পনা স্থির কর। লেখাপড়ার কাজ এখন পড়ে থাক, আবার যখন আসবে তখন করলেই হবে।"

"আপনাকে ধন্যবাদ, লেফ্‌টেন্যাণ্ট্‌!"

"তোমার কি মনে হয় জো আবার তোমার সাথে দেখা করবে?"

ডুঘার্টি হেসে বলল, "আশা তো করছি।"

॥ তিন ॥

বালিশের পাহাড়ের মধ্যে 'কিফ্‌কা টিউটন রাজকুমারের মত বসে আছে। সে এখন ভিয়োবামার এক নম্বর ইউনিটে। এখানে এই একটি মাত্রই ঘর যেখানে টেলিফোন আছে।

জেনী অত্যুৎসাহে সকল ঘর থেকে অতিরিক্ত বালিশ এনে কিফ্‌কার বিছানায় এমনভাবে জড়ো করেছে যে, সে এখন বালিশের উপরই বসে আছে।

দু'টো জিনিস কিফ্‌কার নাগালের মধ্যে। এক হাতে টেলিফোনের হাতল অন্য হাতে জেনী। ফোনে সে বলছে, "বুধি, আমি যদি তোমাকে একটি গল্প বলি তা তো সিনেমা কোম্পানির কাছে বিক্রী করা হবে। জবাব দেওয়া না-দেওয়া অবশ্য তোমার ইচ্ছা।"

টেলিফোনে অপর ব্যক্তি বলছে, "সমস্যার সম্মুখীন হও। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, মাত্র কয়েকদিন আগে এলী নিহত হয়েছে, সে সম্বন্ধে কি করা হচ্ছে আমি জানতে চাই, দান।"

"কিছুই করা হচ্ছে না," বলতে বলতে কিফ্‌কা জেনীর অনাবৃত স্ফীত স্তনদ্বয় নিজের নগ্ন বক্ষে ঘসতে লাগল এবং জেনীর দিকে চোখের ইশারা করে ফোনে বলল, "আমি জানতে চাই কে এলীকে জানত, ব্যস। তোমার কি মনে হয়? তুমি জান কি কে কে এলীকে জানত? আমি অবশ্য কিছুই জানি না।"

জেনী মুখ তুলে চুপি চুপি কি বলতে যাচ্ছিল। দান তার মুখ বালিশের মধ্যে চেপে ধরল।

টেলিফোন বলল, "যখন সব শেষ হয়েই গিয়েছে তখন আর বলে লাভ কি? যাক্‌গে, শেষ খবরটা দিও কিন্তু।"

"নিশ্চয়ই।" টেলিফোনে দানের পরবর্তী কথার জবাব ভেসে এল, "আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

কিফ্‌কা আবার জেনীর নগ্ন বক্ষস্থল নিজের অনাবৃত বুকে চেপে ধরল।

টেলিফোন বলল, "ফ্রেডের খবর কি? বারোজেরই বা কি সংবাদ? তুমি ফ্রেডকে জান তো?

"হ্যা, তাকে চিনি।"

"তুমি কি মেয়েদের সম্বন্ধে জানতে চাও? কোন্ কোন্ মেয়ে এলীর পরিচিত তাদের নাম চাও।"

"হ্যাঁ।"

"রিতা লুমিস্, তাকে চেন তো?"

"না, তার ঠিকানা কি?"

"কার্ডার এভিনিউ, আমি নম্বর জানি না।"

কিফ্কা জেনীকে প্যাড্ আনতে বলল, জেনী প্যাড আনলে কিফ্কা বলে যেতে লাগল। জেনী অনিচ্ছা সত্ত্বেও লিখে চলল।

জেনী আরও দু'টো নাম লিখে বলল, "দান, এই ফোনের কথাটা এবার একটু সংক্ষেপ কর! আর কত নাম ঠিকানা লিখতে হবে?"

"না, আর লিখতে হবে না। কিন্তু শরীর তো আবার খারাপ লাগছে।"

"কি? শরীর গরম বোধ হচ্ছে? সেটা তো তামার পক্ষে নাকি ভালই?"

"তা বটে। কিন্তু পার্কার কি বলেছে জানো? সে বলেছে যে, তুমি কাছে থাকলে এ রোগ আমার কোনদিন সারবে না।"

একথা অবশ্য সত্য যে, জেনী তার মুকুলিত যৌবন সর্ব্বদা দান কিফ্কার কাছে উন্মোচিত করে রেখে তার শরীর অত্যন্ত গরম ও উত্তেজিত করে রাখে. কিন্তু তবু সে জেনীকে পেয়ে অত্যন্ত সুখী।

জেনীকে সে পেয়েছিল হঠাৎ এবং নেহাৎ আকস্মিকভাবে। দান জীবিকার জন্য ট্যাক্সী চালাত এবং প্রয়োজন হলে ঠেলাও ঠেলত। একদিন সে ট্যাক্সী নিয়ে অপেক্ষা করছে তখন জেনী এবং একটা যুবক এসে হাজির হল। তারা গাড়ীতে উঠে একটা ঠিকানা বলে দিয়ে পেছনের আসনে বসল। কিন্তু তারা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঝগড়া করছিল। অবশেষে তাদের বিবাদ এমন পর্য্যায়ে এসে উপস্থিত হল যে, ছেলেটা জেনীকে আঘাত করল এবং জেনী ক্রোধে অন্ধ হয়ে দরজা খুলে তাকে ঠেলে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিল।

কিফ্কা জেনীকে জিজ্ঞেস করল, সে যুবকটির জন্য অপেক্ষা করবে কিনা উত্তরে জেনী বলল যে, সে তার জন্য অপেক্ষা করবে না। তখন কিফ্কা দান আবার গাড়ী চালাতে শুরু করল। জেনী দানকে বলল যে, সে মদ্য পান করতে চায়। তখন দান একটা হোটেলের কাছে গাড়ী থামাল।

জেনী একা হোটেলে যেতে রাজী হল না। কিফ্কা বলল, তার পক্ষে নোংরা

কোচকানো পাজামা, কটা চামড়ার জাকেট এবং এক পেনি দামের টুপি পরে হোটেলে জেনীর সহযাত্রী হওয়া শোভন নয়। জেনী বলল, "তাতে কি হয়েছে?" তখন অগত্যা দানকে তার সঙ্গে হোটেলে যেতে হল।

জেনী দানকে নিজের কথা এবং যুবকটার কথা সবই সবিস্তারে বলল। তারা উভয়েই শহরের কলেজে পড়ে, হঠাৎ তাদের বন্ধুত্বে ছেদ পড়েছে।

কিফ্কা নানাভাবে চেষ্টা করেও জেনীকে এড়িয়ে যেতে পারল না। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে সে তাকে শয্যাসঙ্গিনীরূপে পেল। আটমাস সে এখানে আছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে সে তিনমাসের জন্য বাড়ী গিয়েছিল।

প্রথমে অবশ্য কিফ্কা নিজের জীবনের ইতিহাস তার কাছে গোপন রেখেছিল, কিন্তু পরে যখন দান বুঝতে পারল যে, জেনী বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখতে জানে তখন সে তাকে সবই বলেছে। এখন জেনী কিফ্কা দানের সব কিছুই জানে।

হঠাৎ জেনীকে নিজের বুকের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে কিফ্কা বলল, "আর একটা মাত্র ফোন করব, তা-হলেই তালিকার সব লোকের সন্ধান নেওয়া হয়ে যাবে।"

"প্রতিজ্ঞা কর।"

"হ্যাঁ প্রতিজ্ঞা করছি, আর একবার মাত্র ফোন করব।"

কিন্তু ফোনের হাতল তুলতে না তুলতেই টেলিফোন বেজে উঠল। আগে ক্লিঙ্গার কথা বলল। সে বলল, "আরও দু'টো নাম তালিকা থেকে বাদ দাও একটা বিল পাওয়েল্, অপরটা জো ফক্স্।" কিফ্কা জেনীকে লিষ্ট্ থেকে নাম দু'টো কেটে দিতে বলল। পরে ক্লিঙ্গারকে বলল, "আরে, আমরা এখন পুলিশ থেকে পাওয়া লিষ্ট্ দেখছি।"

কিফ্কা ডায়াল করল। জেনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, "একটামাত্র ফোন।"

টেলিফোনে যে স্বর ভেসে এল তা ঘুমজড়ানো কণ্ঠ। সে বলল, "এখন ক'টা বাজে?"

"তা রাত বারটা হবে।"

"গতকাল সারারাত জেগেছি। মেক্সিকো থেকে এক বন্ধু এসেছে, সে গল্প করে রাত ভোর করেছে। তুমি বোধহয় তাকে চেন না।"

"সে কি এলী ক্যানাডেকে জানত?"

"নিশ্চয়ই। তারা দু'জনে একসঙ্গে থাকত।" কিক্‌কা এক হাত তুলে জেনীকে আকর্ষণ করে বলল, "এই লোকটার নাম কি?"

আবে ক্লিঙ্গার ব্যবসায়ী লোক, জুয়াচোর নয়। ব্যবসায়ী হওয়াই তার স্বভাব কিন্তু অবস্থার চাপে লোকচোখে সে অনেক সময় জুয়াচোর সাজে।

আবে ক্লিঙ্গার একটা সিনেমার মালিক। হঠাৎ তার মতিভ্রম হল এবং সে এই সিনেমা হলটা পুড়িয়ে দিয়ে বীমাকোম্পানির কাছে টাকা দাবী করল। কিন্তু হাতে নাতে ধরা পড়ে জেলে গেল। তার স্ত্রী এইসব শুনে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাল এবং তার ছেলে দু'টো বিরক্ত হয়ে নিজেদের নাম বদল করে অন্যত্র চলে গেল।

জেলে কয়েকজন লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হল। তারাই তার জীবনের প্রতি উৎসাহ ফিরিয়ে আনল। জেল থেকে বেরিয়ে সে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে আর কখনও দেউলিয়া হবে না। মিসেস্ ক্লিঙ্গার যে তাকে ছেড়ে গেছে তাতে তার কোন ক্ষোভ নেই।

সে গোয়েন্দাগিরি করে না, তাই পকেটে বন্দুক নিয়ে রাস্তায় ঘুরতে তার ভাল লাগে না। তবু সে এই শীতে পকেটে বন্দুক নিয়ে গোয়েন্দা সয়েড নাগানের মত একটা লোকের ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ক্লিঙ্গার একটা বহুতল বাড়ীর আটতলায় উঠে গিয়ে বেল টিপল।

খাকী পাজামা পরা একটি যুবক দরজা খুলে এসে দাঁড়াল।

ক্লিঙ্গার বলল, "আপনি এই বাড়ীর লোক?"

"হ্যাঁ।"

"দয়া করে এক মিনিট আমার জন্য ব্যয় করবেন? আমি এ্যাসোসিয়েটেড পোল্স্ থেকে এসেছি, আমরা একটা গণনা করি অবশ্য আপনার বেশী সময় নষ্ট করব না।"

"আপনি কিছু বিক্রী করেন না তো?"

"না।"

"আপনার টেলিভিশন সেট্ আছে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

নিশ্চয়ই। সকলেরই টেলিভিশন সেট্ আছে, তা সে সিনেমা দেখুক আর না দেখুক। এটা জিজ্ঞেস করাই কাউকে অপমান করা।

ক্লিঙ্গার বলল, "আমি ভেতরে যেতে পারি?"

"হ্যাঁ, কেন নয়?"

"ধন্যবাদ।"

ক্লিঙ্গার মৃদু হেসে ভেতরে প্রবেশ করল। হেসে হেসে এটা সেটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগল। বেশীর ভাগ টেলিভিশন সম্বন্ধে। ঠিক যে সময় এলেন খুন হয়েছিল—সে সময়—ঠিক সেই সময়টিতে কি প্রোগ্রাম্ চলছিল—এইটুকু জানাই ক্লিঙ্গারের উদ্দেশ্য। যদি ঠিক মত বলতে পারে তবে বোঝা যাবে যে, সে খুনী নয়। আর যদি কোনভাবে প্রকাশ পায় যে, সে তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল তবে তাকে সন্দেহ করা চলবে। তখন পার্কার অন্য লোক পাঠিয়ে অন্যভাবে পরীক্ষা চালাবে·····

সব কিছুই ভালভাবে চলছিল। হঠাৎ দুটো মোটা লোক এসে ক্লিঙ্গারের দু'পাশে হাঁটতে লাগল এবং একজন তার কাছে কোম্পানির সনাক্তকরণদাবী করল।

মনে হল এরা পুলিশের লোক বন্দুক কখনো ক্লিঙ্গারের কাছে এত ভারী বোধ হয়নি। তবে এখন কি করা যায়? বন্দুকটা যে কোথাও ফেলে দেবে এমন উপায় নেই, অথচ বন্দুকসহ ধরা পড়লে জেল অনিবার্য্য। এখন সে বড়ই অসহায়, তার টাকা নেই, কোন আসবাবপত্র নেই এবং স্ত্রী ও নেই।

ক্লিঙ্গার ছুটতে আরম্ভ করল এবং তার পেছনে পেছনে পুলিশ ছুটল। ছুটতে ছুটতে সে পকেট থেকে বন্দুকটা ফেলে দিল, কিন্তু পুলিশ তা দেখতে পেল। পুলিশ চেঁচিয়ে বলল, "দাঁড়াও"। কিন্তু ক্লিঙ্গার দাঁড়ালনা দেখে পুলিশ নিজেদের বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ল। দুটো গুলি তার পাশ দিয়ে চলে গেল, কিন্তু তৃতীয়টা তার খুলিতে টাকের উপর আঘাত করল। হলের মেঝেতে আর ক্লিঙ্গার পড়ে গেল।

॥ চার ॥

ছোট বব্ নেগ্লি গাড়ী চালাতে ভালবাসত, তাই সে এবং আর্নি আলাদা আলাদা আসনযুক্ত একখানা গাড়ী কিনল। ছোট ববের ছোট পা, তাই সে সামনের দিকে অনায়াসেই গাড়ীর কলকব্জায় হাত লাগিয়ে গাড়ী থামাতে বা চালাতে পারে। আর আর্নি পেছনে আরামে তার নিজের আসনে বসতে পারে।

তাদের জীবন অনেকটা বোঝাপড়ার এবং প্রায় সব সময়ই তাদের নিজ ফ্ল্যাটে কেটে যায়।

অন্য লোকের কাছে মনে হবে যে, তারা কি করে এভাবে বসবাস করে। নেগ্লি গাড়ী চালায়, আর আর্নি আরামে পেছনের আসনে বসে থাকে, কিন্তু তারা তা পারে, ইহাই তাদের বৈশিষ্ট্য

অনেক সময় আর্নির স্ত্রীলোকের জন্য লালসা জাগত এবং সে চলে যেত, ছোট বব্ তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকত। আর্নির স্বভাব ছিল সবচেয়ে সস্তা ও নিম্নস্তরের স্ত্রীলোকের কাছে যাওয়া, তাই ছোট বব্ প্রায়ই আর্নিকে ডাক্তারের কাছে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পাঠাত।

ঠিক অনুরূপ ভাবে ছোট বব কে কতগুলি লোক বিরক্ত করত। তারা তার সাথে অহেতুক ঝগড়া বাঁধাত এবং তা নিয়ে অনেক অশান্তির সৃষ্টি হত। পার্কারের সঙ্গেও ছোট ববের যখন তখন অযথা কথা কাটাকাটি থেকে তুমুল অশান্তির সৃষ্টি হত।

কাজেই আর্নি স্ত্রীলোকের সহিত রাত কাটাতে গেলে ছোট বব্ যেমন ক্রুদ্ধ হত, তেমনি ছোট ববের সহিত যে লোকেরা ঝগড়া বাঁধাত তাদের উপর আর্নি ভীষণ চটে যেত। অবশ্য এতে তাদের জীবনের উপর বিশেষ কোন রেখাপাত করত না এবং এগুলি কোন সমস্যা বলেই তাদের মনে হত না।

ছোট বব্ অত্যন্ত হাল্কা স্বভাবের লোক, অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলত। সে আকারে যেমন ছোট তেমনি একখানা ছোট ছুরি সে সর্ব্বদা কাছে রাখত তাছাড়া, তার কাছে একটা ২৫ বেরেট্টা স্বয়ংক্রিয় বন্দুক সর্ব্বদা থাকত।

এই জন্য ছোট বব্ গাড়ী চালাত এবং আর্নি লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলত। উভয়েরই নিজ নিজ কাজ খুব পছন্দমত ছিল।

অপরাহ্ন ২টা। আর্নি গতরাত্রে চারটা লোককে এবং আজ সকালে পাঁচটা লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কিন্তু তাদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় নি। আজ বেলা দু'টো পর্য্যন্ত মাত্র দু'জনের সঙ্গে কথা হয়েছে কিন্তু কোন সন্ধান না পেয়ে পার্কার এবং শেলিকে পুনরায় পরীক্ষা করে দেখতে বলেছে। এখন আর তালিকায় কোন নাম নেই। এখন পার্কার পুলিশ থেকে যে তালিকা পেয়েছে সেই সব নামের পেছনে ধাওয়া করতে হবে, এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

ছোট বব্ কিন্তু পার্কারের উপর মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। ভীমোরামায় পার্কার তাকে তুলে ঘরের এক কোণে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। তাছাড়া, সেই সকল অশান্তি এবং লোকসানের মূলে। নিজে টাকাটা হারিয়ে এখন সকলকে দিয়ে নিজের পাপের ফলভোগ করাচ্ছে। অবশ্য একটা স্ত্রীলোকই এই সমস্ত অনর্থের মূলে। স্ত্রীলোকটির উপর আক্রোশ মেটাতে আততায়ী এসেছিল এবং তাকে খুন করে যাওয়ার সময় হাতের কাছে টাকাভর্ত্তি স্যুট্‌কেস পেয়ে নিয়ে চলে গেছে। আমাদের সকলেরই ভুল হয়েছে পার্কারকে বিশ্বাস করা। পার্কার একটা স্ত্রীলোক নিয়ে বাস করত এবং এটা স্বাভাবিক যে, স্ত্রীলোকের শত্রু থাকবেই।

হঠাৎ বব্ দেখতে পেল আর্নি আসছে, তার দুই পাশে দু'টো পুলিশ। কাছে এলে বোঝা গেল আর্নির হাত দু'টো পেছনের দিকে হ্যাণ্ড্‌কফে আটকানো। বোধহয় সে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

হতচ্ছাড়া পার্কার!

বব্ গাড়ীর দরজা খুলে আর্নিকে ভেতরে টেনে নিতে চেষ্টা করল। দু'টো গাড়ীর মাঝখান দিয়ে চলে গিয়ে আর্নি গাড়ীর মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করল। কিন্তু হাত দু'খানা পেছন দিকে বাঁধা থাকায় পড়ে গেল। গাড়ী যখন ছেড়ে দিল তখন আর্নির অর্দ্ধেক গাড়ীর মধ্যে অর্দ্ধেক বাইরে। কাজেই গাড়ী চলতে আরম্ভ করলে বব্ দেখতে পেল যে, আর্নির মুখ ঘসটাতে ঘসটাতে ধূসর হয়ে গিয়েছে এবং তার শরীরের অর্দ্ধেক এখনও গাড়ীর বাইরে এবং তার মুখ বেয়ে রক্ত ঝরছে।

হঠাৎ বুলেটের শব্দ হল। গাড়ীর কাচ ভেঙ্গে এ্যাক্সিলারেটরে আঘাত

করল। আর উপায় রইল না, গাড়ী থেমে গেল। মৃত্যুপথযাত্রী আনিকে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে বব্ গাড়ীটাকে ঠেলে ঠেলে আটটা ব্লক পরে এনে গাড়ী রাখার জায়গায় চিরদিনের জন্য রেখে দিল

আনি এখন মৃত অথবা মৃত্যু পথযাত্রী। সমগ্র চিত্রটি চিরদিনের জন্য মুছে গেল। ছোট বব্ নেগলি এবং আনি ফেকিওকে নিয়ে যে সুন্দর "টিমটি গড়ে উঠেছিল, সেরূপ আর কোনদিন হবে না এসব কিছুই ঘটল পার্কারের জন্য। সেই নির্বোধ জারজটার জন্য টাকাগুলি চুরি গেল এবং সেই টাকার সন্ধান করতে গিয়েই যত অনর্থের উদ্ভব হল এবং ব। আনিকে হারাল

"আমি তোমাকে দেখে নেব, পার্কার" বলতে বলতে বব গাড়ীর চাবিটা ময়লা ফেলার পাত্রে ফেলে দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

॥ পাঁচ ॥

পেট রুদ বেশী কথা বলা পছন্দ করে না।

আবে ক্লিঙ্গারের মত রুদ দ্বিতীয় নির্ব্বাচনে এই পেশায় এসেছে। সে জীবন সুরু করেছিল, ছুতোর মিস্ত্রী এবং ক্যাবিনেট প্রস্তুতকারকরূপে। সে খুব ধীরে ধীরে অথচ খুব সতর্কতার সহিত কাজ করত অতি দামী কাঠ নিয়ে। ভাল কাঠ সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হলেও সে পেশা ছেড়ে দিল না। কিন্তু সে ক্রেতার বড়ই অভাব বোধ করত।

সহরের বাইরে অনেক ক্যাবিনেটের দোকান আছে এবং তারা অনেক সস্তায় জিনিস সরবরাহ করে। কিন্তু রুদ ধীরে ধীরে যে জিনিস তৈরী করত তা অন্যদের জিনিসের চেয়ে পাঁচগুণ বেশী দামী এবং তার স্থায়িত্বও অন্য সকলের জিনিসের চেয়ে দশগুণ বেশী। কিন্তু সে কথাটা কেউই উপলব্ধি করে না, যাতে করে একবার তার উপোস করে মরবার মত অবস্থা হয়েছিল।

একবার সে একটা খাবিদ্দারের জন্য একটা ট্র্যাঙ্ক্ তৈরী করেছিল, যার মধ্যে একটা গুপ্ত কক্ষ ছিল। কথাটা গোপন রাখার জন্য ক্রেতা তাকে অতিরিক্ত টাকা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু রুদ তা প্রত্যাখ্যান করল, রুদকে টাকা দিয়ে নীরব করা হাস্যকর মনে হল দু'মাস পরে যখন আবার সে একটা বেআইনী প্রস্তাব নিয়ে এল, রুদ তার ক্যাশ রেজিষ্টার দেখল তার অনেক বাকি বিল পড়েছিল। এবারে তার কাজ হবে ট্রাকের মধ্যে একটা অন্ধ কুঠরী তৈরী করা, যার মধ্যে পাঁচটা লোক লুকিয়ে থাকতে পারে।

তার কিছুকাল পরে ডাকাতির জন্য তার কাঠের ব্যবসা বেশ ভাল চলল। কিন্তু ধীরে ধীরে তার কাঠের কারবারের কাজ কমে যেতে লাগল কারণ ডাকাতির টাকাতেই তার বেশ চলে যেতো। টাকার অভাব ডাকাতি পূর্ণ করলেও ক্রেতার অভাব কিছুতেই পূরণ হল না। এখন কাঠের কাজ রুদের পেশা থেকে নেশায় পর্য্যবসিত হয়েছে। তার প্রধান উপজীবিকা এখন ডাকাতি প্রভৃতি কাজ।

তার এই কাজের প্রধান সুবিধা—এতে কোন কথা বলার দরকার হয় না। পার্কার প্রভৃতি অন্যান্য লোকেরা কাজের প্ল্যান্, প্রোগ্রাম্ তৈরী করত এবং তাকে যে কাজ দেওয়া হত সে তা নিঃশব্দে করে নিজের টাকা নিয়ে চলে যেত।

অনেক সময় ব্যাপার অনেক খারাপ হয়ে দাঁড়াত, কাজ বিরক্তিকর মনে হত। যখন এইরূপ ঘটত তখন সে টাকা না নিয়ে বাড়ী চলে যেত—বাড়ী সে ঠিক যেতই। সে কখনও ধরা পড়েনি এবং ধরা পড়ার কোন কারণও সে দেখতে পেত না।

সহরে সে থাকতে চাইত না এই জন্য যে, এখানে ধরা পড়ার অনেক ভয়। ষ্টেডিয়াম ডাকাতিতে তার ভাগে প্রায় বিশ হাজার ডলার পাওনা। এই টাকাটা সে পেল না। হয়ত বছর শেষ হওয়ার পূর্ব্বে অন্য কোন সূত্র থেকে অনুরূপ টাকা সে পেয়ে যাবে।

কিন্তু যেহেতু তার সঙ্গীরা সকলেই এর সঙ্গে জড়িত, তাই তাকেও কিংকার নির্দেশমত সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেড়াতে হচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে একটা সুসজ্জিত ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রুদ কড়া নাড়ল। এক মিনিট পরে একটা লম্বা লোক দরজা খুলে দাঁড়াল তাকে কলেজ ফুটবল টিমের খেলোয়াড়ের মত দেখাচ্ছিল। সন্দেহজনকভাবে সে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপার কি? আপনি কি চান?"

রুদ বুঝতে পারল এখানে টেলিভিশন সম্বন্ধে বলে লাভ হবে না তাই সে বলল, "রেডিও।"

লোকটা ভ্রূকুটি করে বলল, "কি? সেটা কি?"

রুদ বলল, "আমি এ্যাসোসিয়েটেড গণনা সংস্থা থেকে এসেছি, আমরা জানতে চাই আপনি কখন রেডিও শোনেন।"

রেডিও? আমি রেডিও শুনি না। আমি এইমাত্র এখানে এসেছি।"

রুদ বলল, "আমরা জানতে চাই, গত মঙ্গলবার রাত্রে আপনি কি প্রোগ্রাম শুনেছেন। আপনি কি বিশেষ কোন কিছু শুনেছেন?"

'মঙ্গলবার রাত্রে? মঙ্গলবার রাত্রি সম্বন্ধে কি?" "আমরা জানতে চাই—

"আসুন, এখানে আসুন।"

'রুদ ভেতরে গেল এবং লোকটা দরজা বন্ধ করল ছোট্ট একটা বাক্সের মত ঘর, মোটেই সাজানো-গুছানো নয়। লোকটা দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে রুদের মাথায় এক ঘুসি মারল, সে একটা চেয়ারের উপর পড়ে গেল। লোকটা আবার এসে তার পিঠে একটা লাথি মারল এবং বলল, "কে তোমাকে পাঠিয়েছে? কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?"

রুদ তখন কথা বলতে পারছিল না, কিছুক্ষণ পরে সে তাকে সব বলল।

॥ ছয় ॥

রে শেলি শান্তিপ্রিয় লোক। জীবনে সে একবার মাত্র রাগের বশে একজনকে আঘাত করেছে এবং সে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর একজন মেজর। শেলি তখন সেনাবাহিনীতে বেসরকারী কাজ কবত। মেজরের স্ত্রীর সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব জন্মেছিল। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে মেজর ফিরে এসে তার স্ত্রীকে শেলির সহিত এক বিছানায় দেখতে পেল। মেজর শেলির আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করে তার স্ত্রীকে আঘাত করতে শুরু করল। শেলির হস্তক্ষেপের পূর্বেই মেজর তার স্ত্রীকে দু'বার আঘাত করল। শেলির অবশ্য দু'মাস জেল হল এবং অভদ্র ব্যবহারের জন্য চাকরী থেকে বরখাস্ত হল। মেজর অন্যত্র বদলী হয়ে গেল, তার স্ত্রীর জীবনেও পরিবর্তন আনল—একটি শিশু।

ফ্রেড বারোজের বসবার ঘরে বসে শেলি সেদিনের কথাই ভাবছিল। মেজর তার বাচ্চাটার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করত। বাচ্চাটা এখন আট বছরের হবে. হয়ত ন'বছরেরও হতে পারে। না, আট বছরেরই হবে।

পার্কার কাজ করছিল এবং উভয়ের জন্যই কথা বলছিল, কাজেই শেলির শুনে সময় নষ্ট করার উপায় ছিল না। অন্ততঃ আরও চারবার সে এবং পার্কার এই রুটিন কাজ করেছে কিন্তু কোন লাভ হয় নি। এবারেও যে কোন লাভ হবে এমন আশা করা যায় না। এই ফ্রেড বারোজকে স্ত্রী ছাড়পোকার মত বিপজ্জনক দেখাচ্ছিল। সে খুব চোখ পিটপিট করছিল।

সে এবং পার্কার এরূপ ভান করত যে, তারা পুলিশের লোক। পার্কারের কাছে সনাক্তকরণ কার্ড প্রভৃতি সবরকম কাগজপত্র আছে। প্রয়োজনমত সে সেগুলি দেখিয়ে নিজেদের পুলিশ বলে জাহির করতে পারত।

এই তাদের পঞ্চম বারের অনুসন্ধান। যখন থেকে ফেফিও বা ক্লিঙ্গার বা রঙ টেলিভিশনের কথা বলে গোলমাল বাঁধাল তখন থেকে কেউই আর ঐ প্রশ্নটা তুলতে সাহস পাচ্ছেনা—এই ব্যাপারটা তারা ভিমোরামায় কিফকাকে জানাল।

তারা এখন পুরোপুরি এলেন ক্যানাডে হত্যার অনুসন্ধান করছে। তারা

জানতে চায় মঙ্গলবার রাত্রে প্রকৃত খুনী কি করছিল, কোথায় ছিল? যার কাছ থেকেই তারা জবাব পায় সেটা তারা মিলিয়ে দেখে এবং প্রয়োজন হলে উত্তরদাতার নাম তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয়। এইভাবে তারা অগ্রসর হয়।

এই ফ্রেড বারোজের উত্তর শুনতে শেলি মোটেই প্রস্তুত নয়, তার মতে এর নামও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু পার্কার তাতে রাজী নয়, সে চায় পুরোপুরি কার্য্যক্রম অনুসরণ করতে কিন্তু শেলি অলসতাবশতঃ তা থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করে।

পার্কার অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, "আপাততঃ এইখানেই শেষ করা গেল।" সেই বারোজকে বলে, "আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, সহর ছেড়ে যাবেন না যেন।" শেলি যেন হাঁপছেড়ে বাঁচে সে হৃষ্ট চিত্তে রাস্তায় বেরিয়ে আসে।

রাস্তায় এসে পার্কার বলে, 'এর নাম কেটে দাও।"

"আমি তা আগেই জানতাম।

পার্কার ঘাড় নেড়ে বলল, "আমাদের ভিমোরামায় ফিরে যেতে হবে।"

"নিশ্চয়ই।"

তারা সাত বছরের পুরানো শেলিব গাড়ীতে চড়ল। ইহা দেখতে যেমন খারাপ চলেও তেমনি খারাপভাবে অত্যন্ত উৎকট শব্দ করে।

ভিমোরামার পথে চলতে চলতে পার্কার বলল, "আমি ইহার গন্ধ সহ্য করতে পারি না। ইহা পুলিশের নয়টির একটি।"

"আমরা শীঘ্রই তা জানতে পারব।"

"আমি ঐ নয়ের কাছে যেতে চাই না। পুলিশ যদি কাউকে গ্রেপ্তার করে সে ত আমার জন্য অপেক্ষা করবে না?" শেলি ঘাড় নেড়ে বলল, "আমি হলে বলব যে, কৌতুক করে এরূপ করেছি। তারা অবশ্য যে কোন ছলে আমাকে গ্রেপ্তার করবে কিন্তু তাতে আমার বিশেষ ক্ষতি করতে পারবে না। আমি ঠিক বেরিয়ে আসব।"

পার্কার বলল, "আমি ঠিক এটা পছন্দ করি না।"

ভিমোরামায় পৌছে তারা ভেতরের দিকে গাড়ীটা রাখল, যে স্থানটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। তারা গাড়ী থেকে নেমে কিক্কার ১নং ইউনিটের দিকে চলল।

ডানদিকে তাকিয়ে শেলি দেখল যে, ছোট বব্ নেগ্লি কেবিনের পেছন থেকে

এসে উপস্থিত হল। তার হাতে একটা বন্দুক—একটি ছোট বন্দুক, তার নিজের আকারের মত চিংড়ি মাছের আকার বিশিষ্ট।

নেগ্‌লি চেঁচিয়ে বলল, "শেলি ছুটে এস।" শেলি দেঁতো হাসি হাসছিল, এখন সে ভ্রূকুটি করল। "বব্, তুমি কি আজে বাজে বকছ।"

"পথ থেকে সরে দাঁড়াও।"

তখন শেলি নেগ্‌লির সঙ্গে আবও একজন যুবককে দেখল, তাকে ফুটবল খেলোয়াড়েব মত দেখতে। হঠাৎ দেখা গেল সকলেব হাতেই বন্দুক। অপর যুবকটাব হাতে একটা ৪৫ স্বয়ংক্রিয় বন্দুক।

শেলি চেঁচিয়ে নিজের কোটের পকেট থেকে পিস্তল বার করল। কিন্তু নেগ্‌লি বোধ হয় ভুল বুঝল। সে শেলিকে তিনবার গুলি করল

॥ সাত ॥

লোকটা যা যা জানতে চাইল পেট রুদ্ সব তাকে বলল। সব শুনে লোকটা পেট রুদ্‌কে ঘুসি মেরে বার করে দিয়ে স্থান ত্যাগ করতে প্রস্তুত হল।

রুদ্‌কে জোর করে কথা বলাতে বেশ আনন্দ হয়। সে নিজেকে বেশ শক্ত রেড-উড্ গাছের মত শক্তিশালী মনে করত এবং ফিরে গিয়ে কলেজের ফুটবল টিমে যোগ দেবে। একটা লোককে আঘাত করার অর্থ একটা লাইনকে আঘাত করা। নিজের শক্তি প্রকাশের মাধ্যমে নিজের পথ পরিষ্কার করা ছাড়া কিছুই নয়।

রুদ্ খুব বিরক্তিকর লোক, তাকে পরাস্ত করতে লোকটার ঘাম বেরিয়ে গেল। সে তখন বাথরুমে গিয়ে ভাল করে স্নান করে এল। এসেও দেখল যে, রুদ্ তখনও চেয়ারের সহিত জুতোর ফিতে এবং জামার প্রান্তদেশ দিয়ে আবদ্ধ রয়েছে।

সে এখন আর তাড়াহুড়া করছে না, কারণ আর তাড়াতাড়ি করার কোন কারণ নেই। সে জানত এখন কি করতে হবে এবং তা করা হয়ে গেলে সে মেক্সিকো চলে যাবে পূর্ব্বনির্ধারিত মত

এখন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে। যদিও এলেনের অনেক কটূক্তি এখনও তার মনের কোণে ঘুরে বেড়ায়—যেমন স্ত্রীলোকের সহিত সহবাসে তার অক্ষমতা ইত্যাদি—কিন্তু এখন আর সে সব কথা তাকে আহত করতে পারে না। সে এগুলোকে এখন মনের এক কোণে ঠেলে দিয়েছে, ওতে আর তার কোন প্রয়োজন নেই।

তার পোটলাপুটলি বাঁধার পরে দেখা যাবে যে, তার চারটা স্যুটকেস হয়েছে। দু'টোতে তার পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য যাবতীয় জিনিসপত্র এবং দু'টোতে শুধু টাকা। এখন সে একটা টাকার স্যুটকেস্ খুলে দুইহাত ভর্ত্তি টাকা তুলে পকেটে রাখল, যদি ঘটনাচক্রে হঠাৎ তার লগেজ থেকে সে আলাদা হয়ে পড়ে তবু তার কাছে অনেক টাকা থাকবে।

সে রুদ্ সম্পর্কে একটু চিন্তা করল, পরে তাকে সেই অবস্থাতেই ফেলে

রাখা স্থির করল। সে কোন ভয়ের কারণ ঘটাচ্ছে না, কেউই ভয়ের কারণ সৃষ্টি করতে পারে না একমাত্র সেই লোকটা ছাড়া যে, এলেনের সহিত বাস করত। কাজেই রুদ্‌কে হত্যা করার কোন কারণ নেই।

সে দুই বারে স্যুটকেসগুলি নিয়ে গাড়ীতে তুলল এবং যাবার পূর্ব্বে ভাল করে ঘর তালাবন্ধ করল এবং বলল, বিদায়, ঘর। সে আর কোনদিন এখানে ফিরে আসবে না।

সে ফোর্ড গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং ডান দিকে ভিমোরামা দেখল। ইহা দেখে প্রথমে তার সন্দেহ হল। ভিমোরামাকে সত্যিই নির্জন মনে হচ্ছে। তার পরে ভাল করে তাকিয়ে সে ভেতরের দিকে একটা গাড়ী দাঁড় করানো দেখতে পেল। কেবিনগুলির পেছনে গাড়ী রাখার জায়গা আছে। সুতরাং রুদ্‌ মিথ্যে কথা বলে নি।

তখনও সে মিথ্যা বলতে পারেনি। সে ভিমোরামার পাশ দিয়ে ফোর্ড চালাতে লাগল এবং পোয়া মাইল আগে রাস্তার ধারে গাড়ী বাঁধবার স্থানে গাড়ী রাখল। পকেটে বন্দুকটা অনুভব করে সে এগিয়ে চলল। তার বন্দুকে আর মাত্র পাঁচটা গুলি আছে। রুদের কাছেও একটা বন্দুক ছিল, অবশ্য অন্য প্রকারের, যাকে রিভল্‌বার বলা হয়। ইহাতে আটটা গুলি ছিল। দু'টা বন্দুকের শক্তিতে শক্তিমান বোধ করে সে আবার ভিমোরামার দিকে এগিয়ে গেল।

আগে একটা বাঁক ঘুরলেই একটা গ্যাস স্টেশন এবং তার পরে একটা বন। সে হেঁটে গ্যাস স্টেশন পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। গাছগুলি সব বুড়ো পাইন গাছ, একটা অপরটা থেকে অনেক দূরে।

ভিমোরামার কেবিনগুলি সব তার ডান দিকে। সে সেদিকে ঘুরে বন থেকে বেরিয়ে এল এবং তার সম্মুখে পড়ল কেবিনগুলি আর লোকজন। একটু দূরে দু'টো লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে, একজন নেতা যাকে সে খুঁজছে। তারা চেঁচামেচি করছিল এবং সে এমন একটা অবস্থার মধ্যে এসে পড়ল যা সে বুঝতে পারছিল না। খাটো লোকটা নেতার দিকে গুলি ছুড়তে আরম্ভ করল এবং সে নীচু হতেই অপর লোকটা মাটিতে পড়ে গেল।

খাটো লোকটা কি তার দিকে ছিল? সে চেঁচাতে চেঁচাতে সামনের দিকে ছুটে এল। "তাকে ধর, লম্বা লোকটাকে ধর।"

বেঁটে লোকটা আবার গুলি ছুড়ল।

তার দিকে।

কলেজে যেমন শিখেছিল তেমনি সে নত হয়ে এঁকে বেঁকে গড়িয়ে গড়িয়ে কেবিনের পেছনে চলে গেল। সেখানে সে ভয়ে এবং ক্রোধে কাঁপতে লাগল।

সকলের উপরই তার রাগ হল। বেশী হ'ল নিজের উপর। ইহা আবার ঘটল যেমন সে জানত যে, ইহা আবার ঘটবে। তার দিকে আবার গুলি ছোড়া হল, তার অন্ধ ভয়ের সঞ্চার হ'ল। তার কাছে মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে, সে অবস্থার উপর আধিপত্য হারিয়ে ফেলল। অন্ধ ভয়ের জন্য তার এরূপ হয়েছে, ইহা তাকে প্রতিবারে আঘাত করেছে।

তার দৃষ্টির অন্তরালে গুলি বর্ষণ হচ্ছিল। সে কেবিনের কোণে এল। তার সম্মুখে ছিল একটা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেবতা, সে নগ্ন ছিল, তার একমাত্র পরিধেয় ছিল বন্দুক।

প্রত্যেকেরই বন্দুক ছিল।

সে এখন প্রথমবার গুলি ছুড়ল, স্বয়ংক্রিয় থেকে তিনবার।

গুলি আর গুলি।

মনে হল সর্ব্বত্র গুলিবৃষ্টি হচ্ছে। তার চতুর্দিকে গুলিবৃষ্টি হচ্ছে। মনে হচ্ছিল, যেন তার দিকেই গুলি ছোড়া হচ্ছে।

সে ফিরে ছুট্ দিল।

সে বনের মধ্য দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। সে গ্যাস স্টেশন পেরিয়ে আবার ফোর্ড গাড়ীর কাছে এল। সে গাড়ীর দরজা খুলল। তখন ভেতরে কি যেন আঘাত করল। এক সেকেণ্ড পরে সে তার পেছনে গুলির শব্দ শুনল।

কে পেছন থেকে গুলি ছুড়ছে তা দেখার জন্য সে পেছনে তাকাল না। বন তার ডানদিকে ছিল। গাড়ীর দরজা খোলা রেখেই সে জঙ্গলে গাছপালার মধ্যে মিশে গেল।

॥ আট ॥

গোয়েন্দা ডুঘার্টি বাতাসে ইহার গন্ধ পাচ্ছিল। উত্তেজনা। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এরূপ আভাস পাচ্ছিল সে।

তার ৯ জনের আসল তালিকা এখন বর্দ্ধিত হয়েছে এবং ক্যানাডে মামলায় যারা কাজ করছে তারা সকলেই বলেছে যে, যাকেই তারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সে-ই বলেছে যে, তাকে গণনা-সংস্থার লোকেরা পূর্ব্বেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। একাধিক লোক এইরূপ প্রশ্নোত্তর সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

যে লোকটা নিজেকে জো বলে পরিচয় দিয়েছে তার অনেক বন্ধু আছে। অপর বন্ধুরা স্টেডিয়াম্ ডাকাতির সঙ্গে জড়িত? কিন্তু তাকে দলের বাইরে রেখেছে কেন? জো যা কিছু করছে সব নিজের লুঠের অংশ পাওয়ার জন্য। যদি ক্যানাডের হত্যাকারী সব টাকা না নিয়ে যেত তবে হয়ত এরূপ হত না।

ডুঘার্টি অন্য কোন ব্যাখ্যা ভাবতে পারে না। যে লোকটা এলেন ক্যানাডেকে হত্যা করেছে সে শনিবারের ডাকাতির সব টাকা নিয়ে গিয়েছে। পাঁচ থেকে আট জন লোক এই ডাকাতিতে জড়িত এবং তাদের সকলেই এখন শহরে রয়েছে। তারা প্রত্যেকেই ক্যানাডের হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ইহা যেন একটা চীনা ধাঁধা। পুলিশ ক্যানাডের হত্যাকারীকে খুঁজছে এবং একদল পেশাদার ডাকাতও উক্ত হত্যাকারীকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। পুলিশ এখন হত্যাকারীকে ধরতে গিয়ে ডাকাতদের সন্ধান পাচ্ছে। ক্যানাডের হত্যাকারী যদি পুলিশ বা ডাকাতদের সন্ধান করত তবে সব কিছুই গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে পড়ত।

শীঘ্রই তাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘাত আসন্ন হয়ে উঠল; কারণ অনেকগুলি লোক একই সুরক্ষিত এলাকায় একই কাজে ব্যাপৃত তাদের মধ্যে যোগাযোগেরও প্রয়োজন।

দুপুরের কিছু পরে কাজ সুরু হল এবং পরপর দু'বার জিজ্ঞাসাবাদ চলল। তারা যখন জোকে ডুঘার্টির দেওয়া তালিকা নিয়ে লোকদের বাড়ী গেল তখন তারা দু'জন লোককে ধরতে পারল। ডুঘার্টির ধারণা যে বাইরে থেকে পাহারা না দিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে অনুসন্ধানে বেশী কাজ হবে। জো ছাড়া অন্য

লোক যদি জাল গণনাকারী সেজে যায় তবে সে কি করে জানবে তার কি প্রয়োজন ?

উল্টো ফলও ফলেছে তাই। দু'জন গণনাকারী দশ মিনিটের মধ্যে ধরা পড়ে গেল।

কিন্তু সংবাদ যেমন ভাল তেমনি খারাপ। দু'জনই সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু উভয়েই গুলিবিদ্ধ হল। একজনের গুলিছোড়ার ধারণা ছিল কিন্তু সে বন্দুক হাতে নিয়েই মারা গেল, উহা ব্যবহার করার সুযোগ পেল না। অপর জন অতিকষ্টে গাড়ীতে উঠে পালিয়ে যেতে সক্ষম হল। একজন গ্রেপ্তারকারী পুলিশ তার পায়ে গুলি করল, কিন্তু সন্দেহভাজন ব্যক্তি নীচু হতেই গুলি তার পিঠে লেগে গেল হাসপাতালে পৌছেও সে জীবিত ছিল কিন্তু অচৈতন্য, এবং জ্ঞান ফেরার কোন আশা রইল না তার সহযাত্রীকে তল্লাসী করা হল।

ডাকাত দল যে, অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবহার করেছিল তা ও শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। একটা ট্রাককে মালপত্র সহ একসপ্তাহের বেশী একস্থানে পড়ে থাকতে দেখে এক পাহাড়াওলার সন্দেহ হল। এটা নিশ্চিত মনে হল যে, এই ট্রাকটা ডাকাতিতে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন গাড়ীতেই কিন্তু প্রয়োজনীয় হাতের ছাপ পাওয়া গেল না।

জো এর যে ছবি পুলিশ চিত্রকর গোয়েন্দা ডুঘার্টির নির্দেশে এঁকেছে স্টেডিয়ামের কোষাধ্যক্ষ তা দেখে জে-কে ডাকাত দলের অন্যতম বলে সনাক্ত করেছে।

সাড়ে চারটার সময় ডুঘার্টির টেবিলের ফোন বেজে উঠল। ডুঘার্টি ফোন ধরতে গোয়েন্দা এনজেল কথা বলল। সে সম্প্রতি ক্যানাডে হত্যা কেসটা নিয়ে নিয়েছে। সে বলল, "আমার কাছে আমাদের উভয়েরই প্রয়োজনীয় তথ্য আছে বিল। ক্যানাডের ছেলেবন্ধুর রিপোর্ট পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, সে ও ম্যাক্সিকো থেকে এসেছে কিন্তু তার অপর বন্ধু মনে হয় ডাকাতির সহিত সংযুক্ত

"সে কে? জো কি?"

"না, তাকে ঠিক চিত্রের লোকের মত দেখায় না। সে গতানুগতিক গণনার কাজ করে যাচ্ছিল। ক্যানাডের ছেলে বন্ধু জো'র দলের সকল নাম সংগ্রহ করেছে এবং তারা কোথায় লুকিয়ে আছে তা-ও সে জেনেছে।"

"এই ছেলে বন্ধুটাই এলেনের হত্যাকারী ?

"সেই রূপই ত মনে হচ্ছে ?"

"সে কি ডাকাত দলের অনুসন্ধান করেছে ?"

"হাঁ, তা করেছে, কিন্তু তারাও হত্যাকারীর অনুসন্ধান করেছে।"

ডুবার্টি বলল, এই লোকটা একজন লুলু।"

হ্যাঁ, যে কোন প্রকারে হোক, এই লোকটার সনাক্তকরণ হয়েছে, এবং তার নাম পিটার রুদ। তাকে অনেক প্রহার করা হয়েছে, পরে সে কথা বলতে সুরু করে। শেষে সে সব তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। সে বার বার বলছে তার দলের লোকেরা কে কোথায় আছে।"

"সে জানে কি ? কোথায় ?"

"একটা স্থানে যার নাম ভিমোরামা।"

"আমি জায়গাটা চিনি। আমি তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা করব।"

"পরীক্ষা করে দেখ।"

ডুবার্টি তাড়াতাড়ি দু'টো গাড়ী এবং একদল পুলিশ ডেকে পাঠাল। সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল, এবং গাড়ী আসার পূর্ব্বেই সে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। সে অধৈর্য্য হয়ে যেন কাঁপছিল।

সে এলেন ক্যানাডের ছেলে বন্ধুর নামটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছে। এই বন্ধুই এলেনকে হত্যা করেছে। যাক্‌গে তাতে কিছু এসে যায় না।

দু'টো গাড়ী এল। প্রথম গাড়ীটাকে ডুবার্টি ভিমোরামায় যেতে ইঙ্গিত করে বলল, "চল ১২ এন্।"

"সাইরেন ?"

"না। হ্যাঁ, সহরের মধ্যে সাইরেন বাজাবে। সহর ছাড়িয়ে কেটে দেবে।"

সহর লাইন। সে নিশ্চিত নয় ভিমোরামায় তার এক্তিয়ার আছে কিনা।

গাড়ী দু'টো উচ্চ চীৎকারে ছুটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু শেষ দুই মাইল তারা নীরবে চলল, সাইরেন বাজছিল না, শুধু লাল আলো জ্বলছিল।

কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌছে তারা বুঝতে পারল যে, শব্দ করে না আসার কোন ফল হয় নি। চতুর্দিকে এমন কেউই ছিল না যে তাদের গোলমালে বিব্রত বোধ করতে পারে।

এখানে একটা যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখন তা থেমে গিয়েছে। একটা লম্বা বাহুর লোক কেবিনে গাড়ী ঢোকবার পথের উপর পড়ে আছে। সে তিন স্থানে গুলিবিদ্ধ হয়েছে, দু'বার বুকে একবার মাথায়—সবই পনের বা বিশ গজ সম্মুখ থেকে।

ডান দিকে আর এক দৃশ্য। এক স্ফীত বক্ষের স্বর্ণাভ কেশবিশিষ্ট উলঙ্গ যুবাপুরুষ এক স্বর্ণাভ সুকেশার কোলের উপর মাথা রেখে মরে পড়ে আছে। সেই তরুণী চীৎকার করছিল না, বা কোন কিছুই করছিল না,—শুধু মাটিতে ঘাসের উপর পা' আটকে বসেছিল, আর মৃত ব্যক্তির গালের উপর নিজের হাতের লম্বা ক্ষীণ আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছিল।

ডুঘার্টি তাকে প্রশ্ন করতে চেষ্টা করল, কিন্তু সে কোন সাড়া দিল না। সে সেখানে শুধু বসেই ছিল, কারর দিকে তাকাচ্ছিল না, বা কারুর কথায় কান দিচ্ছিল না। সে একজন পোষাকপরা পুলিশকে বলল, "একটা অ্যাম্বিউল্যান্স ডেকে দিন, তাদেরে বলুন যে, আমাদের একটা মানসিক রোগী আছে—ক্যাটাটনিক।"

এন্‌জেল্ এবং আরও অনেক পোসাকপরা পুলিশ আরও দু'খানা গাড়ী নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

এনজেল বলল, "এসব কি ?"

"আমি জানি না। আমি এইমাত্র এসেছি।"

"তোমার জো এখানে আছে কি ?"

"সেরূপ ত মনে হচ্ছে না। এযাবৎ ত দু'টো মৃত লোক, এবং একটা পাগলকে দেখতে পাচ্ছি।" "তোমার তরুণীকে একটা ব্রেসিয়ার্ বা একটা কোট দেওয়া উচিত ছিল।"

ডুঘার্টি সে দিকে তাকাল, এবং মাথা নাড়ল।

"সে শোকাহত, আমি তাকে বিব্রত করতে চাইনা।"

"এই দু'জন লোকের একজনকে তুমি খুঁজছ, তার নাম যেন কি ?"

"না, আমি যাকে খুঁজচি সে এর চেয়ে কমবয়সী, এর মতই বড় বটে তবে তার চুল কালো।"

ডুঘার্টি জিজ্ঞেস করল, "তার নাম কি ?"

এমন সময় কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা গাড়ীটা পেয়েছি।"

এনজেল্ চেঁচিয়ে জবাব দিল, "গ্রা ফোর্ড ?"

"হ্যাঁ, এই রাস্তার শেষে।"

"টেক্সাসের প্লেট লাগানো ধূসর ফোর্ড"—এনজেল তাকে বলল। হত্যাকারী ছেলে বন্ধুর হবে নিশ্চয়ই।"

"সুতরাং সে এখনও চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

তারা দু'জনে ফোর্ড গাড়ীটার কাছে গেল। আরোহীদের দিকটার দরজা খোলাই ছিল। ডুষার্ট বলল, "বুলেটের গর্ত্তের মত দেখাচ্ছে।"

"তা বটে।"

ডুষার্ট বনের দিকে তাকাল। সেখানে গিয়ে বলল, "আমার মনে হয় একে অন্যকে অনুসরণ করে ধরবার চেষ্টা করছে। আমার মনে হয় না কাউকে দেখতে পাব।"

এনজেল বলল, "পেছনের আসনের দিকে তাকাও। একটা লোকের এতগুলি স্যুটকেস্?"

ডুষার্ট স্যুট্‌কেস্‌গুলির দিকে তাকাল, এবং মৃদু হাসল।

গোয়েন্দা বিভাগের মতে এলেন ক্যানাডের হত্যাকারী একটা এ্যামেচার, পেশাদার খুনী নয়। কিন্তু এই এ্যামেচারটার আসল নাম, পুলিশ বা পার্কারের দলের লোকেরা সংগ্রহ করতে পারল না।

চতুর্থ খণ্ড

॥ এক ॥

নেগ্‌লি যখন গুলি ছুড়তে আরম্ভ করল, পার্কার মত হয়ে আত্মগোপন করল। ব্যাপারটা তার কাছে অর্থহীন মনে হলেও তার তখন অজুহাত শোনার জন্য অপেক্ষা করার সময় ছিল না।

নেগ্‌লি চলমান সব কিছুর দিকেই গুলি করছিল। নেগলি ছাড়াও অপর একজন ছিল কিন্তু পার্কার তাকে চিনত না। নেগ্‌লি তার দিকেও গুলি ছুড়ছিল, এবং লোকটা তখন কেবিনের পেছনে পালিয়ে গেল।

লোকটা কি এলার হত্যাকারী? যে নির্বোধ জাবজটাকে খুঁজে খুঁজে তারা সময় নষ্ট করছে এটা কি সেই লোক?

এটা সেইটাই হবে। অবশেষে তারা খুনীটারই সন্ধান পেয়েছে!

পার্কার চেঁচিয়ে বলল, "নেগলি, ঐ লোকটাকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

নেগলি পার্কারের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে গুলি করল। সে চেঁচিয়ে বলল, "আমি তোমাকেই চাইছি, পার্কার!"

"কেন? তোমার কি হয়েছে?"

"আনি মারা গিয়েছে, তুমি জান কি জারজ?"

নেগলি আবার গুলি ছুড়ল, কিন্তু প্রতিবারেই পার্কার সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। সে একটা কেবিনের পেছনে সরে গিয়ে সোজা ডানদিকে চলে যায়। নেগ্‌লি তাকে যেদিকে দেখতে পায় সেদিকেই গুলি ছোড়ে, পার্কারও সঙ্গে সঙ্গে দিক্ পরিবর্তন করে।

সে কি বলতে চায়? আনি কি মারা গিয়েছে?

যদি সত্যিই আনি মারা গিয়ে থাকে তবে তাতে পার্কারের দোষ কোথায়?

পার্কার আর একটা কেবিন ঘুরে ডান দিকে চলে যায়। এখন চতুর্দিক শান্ত এবং নিস্তব্ধ। নেগ্‌লি গুলি ছোড়া বন্ধ করে ভাবতে সুরু করেছে। সে কোন্ পথে চলেছে?—এইটাই তার কাছে এখন প্রশ্ন। পার্কার যেখানে ছিল সেইখানেই থেমে অপেক্ষা করতে লাগল।

সময় শুধু চলে যেতে লাগল, বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যেতে লাগল নিমেষমধ্যে। এলীর খুন হওয়া এবং টাকা চুরি যাওয়ার সময় থেকে সময় এইরূপই চাতুরী খেলে যাচ্ছে। কখনও দ্রুত চলছে, কখনও ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে ঘন্টা শেষ করতে যেন সপ্তাহ লাগিয়ে দিচ্ছে।

গতরাত্রে এবং আজ সব কিছুই যেন ধীরগতিতে চলছে। সে এবং শেলি ফেকিও, বা ক্লিঙ্গার বা রুদ্‌কে ফোন করে কিছু ব্যবস্থা করার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু প্রতিবারেই তারা বোকা বলে থেমে যাচ্ছে, আসল লোককে ধরতে পারছে না। কিন্তু তবু সে হাল ছাড়ে না, কর্ম্মসূচী বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করে চলে, যদি ক্লান্তিহীন প্রতীক্ষার শেষে আসল লোকের সন্ধান মেলে। শেলির কিন্তু বিরক্তিকর মনে হয়, সে থেমে যায়, বসে পড়ে। কিন্তু পার্কারের বিরতি নেই, নেই তার অবসাদ অতন্ত্র প্রহরীর মত সে খুঁজে বেড়ায় এলীর হত্যাকারীকে।

অবশেষে হত্যাকারীও বোধহয় ভেবে অবাক হচ্ছে যে, তারা তা'হলে তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। এলীর ছাদের উপর পার্কারকে দ্বিতীয়বার মারবার ব্যর্থ চেষ্টার পরে খুনীর আরও বেশী চালাক হওয়া উচিত ছিল এবং তার নিজের প্রয়োজনেই শহর ছেড়েও চলে যাওয়া উচিত ছিল।

সে শহরের বইরে চলে গেলেও তারা তাকে খুঁজত। কিফ্‌কা সকলকেই একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করত এবং আজ হোক কাল হোক তারা তার খোঁজ পেতই। এলীর ছেলে বন্ধুদের নামের তালিকা যাচাই করেই তাকে ধরতে পারা সহজ হত। তালিকা দেখে এক এক জনের বাড়ীতে গিয়ে অনুসন্ধান করে তাকে বাড়ীতে না পেলে তখনই তার উপর সন্দেহ গভীর হ'ত। এইভাবে অগ্রসর হলে অবশিষ্ট সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম জানা কষ্টকর হত না। তাছাড়া এ্যামেচারের নাম এবং সাধারণ বর্ণনা পেলেই যথেষ্ট। কারণ এ্যামেচার একই ধরণে কাজ করে, সে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করে, সে যে কাজ আগে করেছে তা আবার করতে আনন্দ পায়। সে কখনও নতুন ধরণে চেষ্টা করে না বা নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে না।

আসল ছেলে বন্ধুটির সাধারণ বর্ণনা এবং নাম পেলে তার সম্বন্ধে দু'একটা খোস গল্প শুনলেই বোঝা যাবে সে একশত চৌত্রিশ হাজার ডলার কোথায় রেখেছে বা তাদিয়ে কি করেছে।

হয়ত তাকে অনুসরণ করলে সব টাকা ফেরত পাওয়া যেতে পারে।

প্রধান সমস্যা হল, সব কিছুতেই বেশী সময় লেগে যাচ্ছে। এলীর অনেক

ছেলে বন্ধু ছিল, তাদের সকলের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করতে অনেক সময় লাগল। আরও অনেক সময় ব্যয় হল, প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এক একটি নাম কেটে দিতে।

ছোট বব নেগলির জন্য নীরবে অপেক্ষা করা ভুল কারণ সে একজন পেশাদার, সে ভুল করতে অভ্যস্থ নয় এ্যামেচারের জন্য ভুলে অপেক্ষা করলেও বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না।

আবার একটা গুলির শব্দ, ঠিক রাস্তার নিকট পরপর আবার দু'বার গুলির আওয়াজ।

এবার নেগ্‌লির গুলি নয়। এবার এ্যামেচার গুলি ছুড়েছে

নেগ্‌লি এখন চুলোয় যাক, এ্যামেচারই এখন প্রয়োজনীয় বিখ্যাত ব্যক্তি। তাকে আর ছেড়ে দেওয়া যায় না।

পার্কার যত দ্রুত এবং নিঃশব্দে সম্ভব ঘাসের মধ্য দিয়ে কেবিনের প্রান্তদেশ দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। নেগ্‌লি সম্বন্ধে হুসিয়ার হয়ে সে চলছে, কেবিন সমূহের মাঝে মাঝে ঝোপ ঝাড়ের দিকেও সে নজর রাখছে। ভিমোরামার তিনদিকে পাইন বনের মধ্যেও সে নেগ্‌লিকে খুঁজে বেড়াল, কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেল না। হঠাৎ সে এ্যামেচারকে দেখতে পেল সে ঢিল ছুড়ে ছুটে ভিমোরামার বাইরে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল।

পার্কার তার পিছু নিল। একলাফে রাস্তা পেরিয়ে সে এ্যামেচারকে ধাওয়া করল। পেছন থেকে নেগ্‌লি চেঁচিয়ে কি যেন বলছিল কিন্তু পার্কার তা বুঝতে পারল না। গুলির শব্দে ডানদিকের কেবিনের জানালার সার্সি কেঁপে উঠল। পার্কার ঘুরে নেগলির দিকে একটা গুলি ছুড়ল। উদ্দেশ্য তাকে বিভ্রান্ত করা, তাকে হত্যা করা নয়। এখন বেশী প্রয়োজনীয় এ্যামেচার, নেগলি নয়।

এ্যামেচার পেছনে না তাকিয়ে বনের মধ্যে চলে গেল। সে গ্যাস স্টেশন পেরিয়ে গেল। পার্কার এ্যামেচারকে অনুসরণ করল। এবার আর তাকে ছাড়া হবে না—পার্কারের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। নেগ্‌লি এরূপ দ্রুত ছুটে আসতে পারবে না, কাজেই তার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

পার্কার দ্রুত ছুটছে কিন্তু এ্যামেচার দ্রুততর বেগে পালাচ্ছে। রাস্তার পাশের ধূসর রংয়ের ফোর্ড গাড়ীটা এ্যামেচারের। সে গাড়ীর কাছে গিয়ে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল। পার্কার এ্যামেচারের পা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিল কিন্তু তার পায়ে

লাগে নি। পায়ে না লাগলেও সে অত্যন্ত ভয় পেল। ভয়ে সে আর গাড়ীতে বসে থাকতে পারল না, বনের মধ্যে চলে গেল।

পার্কার গাড়ীর কাছে গেল এবং ভেতরে উঁকি মারল। গাড়ীর পেছনের আসনের উপর স্যুটকেসগুলি দেখতে পেল। ঠিক তাদের সেই স্যুটকেসগুলি। সুতরাং অবশেষে সে তাদের হারানো টাকার সন্ধান পেয়েছে।

কিন্তু সে টাকার সম্বন্ধে এখন কিছুই করতে পারল না। কারণ এ্যামেচার এখনও সামনে এবং নেগ্‌লি পেছনে রয়েছে। বামদিকে তাকিয়ে পার্কার দেখল যে, নেগলি পাগলের মত ছুটে আসছে, তার সরু সরু পা দু'টো যেন হাওয়ায় উড়ছে, তার জামাকাপড় ছেঁড়া, মুখশ্রী কালো।

এখন কোন্‌টা আগে। যদি সে নেগ্‌লির পেছনে তাড়া করে তবে এ্যামেচার এসে হয়ত টাকা সমেত গাড়ী নিয়ে পালিয়ে যাবে। আর যদি এ্যামেচারের পিছু লয় তবে হয়ত নেগ্‌লি এসে টাকার বাণ্ডিলগুলি নিয়ে উধাও হয়ে যাবে। ঠিক একই জিনিস হবে।

না, নেগ্‌লি নয়। নেগ্‌লি টাকা নিয়ে না-ও পালাতে পাবে। মনে হয়, এখন আর টাকার প্রতি তার তেমন লোভ নেই ; সে এখন পার্কারকে মারতে চায়। কেন সে এরূপ করে সে বুঝতে পারে না, হয়ত পরে বুঝতে পাববে।

এ্যামেচারকেই আগে ঘায়েল করতে হবে।

গাড়ীর পেছনের আসনের উপর টাকার স্যুটকেস, কোন আহাম্মকে আগে তাড়া করা, এই সবকিছু ঠিক করতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল। তার মনে হল, এ্যামেচার বোধহয় এখন জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার হয়ত টাকার কথা মনেও নেই।

পার্কার তাকেই অনুসরণ করল।

ভিমোরামা থেকে কিছুদূরে বনের মধ্যে এগিয়ে বন আরও ঘন এবং পথ চলা অসুবিধাজনক। পাইন গাছের মাঝে মাঝে বার্চ ও ম্যাপেল গাছ এমনভাবে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে যে, পাশ কাটিয়েও যাওয়ার উপায় নেই। ছায়াচ্ছন্ন বনের নিস্তব্ধতায় গা' ছম্ ছম্ করে। লতাপাতা-কাঁটা-ঘেরা ঝোপঝাড় পথ চলা একদম দুঃসাধ্য করে তুলেছে। তারা যেন পার্কারকে পথ চলতে দেবে না। তারা অবশ্য এ্যামেচারকেও পথ চলতে দিতে চাইছে না। তার সম্মুখে তারা আরও বেশী বাধার সৃষ্টি করছে।

এ্যামেচারের অল্প পেছনেই রয়েছে পার্কার। প্রথম দুইবারের মত এবার সে

তাকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। এ্যামেচার ছুটছে আর তার পেছনে পার্কার ছুটছে, ধরতে পারলেই পার্কার তাকে হত্যা করবে।

ক্রমে বনভূমি ঢালু হতে আরম্ভ করল। গাছের সারিও পাতলা হতে শুরু করেছে কিন্তু ঝোপগুলি আরও বড় হয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। খাওয়ার অযোগ্য উজ্জ্বল লাল জাম পেকে রয়েছে গাছ ভর্ত্তি হয়ে। বনের রং সম্পূর্ণ কালো, তার মধ্যে বার্চ্চ গাছের সাদা গুঁড়িগুলিকে কালো কাপড়ের উপর সাদা ডোরার মত মনে হচ্ছে।

পার্কার অগ্রসর হতে না পেরে থমকে দাঁড়ালো। সামনে দেখতে পেল এ্যামেচার পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে এগোচ্ছে। মাঝে মাঝে পার্কার তাকে স্পষ্ট দেখতে পায় কিন্তু গুলির তাক করে না। সে ভাবে, সমতলভূমিতে গেলে তাকে গুলি করা সহজ হবে। পার্কারের ধারণা সে এ্যামেচারকে ধরতে পারবেই। এইজন্য একসময় সে থেমে গেল এবং নেগলির অনুসন্ধান করতে লাগল। সে ভেবেছিল যে, দেরি হলেও নেগলি ঠিক এসে হাজির হবে।

কিন্তু কোন শব্দ পাওয়া গেল না।

পার্কার ভ্রূকুটি করে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল। সে বুঝতে পারল যে, নেগলি ভুল পথে গিয়েছে, সেখানে ভয় পাওয়া গরুর মত সে হয়ত ছুটে বেড়াচ্ছে, কিন্তু উঁচু রাস্তার পেছনের দিকে অখণ্ড নীরবতা।

একটা গুলির শব্দ এই নীরবতা ভঙ্গ করল। পার্কারের মাথার পাশে গাছের উপর কি যেন একটা এসে আছড়ে পড়ল।

এই দ্বিতীয়বার ডানদিকে নেগলি গুলি চালালো। নেগলি পার্কারকে দেখতে পেলেই গুলি চালাবে এ তো জানা কথা।

কিন্তু সে আরও ধীরে ধীরে পেছন দিকে সরে গেল, কারণ তার ভয় হল, পাছে সে ঝোপের মধ্যে আটকে পড়ে।

নেগলি দ্বিতীয়বার গুলি করার পূর্বেই পার্কার এ্যামেচারকে অনুসরণ করতে ফিরে গেল।

এই কয়েক সেকেণ্ডের বিরতিতে সে খেই হারিয়ে ফেলল। কিন্তু তাতে কোন অসুবিধা হবে না, শেষ রক্ষা কোনক্রমে হবেই।

তার উপরের কোটটা বড়ই বিরক্তিকর, গাছের ডালপালায় আটকে যায়, তার গতি শ্লথ করে দেয়। সে আবার থামল, পিস্তলটা পাজামার পকেটে স্থানান্তরিত করল এবং উপরের কোটটা খুলে নিয়ে ঝোপের উপর ফেলে দিল।

এলোমেলো গাছ এবং ঝোপ হঠাৎ যেন থেমে গেছে। এখানে বনভূমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একটি সরলরেখায় ঘাসগুলি কে যেন কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিয়েছে। এখানে বনভূমির সৌন্দর্য্য অপূর্ব।

কিনারার অপরপ্রান্তে বন, কালো, লাল এবং সবুজ, বার্চ্চ এবং ম্যাপেলের ডোরাকাটা। নীচে ঘন ঝোপের আস্তরণ। অপরদিকে শুকনো শক্ত মাটি, ঠিক চাঁদের মত এলোমেলো পাহাড়ের সমারোহ যেন। এখানে ওখানে আঁকা-বাঁকা পথের দৌরাত্ম্য। এখানে কিছুই জন্মে না।

উপরদিকে তাকিয়ে পার্কার সহজেই ইহার কারণ বুঝতে পারল। তার সম্মুখে হয়ত যাট গজ দূরে এই অনুর্ব্বর জমিতে সু বিশাল অট্টালিকা দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। তারই অদূরে প্রস্তুতকারক কোম্পানির নানা সরঞ্জাম ক্রেনের মত আকাশে মাথা তুলে যেন চাঁদকে ধরে আনার চেষ্টায় ব্যস্ত। জমির এই শুষ্কতা ও অনুর্ব্বরতার কারণ বুলডজারের কারুণ্য। প্রস্তুতকারক কোম্পানি অট্টালিকার ভিৎ তৈরীর সময় জমির এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করে থাকে। পরে অবশ্য আবার এখানে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির চেষ্টা হবে এবং লতাগুল্ম জন্মাবে কিন্তু তার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অকৃপণ সজীবতা থাকবে কি?

অট্টালিকা তৈরী সম্পূর্ণ হয় নি তা বোঝা যাচ্ছিল কিন্তু আশেপাশে কোন লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই কেন? পার্কারের ধারণা তারা হয়ত ধর্মঘট করে বাড়ীতে বসে আছে।

কিন্তু অট্টালিকা সম্বন্ধে পার্কারের কোন ঔৎসুক্য বা মাথাব্যথা নেই, তার শুধু ভয় হচ্ছে যদি এ্যামেচার ঐ বাড়ীর কোন একটা ঘরে লুকিয়ে পড়ে বা ঐ বাড়ীর পেছন দিয়ে বড় রাস্তা ধরে লোকালয়ে মিশে যায় তবে আর তাকে ধরা সম্ভব হবে না।

কিন্তু সে তা করল না।

সে অট্টালিকারি কাছাকাছি গিয়ে ছুটতে লাগল। পার্কার তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল, কিন্তু অদ্ভুতভাবে পাশ কাটিয়ে বেঁচে গেল সে আবার জোরে ছুটতে লাগল, ধুলা উড়িয়ে চতুর্দ্দিক ঢেকে দিয়ে সে ছুটছে পার্কার আবার গুলি করল, এবারে বাঁ-দিক ঘেঁসে, একটু নীচু হয়ে। কিন্তু এ্যামেচার নীচু হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল, তার উপর দিয়ে ধুলির ঝড় বয়ে গেল কিন্তু সে উঠল না। কোন হাওয়া নেই, অথচ ধুলির ঝড়। কিছুক্ষণ পরে সব পরিষ্কার হয়ে গেল, ধুলোর স্তূপ তার উপরে স্থিতি লাভ করল। কিন্তু তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

এখন নেগলিকে খুঁজতে হবে। পার্কার ভাবছে, এখন সে নেগলিকে তাড়া করবে। কিন্তু এ্যামেচারের কি হল, সে কিন্তু সঠিক বুঝতে পারল না। গুলিটা কি তাকে বিদ্ধ করেছে? হয়ত করে নি। হয়ত এ্যামেচার ভান করে মাটিতে পড়ে রয়েছে পার্কারকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য; এরূপ যখন সে চিন্তা করছে তখন হঠাৎ একটা গুলি এসে তার ডান কানের নিম্নভাগ ছিন্ন করল। এটা যে নেগলির গুলি তাতে পার্কারের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

। দুই ।

চারিদিকে নিঝুম নৈঃশব্দ্য ।

পার্কার মাটিতে হামাগুঁড়ি দিয়ে ম্যাপেল গাছের পাশ দিয়ে ঘন ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। এখানে সে নেগলির জন্য অপেক্ষা করবে। তার পেছনে ৫।৬ ফুট দূরে বনের প্রান্তদেশ, তারপরে নীরস কঠিন মাটি এবং তারও কিছু পরে হলুদ রঙের বিশাল অট্টালিকা ম্লান সূর্য্যালোকের মধ্যে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে এখন দারুণ শীত। সে তার উপরের কোটটাকে ফেলে দিয়েছে ছুটতে সুবিধে হবে বলে, কিন্তু এখন তো সে আর ছুটছে না। এখন তার মনে হচ্ছে যে, শীত যেন তার হাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ছে।

পাঁচ মিনিট আগে নেগলির গুলি পার্কারের কানে রক্তপাত ঘটিয়েছে। পার্কার সতক হয়ে আত্মগোপন করে বেঁচে গেছে। এখন সে এখানে ওৎ পেতে বসে আছে। নেগলিকে দেখতে পেলেই তাকে গুলি করে মারবে। তার উপর সর্বাগ্রে ঝাপিয়ে পড়বে।

হয়ত নেগলিও আগেই পার্কারের উপর ঝাপিয়ে পড়তে পারে। সেও পার্কারের মতই কৌশলী। কিন্তু নেগলি এখন আবেগচালিত। আবেগচালিত ব্যক্তি কখনও একজন স্থিতধী লোকের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। কাজেই নেগলিক পার্কারের কাছে হার স্বীকার করতেই হবে। পার্কার এখন সেই সুযোগের ভরসাতেই বসে আছে।

কিন্তু পার্কার এখনও স্থির করতে পারেনি, সে নেগ্লিকে হত্যা করতে চায় কিনা। যদি আর্নি ফেকিও ঠিকই মারা গিয়ে থাকে তবে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং পার্কার সে সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তার নিজের মঙ্গলের জন্যই তাদের খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন এবং একমাত্র নেগলি তাকে সঠিক খবর দিতে পারে।

সমস্ত কার্য্যক্রমটাই তিক্ত হয়ে গিয়েছে তা' সে ভালই জানত। স্টেডিয়ামের কাজটা তাদের কাছে মিষ্টই ছিল এবং সে যতগুলি ডাকাতিতে যোগ দিয়েছে তার মধ্যে এটা সুমিষ্টতম ছিল। ডাকাতিব পরে তিনদিন ঐ রূপই ছিল। কিন্তু

সবই নষ্ট হয়ে গেল। ঐ এ্যামেচার জারজটার জন্যই তাদের সব কিছু নষ্ট হয়ে গেল। তাদের দল ভেঙ্গে গেল, তাদের সুখের ঘরে আগুন লাগল।

শেলি মারা গিয়েছে। যদি নেগলির গল্প সত্যি হয় তবে ফেকিও ও মারা গিয়েছে। নেগলিও মারা যেতে বসেছে। সাতজনের মধ্যে তিনজনই মৃত বা শীঘ্রই মৃত হবে।

পাতার মচ্ মচ শব্দ হ'ল।

হঠাৎ পার্কার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। শব্দটা আসছিল বনের অভ্যন্তর থেকে, খোলা মাঠের অনেক দূর থেকে। তাহলে এতক্ষণ তারা পরস্পর পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছিল, অথচ কেহই তা টের পায়নি। উভয়ই নিজ নিজ ডান দিকে ঘুরে বনের পথ পরিক্রমা করছিল।

যদি সে বনের কিনারের দিকে চলে যায় এবং বামে ধোরে তবে সে নেগলির পেছনে পড়তে পারে। সেই সুযোগে সে নেগলিকে তাড়া করে কাবু করে ফেলতে পারে, বা তার অনেক কাছে এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ছলে তাকে নিরস্ত্র করে ফেলতে পারে।

চেষ্টা করে দেখা ভাল।

পার্কার বামে ঘুরল ; সতর্কভাবে মন্থর গতিতে সে নেকড়ে বাঘের মত এগিয়ে চলল। "পার্কার!"

পার্কার থামল। একই জায়গা থেকে ডাক আসছিল। নেগলি সেই থেকে নড়েনি। পার্কার কিছু বলল না, সে অপেক্ষা করতে লাগল।

"পার্কার, তুমি সব কিছু ভুল করেছ।"

সে তখনও অপেক্ষা করে রইল।

"তুমি কি আমার কথা শুনছ? ওহে নির্বোধ বদমাস, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?"

তখনও পার্কার নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

ক্রমে নেগলির স্বর কর্কশ হল, তার কথা একটার সহিত অপরটা জড়িয়ে যেতে লাগল। সে চেঁচিয়ে বলল, "তুমি কি এবিষয়ে শুনতে চাও, মূর্খ জারজ?"

এইবারে নেগলির গলা শুনেই পার্কার চলতে শুরু করল। কিন্তু কোন সাড়া দিল না, কারণ নেগলির গভীর গর্জ্জনে পার্কারের সকল কথা ডুবে যেত। সে নিজের পরিকল্পনামত বনের প্রান্তে চলে গেল এবং সেখান থেকে ঘুরে নেগলির

পেছনে পড়তে চেষ্টা করল। নেগলির কথা শুনলে সে চলত এবং নেগলি নীরব হলে সে থেমে যেত।

নেগলি চেঁচিয়ে বলল, "তুমি টাকা হারালে,—এটা তোমার প্রথম অপরাধ। তুমি ঘর ছেড়ে চলে গেলে, টাকার উপর নজর রাখার জন্য কাউকে রেখে গেলেনা। একটা লোক এল আর টাকা নিয়ে চলে গেল, ওহে নির্ব্বোধ, লোকটা এল আর অনায়াসে টাকা নিয়ে চলে গেল!

পার্কার থামল। সে এখন বনের প্রান্তে। নেগলির কথা বলার সময় থেকে শুরু করে সে এ পর্য্যন্ত সাত ফুট হেঁটেছে।

এটা খুবই হাস্যকর। নেগলি পার্কারের নির্ব্বুদ্ধিতা নিয়ে চীৎকার করছিল, আর প্রতি কথায় তাকে মেরে ফেলছিল।

"তুমি পুলিশের কাছে গিয়েছিলে।" নেগলি চীৎকার করল এবং পার্কার আবার চলতে শুরু করল।

"তুমি পুলিশের কাছ থেকে নামের তালিকা নিয়েছিলে, পুলিশ কি করবে তুমি ভেবেছিলে? আমার কথা শোন পার্কার, পুলিশ তোমার কি সুবিধা করবে তুমি ভেবেছিলে?"

তারা উভয়ে থামল।

"পুলিশ ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান চালাল। পুলিশ বাইরে থেকে তোমাকে দেখছিল না পার্কার, তারা ঘরের মধ্যে সাদা পোষাকের পুলিশ পাহারা রেখেছিল।"

পার্কার ভ্রূকুটি করল এবং শুয়ে পড়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে লাগল।

উদ্দেশ্য ভিন্ন থাকলেও অবস্থা অবশ্য সেইরূপই দাঁড়িয়েছিল। গোয়েন্দা ডুবাটির এইরূপ ধারণা হয়েছিল যে, স্টেডিয়াম ডাকাতিতে উক্ত তালিকার সকলেই ছিল এবং পার্কার ছিল দলের নেতা। কাজেই ডুবাটি বাইরে থেকে সাদা পোষাকের পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করেছিল। তার অবশ্য এটাও বিশ্বাস ছিল যে, পার্কার দলের সকলের কাছেই খোঁজ খবর নেবে এবং সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করবে। পুলিশের উপর একরূপও নির্দ্দেশ ছিল যে, পার্কারকে শুধু অন্তরাল থেকে পাহারা দিতে হবে। সে কোথায় কখন যায় এবং কখন কি করে এই সকলের হদিশ রাখতে হবে।

পরিকল্পনার ভিত্তি সেইটাই ছিল। এজন্য পার্কার ছাড়া অন্য সকলের পক্ষে ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা সহজ ছিল।

কেন? সে কোথায় ভুল করেছে? ডুঘাটি কি তার চেয়ে বেশী চালাক না বেশী বোকা?

নেগলি আবার চীৎকার করে উঠল, "পুলিশ আর্নিকে ধরল, তাকে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করতেই তারা আর্নিকে মেরে ফেলল। তুমি শুনতে পাচ্ছ, পচা দরজা?"

পার্কার তার কথা শুনল। সে অনেক নীচের দিকে নেমে গিয়েছিল। এখনও নেগলির স্বর পেছন দিক থেকেই আসছিল। সে কোনক্রমে নেগলির পেছনে পড়তে সমর্থ হল এবং ঘুরে দাঁড়িয়ে তার পরবর্ত্তী কথার পূর্ব্বেই ঝোপের মধ্যে আবার আত্মগোপন করতে সক্ষম হল।

"পার্কার! আর্নি মারা গিয়েছে। হৃদয়হীন নরক, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না আমি কি বলছি? আমি বলছি, আর্নি মারা গিয়েছে!"

খুব কাছে পার্কার থেমে গেল। তার বাঁ হাত একটা বার্চ্চ গাছের উপর এবং ডান হাতে স্বয়ংক্রিয় বন্দুক। ছোট কল্ট রিভলভারটা এখনও তার পাজামার পকেটে, সেটা একদমই ব্যবহার করা হয়নি।

"সে কিফকাকে হত্যা করেছে, তুমি তা জান কি? ওহে পশু, সে শুধু তোমার শয্যাসঙ্গিনী মেয়েটাকেই হত্যা করেনি, সে কিফকাকেও হত্যা করেছে। হ্যাঁ, সে কিফকাকে আজই, এই মাত্র হত্যা করেছে।"

কিফকা? তবে আর রইল কে?

শেলি মৃত, ফোকিও মৃত, নেগলি মৃত্যুপথযাত্রী, কিফকা মৃত। যদি পুলিশ ঘরের ভেতরে অনুসন্ধান করে তবে তারা ক্লিঙ্গার এবং রুদকে পাবে।

আর কেউ রইল না।

একমাত্র পার্কার অবশিষ্ট আছে। পার্কার এবং একটা শব। শবটা এখনও চীৎকার করছে, কারণ সে এখনও জানে না যে, সে একটা শব।

"কিফকার মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী, পার্কার। তুমি আর্নিকে হত্যা করেছ। আর্নির মৃত্যুর জন্য বন্দুকের ট্রিগার যেন তুমিই টেনেছ, পার্কার! তুমি আর্নিকে মেরেছ কিফকাকে মেরেছ এবং আমি এখন তোমাকে মারব।"

তারা থামল। নেগলি এখন আর দশফুটের বেশী দূরে নেই। মাটিতে লুটিয়ে অপেক্ষা করে পার্কার ঝোপের ফাঁক দিয়ে নেগলিকে দেখতে পেল। তার খাটো স্যুটের উপর সে উটের লোমের একটা কোট পরেছিল। সবুজ বনানীর

প্রচ্ছদপটে তার কোটটা বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু এখনও সময় হয়নি, এখনও সে তত কাছে আসেনি।

এবারের অপেক্ষার সময় দীর্ঘতর হল এবং অবশেষে নেগলি আবার বক্তৃতা শুরু করল। কিন্তু এবারের স্বরে অনেক পার্থক্য ছিল। এবারে তাকে অনেক ক্রোধহীন, নিজের সম্বন্ধে অনেক কম নিশ্চিত মনে হল।

"পার্কার? পার্কার? কোথায় তুমি, নরক?"

এক ফুট কাছে এগিয়ে এল, এবারে দু'ফুট কাছে এল।

"ওহে জারজ, তুমি কি পালিয়ে যাচ্ছ? ওহে কাপুরুষ? ওহে নির্বোধ, তুমি কোথায়?"

নেগলি আরও কাছে এগিয়ে এল।

"তুমি পুরুষের মত যুদ্ধ কর না কেন?"

হঠাৎ গাছের অনেকগুলি পাতা ঝরে পড়ল। এবারে নেগলির সম্পূর্ণ শরীরটা দেখা গেল। সে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে, তার পশ্চাৎ-ভাগ পার্কারের সম্মুখে। সে এখন পার্কার থেকে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে।

"তুমি পুরুষের মত যুদ্ধ করনা কেন?"

পার্কার তার মাথার পেছনদিকে গুলি করল।

॥ তিন ॥

গাড়ীটার চতুর্দ্দিকে পুলিশ। পার্কার সেখানে পাইন গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। তার দৃষ্টি ছিল ধূসর ফোর্ড গাড়ীটাব দিকে। ডুঘার্টি, একজন সাদা পোষাকের পুলিশ ও আরও ৩'৪ জন পোষাকপরা পুলিশ সে দেখতে পেল।

সে নেগলিকে তাড়া করে যে পথে গিয়েছিল সেই পথেই আবার ফিরে এল। সে তার উপরের কোটটা ফেলে দিয়েছিল, সেটা আবার কুড়িয়ে নিয়ে পরল, এবং জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার সময় সে গায়ের ধুলো ঝেড়ে, বার্চ ও ম্যাপেল গাছের ডাল-পাতা দিয়ে হাত পায়ের কাদা ও মাটিব দাগ পরিষ্কার করে অনেকটা পরিচ্ছন্ন ও ভদ্রস্থ হল। সে তার দু'টো পিস্তল পাইন গাছের নীচে হাল্কা মাটিতে পুঁতে রাখল, কারণ এতে আর তার প্রয়োজন নেই। পাইন গাছের জঙ্গল থেকে সে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল এবং দেখল, তখনও গাড়ীটার আশেপাশে পুলিশ।

সে অনেক সময় নষ্ট করেছে। যদি এ্যামেচারের জন্য হত তবে কোন কথা ছিল না কিন্তু নেগলিকে ঘায়েল করতেই তার অনেক সময় কেটে গেল। পাঁচ মিনিট সময় পেলেই পার্কার বেরিয়ে এসে স্যুট্‌কেস্ ভর্তি টাকা সমেত ফোর্ড গাড়ীটা নিয়ে চলে যেতে পারত।

কিন্তু এখন আর সে সুযোগ নেই। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেল যে, ডুঘার্টি এবং অন্যান্য পুলিশের লোকেরা ফোর্ড গাড়ী থেকে স্যুট্‌কেস নামিয়ে দেখছে যে, তাতে টাকার বাণ্ডিল থরে থরে সাজানো রয়েছে। খোলা স্যুট্‌কেসের দিকে তাকিয়ে পুলিশেরা অবাক বিস্ময়ে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে, কিন্তু পার্কার দূর থেকে কিছুই শুনতে পেল না। ডুঘার্টি আবার জঙ্গলের দিকে তাকাল, পার্কার যেদিকে ছিল সে সেইদিকেই তাকিয়ে কি যেন আবার বলল। কিন্তু এবারেও পার্কার কিছুই শুনতে পেল না। অপর পুলিশেরাও জঙ্গলের দিকে তাকাল এবং মাথা নাড়ল। ডুঘার্টি ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

পার্কার এক মিনিট অপেক্ষা করল। পুলিশেরা আবার দ্বিতীয় স্যুট্‌কেস্ খুলল, কিন্তু তাতে শুধু জামাকাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। তারা

পরে অপর স্যুট্‌কেস্ খুলল, এতে-ও টাকার বাণ্ডিল থরে থরে সাজানো। স্টেডিয়াম্ ডাকাতির সব টাকাই উহাতে ছিল। সবই পুলিশ হস্তগত করল এবং সবকিছুই শেষ হয়ে গেল।

এমন একটা মিষ্টি ব্যাপার যে এরূপ তিক্ততায় পর্য্যবসিত হতে পারে তা কেউ কোনদিন কল্পনাও করেনি।

এখন একমাত্র উপায় পালিয়ে যাওয়া। ব্যাপারটা এত তিক্ত হয়েছে যে, কোনরূপ আত্মরক্ষা করাই একমাত্র পন্থা।

এ্যামেচারের পথই ভাল পথ। বনের মধ্য দিয়ে, নির্ম্মিয়মান অট্টালিকার পাশ দিয়ে, ওধারে যে রাস্তা পাওয়া যায় তা' ধরে, একদম সহরের বাইরে চলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। এ-দিক দিয়ে আর সহরে প্রবেশ করা মোটেই নিরাপদ নয়।

পার্কারের কাছে যৎসামান্য টাকা আছে। এখান থেকে বাইরে চলে যেতে পারা যায় তার সাহায্যে।

সে এক মিনিট চিন্তা করল। বন্দুক দু'টো কোথায় পুঁতে রেখেছে একবার ভাবল। কিন্তু বন্দুক না নিয়ে যাওয়াই নিরাপদ। তার এখন পালিয়ে বেড়ানই করণীয়, কারণ পুলিশের সঙ্গে বন্দুকের লড়াই করা মূর্খের কাজ।

পূর্ব্বের পথেই সে চলতে আরম্ভ করল, এবারে কেউ তার সামনে বা পেছনে নেই। পার্কারের পশ্চাতে সূর্য্য তখন পাইন গাছের আড়ালে চলে গিয়েছে। চতুর্দিক থেকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে কিন্তু তবু পথ চলার মত যথেষ্ট আলো আছে।

॥ চার ॥

এ্যামেচার চলে গিয়েছে।

বনের প্রান্তে এসে পার্কার থামল, প্রথমটায় তার বিশ্বাস হল না যে, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। বনের লম্বা ছায়া যাদুকরীর আঙ্গুলের মত তাকে অনুসরণ করে ফিরছে। অনুর্ব্বর খোলা জায়গায় যেখানে সুবিশাল অট্টালিকা শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সেখানেও গোধূলির স্তিমিত আলোকে সৌধের সুবিশাল ছায়া দৈত্যের মত সমভূমিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সমগ্র ছায়ালোক কি তাকে অনুসরণ করছে ?

পার্কার ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল। যেখানে এ্যামেচার পড়েছিল এবং তার উপরে ধুলোবালি পড়েছিল এখন সেখানে কেহ নাই, কিছু নেই। কোথাও কেহ নেই বা কিছু নেই।

তাহলে দ্বিতীয় গুলিটা কোন কাজই করে নি। এটা ভাল মনে হয়েছিল, কিন্তু সামান্য আঘাত হানতে পেরেছে হয়ত। হয়ত আঘাতেব ফলে সে কিছুক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে থাকতে পারে, পরে হামাগুঁড়ি দিয়ে বা হেঁটে চলে গিয়েছে।

কোন্ পথে ? কোন পথে এ্যামেচার গিয়েছে ? সে আবার ফিরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়েছে, না অট্টালিকার পাশ দিয়ে অন্য রাস্তা ধরে চলে গিয়েছে ?

সামনে। এ্যামেচার সামনেই এগি গিয়েছে। সোজাসুজিয়ে আক্রমণ করতে পারে। যাই হোক না কেন, সে সামনেই এগিয়ে যাবে, এইটাই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু তবু অনেক প্রশ্ন আছে। সব কিছুই নির্ভর করছে সে কতটা আঘাত পেয়েছিল তার উপর। আঘাত পেয়ে সে কতক্ষণ সেখানে পড়েছিল ? হয়ত আঘাত গুরুতর হয়েছিল। হয়ত আঘাত সামান্য ছিল, যার ফলে সে উঠে অনায়াসে চলে গিয়েছে। যদি আঘাত তেমন গুরুতর হত তবে সে অট্টালিকার আশেপাশে যে কোন স্থানে অবশ্যই পড়ে থাকত। আর তেমন সাংঘাতিক আঘাত পেয়ে থাকলে সে অবশ্যই মারা যেত, সেক্ষেত্রেও তাকে বা তার শবদেহকে অট্টালিকার কাছাকাছি কোন না কোন স্থানে দেখা যেত। হয়ত আঘাত অতি সামান্যই ছিল, সে হেঁটেই চলে গিয়েছে অন্যত্র।

বনের সীমান্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পার্কার নিজের বন্দুক দু'টোকে মাটিতে পুঁতে

রাখার জন্য দুঃখ করতে লাগল। অবশ্য তখনও সে ধারণা করতে পারে নি, শীঘ্রই তার আবার বন্দুকের প্রয়োজন হবে।

পার্কার আবার বনের মধ্যে চলে গেল। ঘন ঝোপ ও কাঁটার মধ্যে নেগলির মৃতদেহ পড়ে আছে। তার পাশেই রয়েছে ছোট বেরেট্টা।

পার্কার কুড়িয়ে নিয়ে ক্লিপ ভাঙ্গল। ইহা ছয় গুলির ২৫ ব্যাসের স্বয়ংক্রিয় বন্দুক। নেগলি ইতিমধ্যে ইহার পাঁচটি কার্ত্তুজ খরচ করেছে। পার্কার নেগলির মৃতদেহটা কাঁটা থেকে সরিয়ে রাখল এবং তার জামাকাপড়ের মধ্যে খুঁজে আর কোন কার্ত্তুজ পেল না। বন্দুকটা পকেটে নিল।

নিরেট বোকা!

পার্কার হেঁটে আবার অট্টালিকা সংলগ্ন সমভূমিতে এল। অট্টালিকাটা ইতিমধ্যেই বিশ তলা তৈরী হয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে যতখানি তৈরী হয়েছে আরও ততখানি কি তার চেয়েও কিছু বেশী তৈরী হয় হবে। অট্টালিকার পাশে ক্রেন্ এবং কপিকলগুলির দড়িকে দৈত্যের চুলের মত দেখাচ্ছিল। অট্টালিকার প্রথম সাত আট তলার জানালা থেকে সূর্য্যরশ্মি তুষার কণার মত চিক চিক করছিল। তার উপরের তলাগুলিতে জানালায় তখনও কাচ বসানো হয় নি।

এ্যামেচার তার মধ্যে থাকতে পাবে। সে ভেতরে ইঁট এবং কাচের স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে, অথবা সে এ দম এই এলাকা ছেড়ে চলে গিয়ে থাকতে পারে।

পার্কার এ্যামেচারকে চায়। সে জারজটাকে ঠিক সেইভাবে চায় যেভাবে নেগলি পার্কারকে চেয়েছিল। ইহার কোন অর্থ নেই ঠিকই, কিন্তু তবু এ্যামেচারকে জীবিত থাকতে দেওয়া চলে না।

এই অ্যামেচারই সমস্ত ব্যাপারটাকে তিক্ত করে দিয়েছে। বিনা কারণে এলীকে হত্যা করে, টাকা চুরি করে, সে তাদের এমন মধুর কার্য্যটাকে সম্পূর্ণ বিস্বাদ করে দিয়েছে! বিষিয়ে দিয়েছে তাদের মনমেজাজ। এ্যামেচারের বেঁচে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। সে সকলের অসুবিধা সৃষ্ট করবে এবং পুলিশের নজর আকর্ষণ করবে।

যদি তাকে হত্যা করে কোন লাভ নেই, তবু পার্কার তাকে হত্যা করবেই। এই জারজটাকে জীবিত রেখে পার্কার চলে যেতে পারে না।

তার অর্থ এই নয় যে, পার্কার তাকে অন্যায়ভাবে মারতে চায়। তাকে মারা উচিত, কারণ সে এলীকে মেরেছে, মুরেকে মেরেছে এবং তাকেও মারবার

চেষ্টা করেছে অনেকবার। কিন্তু নেগলি পার্কারকে মারতে চেয়েছিল মূর্খের মত। কারণ যে ব্যাপারের জন্য পার্কারকে ন্যায়তঃ দায়ী করা চলে না, নেগলি তাকে সেই জন্যই দায়ী করেছিল।

খুব শীঘ্রই রাত হবে এবং সেটা মোটেই শুভ নয় কারণ রাত হলে এ্যামেচারের পক্ষে সুবিধা হবে এবং সে পার্কারের গতিবিধিতে বাধা দেবে। যদি কিছু করতে হয় তবে এখনই করা দরকার।

সে অনুর্ব্বর সমভূমি থেকে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে সে অট্টালিকাকে ভাল করে নিরীক্ষণ করল। যদি এ্যামেচার এই বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে অপেক্ষায় থেকে থাকে, যদি সে পার্কারকে দেখতে পেয়ে একটা গুলি ছোড়ে, গুলি করলে অবশ্য পার্কার জানতে পারবে যে, এ্যামেচার কোথায় আছে। তবে পার্কার আশা করে এ্যামাচারের প্রথম গুলিটা যেন ব্যর্থ হয়।

কিন্তু কোন গুলি এল না। সে সমস্ত অনুর্ব্বর ভূমি পার হয়ে অট্টালিকার কাছে গেল কিন্তু তবু কোন সাড়াশব্দ নেই। সর্বত্র নিস্তব্ধ।

পার্কার অট্টালিকার পেছন দিকে গেল। কোথাও কোন শব্দ নেই। দরজা জানালা সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। কতগুলি অট্টালিকায় লাগানো হয়েছে, কতগুলি ধাতদরজা লাগানো রয়েছে নীচের তলায়। দূরে দিগচক্রবালে লাল গোলকের মত সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ছে। এখানে সেখানে চূর্ণ করা হয়েছে। এরূপ বড় বাড়ীর প্রয়োজনীয় সব কিছুই জড় করা আছে কিন্তু এখনও তাদেরে যথাস্থানে সংস্থাপন করা হয় নি।

কোন শব্দ নেই, কোন গতিবিধি নেই।

কিন্তু উপরে একটা জানালা ভেঙ্গে গিয়েছিল। এগুলি ছিল স্থায়ী জানালা একদম আবদ্ধ করা, কোনরূপে খোলবার উপায় নেই। অর্থাৎ বাড়ীটা হবে শীততাপনিয়ন্ত্রিত। ডানদিকের উপরে এইরূপ একটা জানালা ভেঙ্গে গিয়েছিল, এবং কাচের গুঁড়ো এ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম থেকে ঝুলে পড়ছিল।

কাজেই একটা লোক কোনরূপ আঘাত না পেয়ে ঐ ভাঙ্গা জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে।

খচ্ করে একটা শব্দ শুনে পার্কার উপরের দিকে তাকাল।

ভৌতিক আকাশযানের মত ঝিকমিক করতে করতে একটা কাচের খণ্ড হিস্ হিস্ শব্দে পার্কারের দিকে পড়ল। তুষারের প্রতিফলনের ন্যায় আলোর ঝিকিমিকি দেখা দিল।

পার্কার লাফিয়ে দূরে সরে গেল। শুকনো কাঠভাঙ্গার শব্দের ন্যায় শব্দ করে কাচের খণ্ডটা মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চতুর্দ্দিকে স্ফটিকের মত ছড়িয়ে পড়ল। রূপালি ত্রিভুজগুলি শব্দ করে একতলার জানালার উপর পড়ল। কাচের ক্ষুদ্র পিরামিডগুলি পার্কারের চোয়ালে এবং ডান হাতের পেছনে পড়ল।

সে উপরের দিকে তাকাল। আকারহীন, বৈচিত্র্যহীণ দেওয়াল, নীচের তলার রক্তের মত লাল জানালায় সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হচ্ছিল। দেওয়ালের হলদে ইট গোলাপী রঙে রঞ্জিত।

এ্যামেচার উপরের একটা তলায় ছিল, যেখানে কাচ আবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

পার্কার উপরের দিকে তাকাতেই একটা সরু জিহ্বার ভূত যেন ঝিকিমিকি দিয়ে বেরিয়ে এল। ইহা বাঁকা হয়ে দেওয়াল থেকে নীচে পড়ে গেল। অপর একটা কাচের খণ্ড তিন ফুট চওড়া, চারফুট লম্বা এবং ½ ইঞ্চি পুরু। পড়ে গিয়ে খণ্ডটা অদৃশ্য তরবারির মত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

পার্কার নত হয়ে সেই ভাঙ্গা জানালা দিয়ে অট্টালিকার মধ্যে ঢুকল যে জানালাটা এ্যামেচার ভেঙ্গে ফেলেছিল। তার পেছনে আর একটা কাচের বৃহৎ খণ্ড সঙ্গীতের ছন্দে ভেঙ্গে পড়ল।

পার্কার যে ঘরে ঢুকল সেটা একটা স্টোর-রুম হবে, ভেতরের দেওয়ালগুলি নীল-ধুসর রঙে রং করা। একটা ধাতব দরজা এক কোণে লাগানো।

পার্কার সতর্কতার সহিত চলাফেরা করতে লাগল। যদিও অকিঞ্চিতকর তবু বেরেট্টা তার হাতেই ছিল। বারান্দা দিয়ে বাঁ দিকে গিয়ে সে দেখল, বড় বড় গর্ত্ত, হয়ত ওখানে লিফট্ বসান হবে। বিপরীত দিকের আর একট ধাতুর দরজা দিয়ে সে সিঁড়ির কাছে গেল। সিঁড়ি বেয়ে সে দোতলা পর্য্যন্ত এল।

সে এখন একটা লবি বা হলের মধ্যে প্রবেশ করল। চওড়া, চুনকাম করা দেওয়াল, সিলিং-সুয়িমিং পুলের মত তৈরী। চতুর্দ্দিক থেকে সিলিং-এ আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

এখান থেকে আরম্ভ করে অট্টালিকার প্রত্যেক অংশ অসম্পূর্ণ। দেওয়ালহীন একটা ধাতব সিঁড়ি বাঁ দিক থেকে উপরে চলে গিয়েছে। পার্কার সেই পথে গেল এবং একটা তলা পেরিয়ে যেখানে এসে উপস্থিত হল সেটা মার্বেলের তৈরী নয়।

সিঁড়ির পাশে একটা ব্যাগ পড়ে গিয়ে কেটে গেল এবং সর্ব্বত্র সাদা হয়ে গেল। এক থলে সিমেন্ট পড়ে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

পার্কার ইহার মধ্য দিয়ে ছুটতে লাগল। একটা সাদা কুয়াসার আস্তরণ যুদ্ধকালীন ধূম্রজালের মত সিঁড়িটাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সিঁড়িটা অগ্রসর হয়ে তিনতলায় গিয়ে থেমেছে, আবার এগিয়ে গিয়ে চার তলায় বিরতি। এই ভাবে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে এবং একএক তলায় বিরাম নিচ্ছে।

সিঁড়ি-পথের অর্দ্ধেক ফাঁকা এ্যামেচার হাতের কাছে যা কিছু পাচ্ছিল তা-ই ছুড়ে মারছিল, তক্তাগুলি ধাতব বেড়ার উপর পড়ে ঝন ঝন্ শব্দ করছিল। আরও সিমেন্ট ব্যাগ পড়ে ফেটে গিয়ে সিমেন্ট ছড়িয়ে চতুর্দিক অন্ধকার করে দিল। হাতুড়িগুলি পড়ে গিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল।

পার্কার সিঁড়ির কিনারে অনেকদূরে দাঁড়িয়েছিল এবং উপর দিকে চলতে আরম্ভ করল। নয় তলা পর্য্যন্ত জানালায় কাচ বসানো সম্পূর্ণ হয়েছে। উপরের দু'টা কি তিনটা তলার জানালায় কাচ লাগানো হয় নি, সেগুলি খোলা অবস্থায় স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে এবং এখন অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দশতলায়, কি এগার তলায় কি বার তলায় এ্যামেচারকে পাওয়া যেতে পারে!

সাত তলা পেরিয়ে যাবার পরে উপর থেকে নির্ব্বুদ্ধিতার বৃষ্টি থেমে গেল। এ্যামেচার আতঙ্কে যা কিছু হাতের কাছে পাচ্ছিল তাই ছুড়ছিল। কিন্তু এখন হয় তার আতঙ্ক কমে গেছে, নয়ত আর ছুড়ে মারবার কিছুই পাচ্ছে না।

সে কেন বন্দুক ব্যবহার করছিল না? তার কি গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল? অথবা সে কি বন্দুক হারিয়ে ফেলেছিল বা আতঙ্কে ভুলে গিয়েছিল যে, তার কাছে বন্দুক আছে?

ভাঙচুরের পরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। পার্কার আরও মন্থর গতিতে সুরু করল। নৈঃশব্দের মধ্যে সে কান পেতে শুনতে লাগল এবং হঠাৎ মানুষের পদ শব্দ কানে আসতে মোটেই বিস্মিত হল না। এ্যামেচার আরও উপরে উঠে যাচ্ছে

পার্কারের কোন ব্যস্ততা নেই। ছয় তলার পরে ভেতরের দিকে কোন পার্টিশন নেই এবং সিঁড়ি ছাড়া উপরে বা নীচে যাওয়ার কোন উপায়ও নেই। যতক্ষণ সে এ্যামেচারের নীচে ছিল এবং সিঁড়ি পাহারা দিচ্ছিল ততক্ষণ তার কোন তাড়াহুড়া ছিল না।

আঁধার ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। সূর্য্যের অর্দ্ধেক এখন দিগচক্রবালে ডুবে গিয়েছে। উপরের অর্দ্ধেক শীতের লালিমায়, কাচ, প্লাষ্টার এবং ধাতুকে গোলাপী রঙে রঞ্জিত করে দিয়েছে।

উপর থেকে যে শব্দ আসছে তাকে দেওয়ালে ইঁদুরের শব্দ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সে শব্দ এ্যামেচারের। ধাতুর ফলকের উপর সে নানারূপ শব্দ করে নীরব হতে বলছিল।

শব্দ থেকে পার্কার অনুধাবন করতে পেরেছিল এবং সে এখন খোলাখুলি চলতে শুরু করল শব্দকে ভয় না করে।

এগার এবং বার তলার মাঝখানে টাকার ঢিপি।

পার্কার টাকার দিকে আঁড়চোখে তাকাল ইহা এক প্রকারের পূজা বা বলি। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপবাসীরা তাদের কুমারী কন্যাকে যেমন আগ্নেয়গিরির কাছে বলি দেয় সিঁড়ির উপর টাকার ছোট্ট ঢিপিটিকে দেবতার বেদীতে বলির মত মনে হল।

পার্কার উহা তুলে নিয়ে গুণতে আরম্ভ করল কুড়ি ডলারের চল্লিশটা ছিল, এবং দশ ডলারের আটটা :—মোট টাকার পরিমাণ আটশত আশি ডলার।

সে টাকাটা নিল।

পার্কার উপরের দিকে তাকাল। জারজটা সব টাকা স্যুট্‌কেসে রাখে নি, কিছু নিজের সঙ্গেও রেখেছে। তবে খুব বেশী নয়, মাত্র আটশ' আশি ডলার। আরও কত বেশী ছিল।

পার্কার বলির দ্রব্য নিজের পকেটে রেখে দিয়ে আরও তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে লাগল। এখন প্রয়োজন এ্যামেচারকে পড়ে যাওয়া থেকে বা ঝাঁপ দেওয়া থেকে বিরত করা। তাকে এমন অবস্থায় রাখা দরকার যাতে তার পকেট অনুসন্ধান করা চলে।

কাজেই সবই খুব সাবধানে করা প্রয়োজন বেরেট্টায় মাত্র একটি বুলেট অবশিষ্ট আছে এবং মাত্র ২৫ ব্যাসের এবং খুব খাটো নলের বন্দুক।

খুব বেশী ভয় পেলে এ্যামেচার লাফ দিতে পারে অথবা নিবর্বুদ্ধিতাবশতঃ পড়ে যেতে পারে।

আবার গোলমাল, ছয় অথবা সাত তলা উপরে। পনের তলায় পার্কার থেমে কান পেতে শুনতে লাগল। ঝন্ ঝন্, থপ্, থপ্, ভারী শব্দ হল। কিন্তু কোনটাই সিঁড়ি থেকে আসছিল না এবং কোনটাই তাৎক্ষণিক নয়।

শব্দ হতেই লাগল, আর পার্কারও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। উনিশ তলায় উঠে পার্কার থামল। সে আরও দুই সিঁড়ি উঠে দেখল, এ্যামেচার কি করেছে!

এ্যামেচার একটা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে। ধাতুর ফলক, তারের বাণ্ডিল, কাঠের তক্তা এবং সবরকম যন্ত্রপাতি জড়ো করে সিঁড়ির মাথায় এমন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে যে, কেউ উপরে উঠতে পারবে না।

কিন্তু প্রতিবন্ধক কি রক্ষা পেল? এই স্থানই কি এ্যামেচারের শেষরক্ষার স্থান ছিল?

না। নীচে দাঁড়িয়ে পার্কার কান পেতে আরও উপরে ইঁদুরের গোলমাল শুনতে পেল। পার্কার ভাবতে লাগল, এ্যামেচার কি প্রতিবন্ধকের পেছনে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে আছে? কিন্তু এ্যামেচার তখনও ছুটছিল।

পার্কার উপরে উঠে গেল। প্রতিবন্ধক একপাশে সরিয়ে ফেলল। যন্ত্রপাতি, তক্তা এবং তারের বাণ্ডিল ঝন্ ঝন্ শব্দে সিঁড়ি বেয়ে পড়ে গেল এবং এ্যামেচার উপর থেকে সোরগোল করে চেঁচিয়ে উঠল।

বাইশ তলার উপরে বাইরের দিকের দেওয়াল আর তৈরী হয় নি, শুধু কংক্রিট ভিতের চতুর্দিকে সাদা রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। এখানে মেঝে এবং সিলিং প্রাথমিক। কংক্রিটের চেপ্টা স্তম্ভ নীচে পেতে তার সহিত লোহার দণ্ড তার, কেবল প্রভৃতি বেরিয়ে থাকা বস্তু জুড়ে দেওয়া হয়

মেঝে থেকে অবতরণিকায় গিয়ে দেখা গেল কিছুই নেই। আকাশে কেবল অস্তগামী সূর্য্য এবং অনেক নীচে মৃত মাটি। এটা হল বাম কিনারার অবস্থা। অপর অর্দ্ধাংশে অবতরণিকা থেকে মেঝেতে গিয়ে প্রত্যেক সিঁড়ির ডানদিকে কিছুই নেই, সিঁড়ি শূন্যে ঝুলছে।

এ্যামেচার আর মাত্র এক সোপান-শ্রেণী দূরে। সেখানে সে লাফিয়ে চলছে, ভয়ে কাঁপছে এবং অনবরত শব্দ করছে। সে হাওয়ার জন্য ছটফট করছে এবং সহস্র ভয়ে গোঙাচ্ছে। পার্কার সিঁড়ির মাঝখান ধরে উপরে এগিয়ে চলেছে, শুধু সিঁড়ি ও নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টি রেখে।

চব্বিশ তলাটাই শীর্ষতলা। এই তলাটার মেঝের একদিকে তক্তা পাতা হয়েছে, অপরদিক খালিই আছে। কংক্রিটের জন্য কাঠের খুঁটিগুলি এখানে সেখানে ছড়ানো রয়েছে, মালমশলার স্তূপগুলি আমলকি রংয়ের ত্রিপল দিয়ে ঢাকা।

পথের উপর এক্সেল টাওয়ারের মডেলের মত লিফ্ট্-এর কাঠামোটা দাঁড়িয়ে আছে। ইহার মধ্যেই লিফ্ট্-এর খাঁচাটি রয়েছে। এ্যামেচার খুঁড়িয়ে চলছে, ছুটছে এবং আহত ভল্লুকের মত কাতরাচ্ছে। সে একটা নোংরা ক্রিম রংয়ের রেন্‌কোট পরেছে, তার পিঠ রক্তের দাগে মাখানো। পিঠের বাঁ দিকে কোমরের ঠিক উপরে সে খুব আঘাত পেয়েছিল।

তার অবস্থা দেখলে মনে হবে যে, সে নিশ্চয়ই গুলিতে আহত হয়েছে এবং সে-গুলিটা এখনও তার শরীরে রয়েছে, তাতেই সে শেষ হতে চলেছে। সে লম্বা এবং সবল ছিল। পার্কারের মনে পড়ল, কি করে তরবারীটা এলীকে সম্পূর্ণ ভেদ করে খাটের কাঠে গিয়ে ঠেকেছিল। তার যথেষ্ট শক্তি ছিল নতুবা গুলি খেয়ে সে বেঁচে থাকতে পারত না। কিন্তু শেষ তার ঘনিয়ে এসেছে। টাকার আশা না থাকলে পার্কার তাকে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে আসতে পারত—কারণ এখন সে নিজেই মরবে।

কিন্তু টাকার ত প্রয়োজন আছে। পার্কার প্রতিধ্বনিকারী তক্তার উপর দিয়ে হেঁটে গেল।

এ্যামেচার দু'টো দরজা খুলে লিফট্-এর মধ্যে হোঁচট খেয়ে পড়ল। ফিরে পার্কারকে দেখে সে পূর্ব্বের মত চেঁচিয়ে উঠল। সে ঠেলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে লিভারটিপে লিফ্টটাকে চালিয়ে নীচে নিয়ে যেতে চাইল কিন্তু কোন বিদ্যুৎ ছিল না। নির্ম্মাণকারী কোম্পানি লিফট্‌টাকে উপরে তুলেছে যাতে ছেলে ছোকরারা উহার কোন ক্ষতি করতে না পারে। কিন্তু তারা বিদ্যুৎ-সংযোগ ছিন্ন করে রেখে দিয়েছে।

এ্যামেচার নিজেই নিজেকে খাঁচায় বন্দী করেছে।

পার্কার তক্তার উপর দিয়ে তার দিকে গেল।

এ্যামেচার চীৎকার করে উঠল, "আমাকে গুলি করো না। দয়া করে আমাকে গুলি করো না।"

ডবল দরজার উপরে লিফ্ট্-এর সামনে একটু খোলা স্থান ছিল। এ্যামেচার হঠাৎ জোরে ঐস্থানে কি যেন ছুড়ে ফেলল। জিনিসটা তক্তার উপর পড়ে লাফিয়ে উঠল—একটা খাটো শক্ত কালো পিস্তল।

সে চিঁচিয়ে বলল, "আমি অপর বন্দুকটা হারিয়েছি!" পার্কার এখন তার খুব কাছে কিন্তু সে চীৎকার করেই চলেছে যেন তার ও পার্কারের মধ্যে একটা

দেওয়াল আছে। সে চেঁচিয়ে বলল, "আমি এখন সশস্ত্র নই!" ঐ "আমার বন্দুক, ঐ আমার বন্দুক!"

পার্কার খাঁচার সম্মুখ পর্য্যন্ত হেঁটে গেল। বেরেটা তার ডান হাতে আছে কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে মত বদলালো। সে ফিরে গিয়ে এ্যামেচার যে বন্দুকটা ছুড়ে ফেলেছিল তা কুড়িয়ে নিল। ইহা একটা স্মিথ্ এ্যাণ্ড্ ওয়েসন্ '৩২ রিভল্‌ভার। পার্কার ইহার দিকে ভ্রূকুটি করে তাকাল। ঠিক এইরূপ একটা সে পেট রুদের কাছে দেখেছে। এটা কি রুদের পিস্তল? এই জন্যই কি এ্যামেচার ভিমোরামায় চিনে আসতে পেরেছিল?

কিন্তু উত্তরে সে মোটেই খুশী হল না, কারণ এতে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সে খাঁচার লোকটার দিকে ফিরল।

"দয়া করে আমাকে গুলি করো না। সে তার উপযুক্ত ছিল। তুমি এলীকে চিনতে। তুমি নিশ্চয় জানতে যে, সে যে শাস্তি পেয়েছে তার সে উপযুক্ত ছিল। আমি তোমার কোন অসুবিধা সৃষ্টি করতে চাই নি। যা ঘটেছে তা শুধু কার্য্য-পরম্পরায় ঘটে গেছে। আমি যা কিছু করতে চেয়েছি শুধু তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য, যেটা তার প্রাপ্য ছিল—"

পার্কার পেট রুদের বন্দুক থেকে একটিমাত্র গুলি ব্যবহার করল।

পার্কার দরজাটা টেনে খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। এ্যামেচারের পিঠ ফিরিয়ে নিয়ে তার পকেট হাতড়াতে লাগল।

বাম পাজামার পকেটে কুড়ি ডলারের তেষট্টি খানা, ডান পাজামার পকেটে, কুড়ির ঊনচল্লিশ এবং দশের পঁচিশ খানা। বাম নিতম্বের পকেটে দশের বায়ান্ন-খানা এবং পঞ্চাশের দশ খানা। ডান নিতম্বের পকেটে কুড়ির সাতচল্লিশ খানা, দশের নয়খানা এবং পঞ্চাশের আটখানা। সার্টের ডান পকেটে কুড়ি-বিয়াল্লিশ খানা এবং একশ'-এর চারখানা। সার্টের বাম পকেটে কিছুই নেই। আটশ' আশি বোধহয় ওখানেই ছিল।

আরও আছে। বাঁ জ্যাকেটের পকেটে কুড়ির পঞ্চাশ এবং পঞ্চাশে নয় খানা। জ্যাকেটের ডান পকেটে কুড়ির তিপান্ন, এবং পঞ্চাশের সাতখানা। জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে কুড়ির পচানব্বই খানা এবং তিনশত।

এ্যামেচার অফুরন্ত নগদ টাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল।

বাম রেইন কোটের পকেটে কুড়ির তিরানব্বই এবং দশের সতের। ডান রেইন কোটের পকেটে কুড়ির আশি খানা এবং পঞ্চাশের পনের খানা।

সর্ব্বসমেত পঞ্চাশের সাতশ উনপঞ্চাশ, কুড়ির ছয়শ' দুই এবং দশের একশ এগার, সিঁড়ির উপরে পড়ে থাকা টাকা সমেত।

মোট ষোল হাজার তিনশ' ডলার।

পার্কার উঠে দাঁড়াল, এবং লিফ্ট-এর মেঝেতে স্তূপীকৃত বিলগুলোর দিকে তাকাল। ষোল হাজার তিনশ' ডলার।

পার্কার জোরে হেসে উঠল।

ইহা তার এক সপ্তমাংশ।

সমাপ্ত